# বিআরডিবি শক্তিশালীকরণঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা

ড. মোঃমিজানুর রহমান, পরিচালক (গবেষণা)
ড. শিশির কুমার মুন্সী, পরিচালক (কৃষি ও পরিবেশ)
রহমত উল্ল্যাহ, সহকারী পরিচালক (কৃষি ও পরিবেশ)

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)
কোটবাড়ী, কুমিল্লা
সেপ্টেম্বর, ২০২৪

# সূচিপত্র


| শিরোনাম | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|
| প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা | ০১-০৭ |
| দ্বিতীয় অধ্যায়: বিআরডিবি শক্তিশালীকরণঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ক গবেষণায় প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত দলীয় আলোচনার ফলাফল | ০৮-১৩ |
| তৃতীয় অধ্যায়: জেলা, উপজেলা ও মাঠ পর্যায়ের সমীক্ষার ফলাফল | ১৪-২১ |
| চতুর্থ অধ্যায়: বিআরডিবি'র প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্যদের মতামত | ২২-৩৯ |
| পঞ্চম অধ্যায়: বিআরডিবি সর্ম্পকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও), উপজেলা চেয়ারম্যান এবং ইউপি চেয়ারম্যানের মতামত | ৪০-৪৩ |
| ষষ্ঠ অধ্যায়: গবেষকদের মাঠ পর্যায়ের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন | ৪৪-৫৩ |
| সপ্তম অধ্যায়: বিআরডিবি'র বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির দলের সদস্যদের কার্যকরী কমিটির মতামত | ৫৪-৬১ |
| অষ্টম অধ্যায়: প্রাথমিক সমিতি ও দলের উপর বিআরডিবি এর কার্যক্রমের প্রভাব বিশ্লেষণ | ৬২-৭৪ |
| নবম অধ্যায়: বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের কেআইআই ফলাফল বিশ্লেষণ | ৭৫-৮২ |
| দশম অধ্যায়: উপসংহার ও সুপারিশসমূহ | ৮৩-৮৮ |
| রেফারেন্স | ৮৯ |
| সংযোজনী-১ | ৯০-১০১ |
| সংযোজনী-২ | ১০২ |

## অধ্যায়-১

### ১.ভূমিকা

১৯৭১ সনে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গঠনের লক্ষ্যে কুমিল্লা মডেলের দ্বি-স্তর সমবায় কাঠামোকে জাতীয় পর্যায়ে পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি হিসেবে হাতে নেয়া হয়। সেই থেকেই সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি অর্থাৎ আইআরডিপি'র যাত্রা শুরু। ১৯৭১ সনে যাত্রা শুরুর পর এর সফলতা লক্ষ্য করে পল্লী উন্নয়ন কর্মকান্ড'কে আরও গতিশীল করার জন্য ১৯৭৩ সনে আইআরডিপি'কে 'বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা' নামে সরকারের একটি উন্নয়ন সংস্থায় রূপান্তর করা হয়। কিন্তু কুমিল্লা মডেলের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে এবং আরও অধিকতর Piloting না করে কর্মসূচিটিকে সংস্থায় রূপান্তর করা সমীচীন হবে না মর্মে দাতাদের পরামর্শের ভিত্তিতে ১০ মাস পর বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা'র বিলুপ্তি ঘটিয়ে পুনরায় আইআরডিপি পুনর্বহাল করা হয় (brdb.gov.bd)। আইআরডিপি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের উপর ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে একটি সমীক্ষা পরিচালিত হয়। সমীক্ষায় দেখা যায়, সরকারি পর্যায়ে গৃহীত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দ্বি-স্তর সমবায় ব্যবস্থাটি গ্রামীণ জনগণের জন্য হিতকর এবং ক্ষমতাশালী কৌশল হিসেবে কাজ করেছে, যা পল্লী উন্নয়নের একমাত্র পেটেন্ট হিসেবে দাবি করতে পারে। বিশ্বব্যাংকের সুপারিশের উপর ভিত্তি করে আইআরডিপি প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশল পরিবর্তন করে দারিদ্র্য বিমোচনমূলক প্রকল্প গ্রহণ করতে থাকে। সর্বোপরি এ সমীক্ষার সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশ সরকার ১৯৮২ সালে আইআরডিপি'কে একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে বোর্ডে রূপান্তরিত করে যা বর্তমানে ''বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)'' নামে পরিচিত। সত্তরের দশকে 'অধিক খাদ্য ফলাও' আন্দোলন থেকে শুরু করে বর্তমান 'পল্লী উন্নয়নে সোনালী সোপান' হিসেবে বিআরডিবি'র অবদান আজ বহুল প্রশংসিত। সত্তরের দশকে কৃষি উৎপাদন দ্বিগুন হওয়ার পিছনে বিআরডিবি'র অবদান সর্বজন স্বীকৃত। সে সময় বিআরডিবি বিভিন্ন ধরনের হস্তচালিত নলকূপ, গভীর নলকূপ কৃষকদের মাঝে বিতরণের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থা গতিশীল করতে সক্ষম হয়েছে। সত্তর থেকে নববই দশকের শেষ পর্যন্ত সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে বিআরডিবি বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচিও গ্রহণ করে। তৎপরবর্তীতে বিআরডিবি তার মূল কর্মকান্ড অর্থ্যাৎ দ্বি-স্তর সমবায়ের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি বেশ কিছু বিশেষায়িত প্রকল্প সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করেছে; যেমন- মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি(১৯৭৩), যুব উন্নয়ন কর্মসূচি (১৯৭৮), বিত্তহীন কর্মসূচি (১৯৮৪) ইত্যাদি।

তাছাড়া ভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে বিআরডিবি বেশ কয়েকটি বিশেষায়িত প্রকল্প বাস্তবায়িত করছে যেমন- দেশের উত্তরাঞ্চলের হতদরিদ্রদের কথা চিন্তা করে ''উত্তরাঞ্চলের দরিদ্র্যদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি''(উদকনিক) প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। তাছাড়া গভীর ও অগভীর নলকূপ সচল করার মাধ্যমে সেচ কার্যক্রমকে আরো সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে ''সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি'' হাতে নেয়া হয়েছে। চলমান এডিপিভূক্ত প্রকল্পসমূহ অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (পিআরডিপি-৩), পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (পজীপ)-৩য় পর্যায়, দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চমূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি, দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো), ইনিশিয়েটিভ ফর ডেভেলপমেন্ট, এমপাওয়ারমেন্ট, এওয়ারনেস এন্ড লাইভলিহুড প্রজেক্ট কুড়িগ্রাম (আইডিইএএল), উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়), সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি-৩য় পর্যায়), গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ, অবলুপ্ত কিন্তু বিআরডিবি'র নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক), পল্লী প্রগতি প্রকল্প (পপ্রপ্র), উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি), সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক), গ্রামীণ মহিলাদের উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি (গ্রামউকসক), গ্রামীণ মহিলাদের জন্য উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (গ্রামউক), দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনকল্পে বিশেষ বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্প (দুএদাবি), মহিলা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় উন্নয়ন সমিতি (মবিকেউস), দুঃস্থ পরিবার উন্নয়ন সমিতি (দুপউস), প্রাথমিক স্বাস্থ্য

পরিচর্যা প্রকল্প (ব্যান পিএইচ সি-০০৬), বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়িত অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প/কর্মসূচির বিবরণ, অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি, গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্প, আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২, পার্বত্য চট্টগ্রাম। বিআরডিবি এর একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো রয়েছে। বিআরডিবি এর একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থাকলেও বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা যাচ্ছে। যেমন এর জটিল ম্যান্ডেটের পরিপ্রেক্ষিতে যা প্রয়োজন তার তুলনায় এবং মৌলিক উদ্দেশ্য থেকে কম স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে, জিওবি ও দাতাদের কাছে সমবায় উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনের বিষয়ে বিআরডিবি এর নীতি ও কৌশল স্পষ্টভাবে তুলে ধরার ক্ষমতা খুবই সীমিত, আরপিপিএস (রুরাল পুওর প্রোগ্রামস) বিকাশ ও বাস্তবায়নের জটিল প্রক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা কমিশনের সাথে পর্যাপ্তভাবে সম্পর্ক পরিচালনা করার জন্য বিআরডিবি এর অপর্যাপ্ত ক্ষমতা রয়েছে, মহাপরিচালক এবং আরও কয়েকজন বিআরডিবি উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অপেক্ষাকৃত স্বল্পমেয়াদী মেয়াদের কারণে দীর্ঘমেয়াদী নীতির উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, বিআরডিবি এর কার্যক্রম ও প্রকল্পের মধ্যে দুর্বল সমন্বয় রয়েছে, বিআরডিবি এর ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থায় অপর্যাপ্ত বিকেন্দ্রীকরণ, এমএস এবং আরপিপিএস পৃথকীকরণের ফলে ফাংশনগুলির অনুলিপি এবং একটি সন্তোষজনক কর্মী নীতি অনুসরণের অক্ষমতা দেখা যায়। বিআরডিবি'র প্রশাসনিক কাঠামো কিছুটা সেকেলে যা বর্তমানে যুগোপযোগী নয় বলা চলে। কিন্তু বর্তমান বিশ্ব ডিজিটাল দুনিয়া। বিআরডিবি এর মতো অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে ডিজিটালাইজড হয়েছে। তাই পুরোনো কাঠামোর সাথে বিআরডিবি ডিজিটালাইজ প্রক্রিয়ার সাথে সঠিকভাবে অনুলিপি করতে পারেনা। অধিকন্তু বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডে পর্যাপ্ত পল্লী উন্নয়ন প্রযুক্তি নেই। হাইব্রিড বীজ ও খাদ্য উৎপাদনের জন্য অবশ্যই উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োজন হবে। প্রযুক্তির অভাব সমস্ত বিআরডিবি এর উন্নয়ন কার্যক্রম প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করছে। জনবলের ঘাটতি ও দক্ষ জনবলের অভাবে বিআরডিবি এর অনেক প্রকল্পের কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। যেমন বিআরডিবি এর আরএইচডি প্রকল্প জনবলের অভাবে সঠিকভাবে পরিচালনা করা যাচ্ছে না। বিআরডিবি-এর কাঠামো যুগের চাহিদা অনুযায়ী পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন। এই কাঠামোতে, বিআরডিবি-এর কাজ সঠিকভাবে পরিচালনা করা যায় না (Asaduzzaman, 2007)।

গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য বিআরডিবি'র পাশাপাশি অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা যেমন- উপজেলা প্রশাসন, ইউনিয়ন পরিষদ, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক কিছু বেসরকারি সংস্থাও রয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা নেই। এই কারণে বিআরডিবি কাংঙ্খিত সফলতা অর্জন করতে পারছেনা। বর্তমানে বিআরডিবি দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়নে তাদের অতীতের গৌরব ফিরিয়ে এনে এবং গরীব মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে আরো গতিশীল অবদান রাখার প্রয়াসে এর কার্যক্রম-এ কী ধরণের কাঠামোগত, অর্থনৈতিক, জনবল সমস্যা রয়েছে তা চিহ্নিত করা প্রয়োজন। উপরোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করে বিআরডিবি এর বর্তমান strength, weakness, opportunity and threat জানা প্রয়োজন বিধায় বিআরডিবি-এর চলমান এসব সমস্যা সমাধান এবং প্রতিষ্ঠানটি শক্তিশালীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে এই গবেষণাটি হাতে নেয়া হয়েছে।

**২. সাহিত্য পর্যালোচনাঃ**

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, বা বিআরডিবি গ্রামীণ এলাকায় উন্নয়নের জন্য দায়বদ্ধ একটি সরকারী বোর্ড এবং বাংলাদেশের বৃহত্তম সরকারি কর্মসূচিতে জড়িত প্রতিষ্ঠান। এটি গ্রামীণ দরিদ্র, প্রান্তিক কৃষক এবং মহিলাদের সমবায় এবং অনানুষ্ঠানিক গোষ্ঠীকে সংগঠিত করে, যার মাধ্যমে তারা আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে জড়িত হতে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে পারে। (উইকিপিডিয়া)। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে। এ হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এক্ষেত্রে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।' এ লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ১৯৭২ সালে ড. আখতার হামিদ খান উদ্ভাবিত কুমিল্লা সমবায় পদ্ধতি বা মডেলের আলোকে 'সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি' (আইআরডিপি) প্রতিষ্ঠিত হয়। এ

কর্মসূচির মাধ্যমে ১০ মূলনীতির দ্বিস্তর বিশিষ্ট সমবায় পদ্ধতি বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথমত, এ কর্মসূচি পর্যায়ক্রমে ৪৫২টি থানায় বিস্তার লাভ করে। বর্তমানে দেশের সব উপজেলায় এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দ্বিস্তরের একটি হল- প্রাথমিক সমবায় (কেএসএস), দ্বিতীয়টি হল- থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি (টিসিসিএ)। গঠনের পর প্রতিটি কেএসএস সমবায় অধিদফতর কর্তৃক নিবন্ধন লাভ করে। কেএসএস-এর সমন্বয়ে টিসিসিএ গঠিত হয়। সমবায় আইনে সৃষ্ট কেএসএস ও টিসিসিএ একটি বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। আইআরডিপির কার্যক্রম পর্যালোচনা কমিটি কর্তৃক মূল্যায়িত হয়ে বোর্ডে রূপান্তরিত হয় এবং এর নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)। আইআরডিপি টিসিসিএ-র মাধ্যমে সমবায় কর্মকান্ড পরিচালনা করত। টিসিসিএ গঠন ও নিবন্ধনে সমবায় বিধির আলোকে একটি উপবিধি প্রণয়ন করা হয়েছিল এবং টিসিসিএ পরিচালনার যাবতীয় নির্দেশনা সংবলিত ধারা এ উপবিধিতে সন্নিবেশিত ছিল, যা অনুসরণ করে টিসিসিএ পরিচালিত হতো। উপবিধিতে সমবায় কর্মকান্ডবহির্ভূত কোনো কর্মকান্ড টিসিসিএ পরিচালনা করতে পারবে না মর্মে বলা আছে। বিআরডিবিতে রূপান্তরের পর এর কার্যক্রম সমবায় কর্মকান্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সমবায়বহির্ভূত কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হওয়ার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এ প্রেক্ষাপটে ইউসিসিএ মূল কার্যক্রম পাশ কাটিয়ে উপবিধিবহির্ভূতভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বার্থে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক দল গঠন কার্যক্রমে গুরুত্ব প্রদান করে, যা অদ্যাবধি চলমান রয়েছে। বিআরডিবির মূল কার্যক্রমের সম্প্রসারণমূলক কোনো কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন না করে ইউসিসিএ বরং কার্যক্রমকে সংকুচিত করে ফেলেছে।

দেখা যাচ্ছে, একই অফিস ভবনে সমবায়ভিত্তিক কর্মকান্ড গতানুগতিক পরিচালনার পাশাপাশি বিআরডিবি কর্মকর্তারা বিভিন্ন প্রকল্পে বেশি সময় ব্যয় করায় ইউসিসিএ-র মূল কার্যক্রম ধীরে ধীরে স্থবির হয়ে পড়েছে। ইউসিসিএ-র নিজস্ব আয় ও ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছে। ইউসিসিএ'র পক্ষে নিজস্ব কর্মচারীদের বেতন নিয়মিত পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি বিধায় কর্মচারীরা দায়িত্ব পালনে অনীহা প্রকাশ করেন এবং পর্যায়ক্রমে অবসর গ্রহণ করেন। ফলে ইউসিসিএ জনবল শূন্য হয়ে পড়ে। দুঃখজনক হল, বিআরডিবি কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কোনো নির্দেশনা প্রদান করেনি। জনবলের অভাবে কেএসএস-এর কার্যক্রম তদারকি করা যাচ্ছে না। ফলে কেএসএসগুলো অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হচ্ছে। বর্তমানে ইউসিসিএ-র সমবায়ভিত্তিক মূল কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে শুধু আবর্তক ঋণ তহবিলের লেনদেন চলমান রয়েছে। দ্বিস্তর বিশিষ্ট সমবায় পদ্ধতির ১০টি মূলনীতি বাস্তবায়ন ইউসিসিএ পর্যায়ে আছে বলে মনে করি না। ইউসিসিএ-তে দারিদ্র্য বিমোচনের নামে প্রকল্পভুক্ত দলের কর্মকান্ড ব্যাপকভাবে পরিচালিত হলেও ঋণদানে অনিয়ম ও তদারকির অভাবে মাঠ পর্যায়ে দলের সদস্য/সদস্যার কাছে পাওনা ঋণ আদায় না হয়ে খেলাপি ঋণে পরিণত হয়ে আছে। এক্ষেত্রে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে- দল ও এর সদস্যদের অস্বিত্ব খুঁজে পাওয়া না গেলেও ইউসিসএতে বিআরডিবির হিসাবে লাখ লাখ টাকা বকেয়া খেলাপি ঋণের অস্তিত্ব রয়েছে। সরকারের জারিকৃত অধ্যাদেশে সৃষ্ট একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের এনজিওর ন্যায় কর্মকান্ড পরিচালনার বিষয়টি বিধিসম্মত মনে করার সুযোগ নেই। এছাড়া যে মূলনীতি ও উদ্দেশ্যের আলোকে আইআরডিপি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, দলভিত্তিক কর্মকান্ড পরিচালনায় সে উদ্দেশ্য অর্জিত হচ্ছে কিনা, তা দ্বিস্তর সমবায়ের পতাকাতলে সমবেত সমবায়ীদের মনে প্রশ্ন হিসেবে দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে জনগণের ভাগ্য উন্নয়নের বাস্তব কর্মসূচি হচ্ছে সমবায়। একে দরিদ্রদের নিজস্ব কর্মসূচি হিসেবে অভিহিত করা যায়। দ্বিস্তর সমবায়ের ১০ মূলনীতি অনুসরণ করে ইউসিসিএকে পূর্ণাঙ্গরূপে পরিচালনার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব। আর এতেই অর্জিত হবে 'বিআরডিবির ভিশন'। (যুগান্তর, ২০১৮)

আরডিপি এর উদ্দেশ্য এবং কর্মপরিধি পরবর্তিতে বিআরডিবি এর ব্যাপক কর্মপরিধির সাথে সমন্বিত করে বিআরডিবি এর কার্যক্রম আরো বিস্তৃতি লাভ করে। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অভিজ্ঞতার ও কর্মপরিধির দিক

থেকে বিআরডিবি পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে একক বৃহত্তম সরকারি প্রতিষ্ঠান। ষাট এর দশকে প্রবর্তিত এবং ব্যাপকভাবে প্রশংসিত 'কুমিল্লা মডেল' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) গ্রহণ করা হয়। পল্লী উন্নয়নে আইআরডিপি'র সফলতা, অবদান ও গুরুত্ব মূল্যায়ন করে ১৯৮২ সালে এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরডিবি প্রতিষ্ঠিত হয়। আইআরডিপি'র মূল লক্ষ্য ছিল গ্রামীণ মাঝারি, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদেরকে সমবায় সমিতির আওতায় সংগঠিত করে কৃষি আধুনিকায়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালে মহিলা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ প্রকল্প/কার্যক্রম চালু করা হয়। আশি'র দশকের গোড়ার দিকে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি ও তাদের আর্থ-সামাজিক জীবন মানের উন্নয়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করে দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে বিআরডিবি সরকারের পল্লী উন্নয়ন নীতি ও কৌশলের সাথে সংগতি রেখে পল্লীর ক্ষুদ্র ও সম্পদহীন দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীকে সমবায় সমিতি ও অনানুষ্ঠানিক দলের আওতায় সংগঠিত করে সমন্বিত পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। (বিআরডিবি, জাতীয় তথ্য বাতায়ন)

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর পরই গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংঘবদ্ধ করে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার যে স্বপ্ন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেখেছিলেন বিআরডিবি শুরু থেকেই সে সোনার বাংলা গড়ার সারথি হয়ে ছিলেন। আমরা যদি স্বাধীনতার পর থেকে বিআরডিবি'র কার্যক্রমকে মূল্যায়ন করি তাহলে দেখতে পাবো বিআরডিবি ১১৮ টি দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প সফলভাবে সমাপ্ত করেছেন এবং এ সকল প্রকল্পের মূল লক্ষ্যই ছিল কৃষির উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও জনগণের অংশগ্রহণ। ইতোমধ্যে বিআরডিবি প্রায় ৫৫৮৭ লক্ষ গ্রামীণ পুরুষ-মহিলাকে ১.৮৭ লক্ষ সমিতি/দলের মাধ্যমে সংগঠিত করেছেন যেখানে মানুষের মূলধন সৃষ্টি হয়েছে ৭৮৭.০৮ কোটি টাকা। একইসাথে স্বল্প সুদে/শর্তে ঋণ সহায়তা প্রদান করেছে ১৬৮০৪.৪৮ কোটি টাকা। গ্রামীণ সংগঠিত কৃষকদের সেচ উপকরণ হিসাবে ১৮৩৬০ টি গভীর নলকুপ ও ৩.৫৫ লক্ষ বিভিন্ন প্রকার সেচ যন্ত্র সরবরাহ করেছে বিআরডিবি। ইতোমধ্যে বিআরডিবি ৩৮.৩৩ লক্ষ উপকারভোগীকে দক্ষতা ও মানবিক উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে এবং এর ফলে গ্রামীণ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সফল উপকারভোগী আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা পালন করছে।ইতোমধ্যে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিআরডিবির কার্যক্রম মূল্যায়ন করেছে যেমন বিআইডিএস কর্তৃক ২০১০ সালে পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা যায় বিআরডিবি সুবিধাভোগীদের দারিদ্র্য বিমোচন এবং নারীর ক্ষমতায়নে সফলভাবে সহযোগীতা করে আসছে। উক্ত গবেষণায় বলা হয় বিআরডিবির কর্ম এলাকায় দারিদ্র্যের হার ১১% যা জাতীয় গড়ের চেয়ে অনেক কম এবং একই গবেষণায় দেখা যায় জিডিপিতে বিআরডিবির একক অবদান ১.৯৩% যা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। (জাতীয় তথ্য বাতায়ন, বিআরডিবি, লক্ষ্মীপুর)। এছাড়া, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিআরডিবি কৃষিতে উন্নত বীজ সরবরাহ ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনে অসাধারণ ভূমিকা রেখেছে। এ বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা পূরণে দেশ আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই বিশাল সাফল্যের নেপথ্যেও রয়েছে বিআরডিবির অনন্য অবদান। (সংবাদ প্রকাশ, ২০২৪)। বিআরডিবি বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। যেমন- আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক গ্রামীণ সংগঠন সৃষ্টি, আধুনিক সেচ সুবিধার মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, পল্লীবাসীর আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন, গ্রামীণ সকল সম্পদের সর্বোত্তম ও সর্বমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিআরডিবি এর রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন, ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি গঠনে সহায়তা করা, উন্নয়নের মূল স্রোত ধারায় মহিলাদের সম্পৃক্তকরণ ও ক্ষমতায়ন, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান, তৃণমূল পর্যায়ে পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম ও সরকারি-বেসরকারি সেবাসমূহের সমন্বয়সাধন, মৌসুমী অভাব মোকাবেলায় বিশেষ কার্যক্রম, উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বিপণনে সহায়তা করা, উন্নয়ন কর্মকান্ডে জন অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণ সহ বিভন্ন ধরনের কাজ করে থাকে। (সেবা প্রোফাইল, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ, ২০১৫)। এডিপিভুক্ত অনেক প্রকল্প বিআরডিবি কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে সম্পাদিত হয়েছে। যেমন- অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (পিআরডিপি-৩), পল্লী জীবিকায়ন

প্রকল্প(পজীপ)-৩য় পর্যায়, দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চমূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি', দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো), ইনিশিয়েটিভ ফর ডেভেলপমেন্ট, এমপাওয়ারমেন্ট, এওয়ারনেস এন্ড লাইভলিহুড প্রজেক্ট কুড়িগ্রাম (আইডিইএএল), উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়), গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ। এছাড়া, বিআরডিবি এর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন প্রকল্প সম্পাদন এবং চলমান রয়েছে। যেমন- পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক), পল্লী প্রগতি প্রকল্প (পপ্রপ্র), সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক), অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি, গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্প, আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২ ইত্যাদি। (বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন) । বিআরডিবি'র প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে অনেকগুলো শক্তিশালী দিক রয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেক জেলা-উপজেলায় এর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো রয়েছে। এটি অসংখ্যা ট্রেনিং প্রতিষ্ঠানকে পরিচালিত করে। যেমন- বিআরডিবি এর ২৩টি উপজেলা প্রশিক্ষণ ইউনিট আছে যা সংস্কার করে বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক/আইজিএ ভিত্তিক প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে গ্রামীণ উন্নয়নে দক্ষতা সম্পন্ন বৃহৎ স্টাফ রয়েছে। মাঠ পর্যায়ে নারী স্টাফ কাজ করছে যার মাধ্যমে গ্রামীণ নারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসব নারীরা সহায়ক ভূমিকা রাখছে। সারাদেশে ১৫৮টি গুদাম ঘর সংস্কার ও সঠিক পরিকল্পনার অভাবে অব্যবহৃত রয়েছে যা সংস্কার ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিআরডিবি'র আয় বর্ধন করা যেতে পারে। অন্যদিকে, বিআরডিবি এর প্রতিষ্ঠান হিসেবে অনেক দুর্বলতা আছে। যেমন- সাংগঠনিক কাঠামোগত সমস্যা ও জনবলের অপ্রতুলতা, ঋণ আদায় ও ঋণ আদায়ে স্বচ্ছতার অভাব, ঋণ আদায়ে জবাবদিহিতার অভাব, প্রকল্পের মাঠ কর্মীদের বেতন-ভাতা প্রদানে সমস্যা, কর্মচারীদের চাকুরীর নিশ্চয়তা না থাকা, পর্যাপ্ত ঋণ না পাওয়া, প্রশিক্ষণের অভাব, সরকারী প্রণোদনা বা প্রশিক্ষণ না পাওয়া, ঋণের সুদ বিভিন্ন রকম হওয়া, সঞ্চয়ের লাভ না পাওয়া। (আসাদুজ্জমান, ২০০৭)

### ৩. গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার সাধারণ উদ্দেশ্য হলো বিআরডিবি'র কর্যক্রমকে আরো গতিশীল করার জন্য বর্তমানে বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে নীতি ও কৌশল প্রণয়ন করা। গবেষণাটির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলো নিম্নরূপ-

১. বিআরডিবি-এর সাংগঠনিক কাঠামো বিশ্লেষণ করা;

২. বিআরডিবি-এর কার্যক্রম সমূহের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনাসমূহ নির্ণয় করা;

৩. বিআরডিবি-এর কার্যক্রম শক্তিশালীকরণে ডিজিটালাইজেশনসহ সামগ্রীক উন্নয়নে নীতি ও কৌশল প্রণয়নের সুপারিশ করা।

### ৪. গবেষণার পরিধি

| উদ্দেশ্য | চলকসমূহ |
|---|---|
| ১.বিআরডিবি-এর সাংগঠনিক কাঠামো বিশ্লেষণ করা | পদ, পদসংখ্যা, জনশক্তি, বর্তমান অবস্থা এবং জনশক্তির চাহিদা |
| ২.বিআরডিবি-এর কার্যক্রম সমূহের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনাসমূহ নির্ণয় করা | ১. বিআরডিবি অফিসে কর্মরত যুগ্ম-পরিচালক ও উপ-পরিচালকদের নিয়ে সংগঠিত এফজিডি এর মাধ্যমে বিআরডিবি এর সমস্যা ও সম্ভাবনা নির্ণয়।<br>২. সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ক ডিডি, ইউআরডিও এবং একাউন্স অফিসারদের মতামত<br>৩. বিআরডিবি'র প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্যদের মতামত<br>৪. বিআরডিবি এর বিভিন্ন প্রকল্পের কর্মরত কর্মচারিদের মতামত<br>৫. বিআরডিবি সর্ম্পকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও), উপজেলা চেয়ারম্যান এবং ইউপি চেয়ারম্যানের মতামত |

| উদ্দেশ্য | চলকসমূহ |
|---|---|
| | ৬. বিআরডিবি সর্ম্পকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও), উপজেলা চেয়ারম্যান এবং ইউপি চেয়ারম্যানের মতামত<br>৭. বিআরডিবি শক্তিশালীকরণঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ক সাবেক মহাপরিচালকদের মতামত<br>৮. প্রাথমিক সমিতি ও দলের উপর বিআরডিবি এর কার্যক্রমের প্রভাব বিশ্লেষণ |
| ৩.বিআরডিবি-এর কার্যক্রম শক্তিশালীকরণে ডিজিটালাইজেশনসহ সামগ্রীক উন্নয়নে নীতি ও কৌশল প্রণয়নের সুপারিশ করা | ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে বিআরডিবি-এর কার্যক্রম শক্তিশালীকরণে বর্তমান অবস্থা, সমস্যা ও সুপারিশ। |

## ৫. গবেষণার যৌক্তিকতা

বিআরডিবি গণপ্রজাতন্ত্রী বংলাদেশ সরকার এর স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়াধীন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাস এর কাজে নিয়োজিত একটি বৃহৎ সরকারি প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অভিজ্ঞতার ও কর্মপরিধির দিক থেকে বিআরডিবি পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে একক বৃহত্তম সরকারি প্রতিষ্ঠান। পল্লী উন্নয়নে আইআরডিপি'র সফলতা, অবদান ও গুরুত্ব মূল্যায়ন করে ১৯৮২ সালে এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরডিবি প্রতিষ্ঠিত হয়। আইআরডিপি'র মূল লক্ষ্য ছিল গ্রামীণ মাঝারি, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদেরকে সমবায় সমিতির আওতায় সংগঠিত করে কৃষি আধুনিকায়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালে মহিলা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ প্রকল্প/কার্যক্রম চালু করা হয়। আশি'র দশকের গোড়ার দিকে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি ও তাদের আর্থ-সামাজিক জীবন মানের উন্নয়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করে দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে বিআরডিবি সরকারের পল্লী উন্নয়ন নীতি ও কৌশলের সাথে সংগতি রেখে পল্লীর ক্ষুদ্র ও সম্পদহীন দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীকে সমবায় সমিতি ও অনানুষ্ঠানিক দলের আওতায় সংগঠিত করে সমন্বিত পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সংবিধানের ১৬ নং ধারাতে গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লবের কথা বলা হয়েছে। সরকারের ২০৪১ সালে উন্নত বিশ্ব গড়ার অন্যতম উপাদান হলো দারিদ্র্যকে শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসা। সরকারের এসব ভিশন ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে গ্রামীণ উন্নয়নের বিকল্প নাই। ফলে, বিআরডিবি এর মতো গ্রামীণ উন্নয়নে যেসব প্রতিষ্ঠান অবদান রাখছে সেসব প্রতিষ্ঠানের সমস্যা নিরুপন করে তা সমাধান করতে পারলে গ্রামীণ উন্নয়নের মাধ্যমে সরকারের ভিশন বাস্তবায়ন করা সম্ভব। একটি সঠিক গবেষণার মাধ্যমে বিআরডিবি-এর সঠিক সমস্যা উদঘাটন করে, এর সম্ভাবনা যাচাই করতে পারলে গ্রামীণ উন্নয়নে এটি বিরাট ভূমিকা রাখতে পারবে। এছাড়া অভিজ্ঞতামূলক প্রমাণের ভিত্তিতে কেউ যুক্তি দিতে পারে যে বিআরডিবি বাংলাদেশের সমন্বিত গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য অগ্রণী কর্মসূচি হিসেবে একাধিক প্রাতিষ্ঠানিক অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হয়েছে এবং বিকল্প মডেলগুলোর দ্বারাও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। এনজিও এর উত্থান এবং দাতাদের তীব্র চাপের পাশাপাশি কিছু বহিরাগত কারণের প্রভাব প্রকৃতপক্ষে বিআরডিবির সম্ভাবনাকে হ্রাস করছে। এনজিও এর আবির্ভাবে বিআরডিবি একটি গুরুত্ব ইমেজ সংকটের মুখোমুখি হয়েছে। সুতরাং এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বিআরডিবি-কে আরো শক্তিশালী করতে গবেষণার যথার্থতা রয়েছে। অবশেষে, নিশ্চিতভাবে বলা যায়, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন ও ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়নে বিআরডিবি শক্তিশালীকরণ: সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ক গবেষণাকর্মটি একটি যুগোপযোগী গবেষণা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

## ৬.গবেষণা পদ্ধতিঃ

### গবেষণা এলাকাঃ

বাংলাদেশের ঢাকা, রংপুর, সিলেট, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা মোট ৬টি বিভাগের ১০টি জেলার ২০টি উপজেলা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

### তথ্য সংগ্রহ

প্রাথমিক ও দ্বৈতয়িক তথ্যের উপর ভিত্তি করে গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে। দলীয় আলোচনা (Focus Group Discussion), প্রধান তথ্য দাতার ব্যবহার, সরাসরি পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রধান তথ্য ব্যবহার (key informant interview) এর মাধ্যমে বিআরডিবি এর মহাপরিচালক, ৩ জন পরিচালক, জেলা প্রধান কর্মকর্তা, উপজেলা প্রধান কর্মকর্তা এবং বিভাগীয় প্রধান কর্মকর্তার সাথে কয়েকটি একক ও দলীয় মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে। দলীয় আলোচনা (Focus group discussion) এর মাধ্যমে বিআরডিবি এর চলমান সমস্যা, সম্ভাবনা, সুপারিশ সংক্রান্ত নানাবিধ তথ্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিভাগীয় অফিসের কর্মকর্তা, বিভাগীয় কর্মচারী এবং উপজেলা পর্যায়ে কর্মচারীদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। দলীয় আলোচনা, প্রধান তথ্য দাতা এবং কেইস স্টাডির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের জন্য চেকলিস্ট তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া, বিআরডিবি এর উপর প্রকাশিত বিভিন্ন বই, জার্নাল আর্টিকেল, সাময়িকী হতে প্রয়োজনীয় তথ্য সেকেন্ডারি উৎস হিসেবে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

### তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ

গুণগত ও পরিমাণগত (Qualitative and Qantitative) দুটি উপায় অবলম্বন করেই প্রাপ্ত তথ্য সমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিআরডিবি কে শক্তিশালীকরণের জন্য প্রত্যেকটা লেভেল-এ SWOT ( Strength, weakness, opportunities and threats) analysis করা হয়েছে। SWOT analysis এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির সবল ও দুর্বল দিক চিহ্নিত করে উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দলীয় আলোচনা (FGD) ও প্রধান তথ্য দাতার ব্যবহার (KII) এর মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যকে সমন্বয় করা হয়েছে।

## অধ্যায়-২

### বিআরডিবি শক্তিশালীকরণঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ক গবেষণায় প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত দলীয় আলোচনার ফলাফল

বিআরডিবি প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত যুগ্ম-পরিচালক ও উপ-পরিচালকদের নিয়ে সংগঠিত এফজিডি'র মাধ্যমে বিআরডিবি শক্তিশালীকরণ সম্ভাবনা ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। যার সারমর্ম নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

**বিআরডিবি এর সবল দিকসমূহ**

১. সারা দেশে এ প্রতিষ্ঠানে ১৭৬০০০টি সমিতি রয়েছে যার মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। এ জন্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা যেমন সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও ব্যবস্থাপনা, বিশেষ করে সমবায় সমিতিসমূহ ডিজিটাল ব্যবস্থাপনার আলোকে একটি ডিপিপি প্রণয়ন করে সমগ্র বাংলাদেশে বাস্তবায়ন করে বিআরডিবি-কে শক্তিশালীকরণ করা যেতে পারে। এ ছাড়াও এসডিজি, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১, ডেল্টা পরিকল্পনা ২১০০, ৯ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং নির্বাচনী ইস্তেহার ২০২৪-এর আলোকে বিআরডিবি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে উক্ত সমিতিসমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। এছাড়াও এ সকল সমিতির মধ্যে মহিলা ও মুক্তিযোদ্ধা সমিতিও রয়েছে যার মাধ্যমে সরকারি সেবা চ্যানেলাইজ করা যেতে পারে।

২. বিআরডিবি এর ২৩টি উপজেলা প্রশিক্ষণ ইউনিট রয়েছে যা সংস্কার করে বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক/আইজিএ ভিত্তিক প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। এ জন্য সঠিক পরিককল্পনা ও বাজেটের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এভাবে বিআরডিবি এর কার্যক্রম আরও বেগবান করা যেতে পারে।

৩. অধিকন্ত ৩টি জেলায় ৩টি বৃহৎপরিসরে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে সীমিত আকারে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সংযুক্তি কোর্স সংগঠন করা হয়ে থাকে। এগুলোকে সংস্কার ও সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সারা বছর ব্যাপী বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ জন্য পর্যাপ্ত জনবল ও বাজেট প্রয়োজন হতে পারে।

৪. সারাদেশে ১৫৮টি গুদাম ঘর সংস্কার ও সঠিক পরিকল্পনার অভাবে অব্যবহৃত রয়েছে যা সংস্কার ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিআরডিবি'র আয় বর্ধন করা যেতে পারে।

৫. সারাদেশে ১৫০টি গভীর নলকূপ রয়েছে যা সংস্কার ও উন্নয়ন করে সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সমবায় কৃষি ব্যবস্থাপনায় অবদান রাখার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

৬. সকল উপজেলায় বিআরডিবি'র অফিস রয়েছে যা উন্নয়ন ও সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সরকারের উন্নয়ন ভাবনা ও কার্যক্রম বিস্তরণ ঘটানো সহায়ক বলে বিবেচনা করা যেতে পারে এর ফলে উপজেলায় অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাজের চাপ লাঘবে বিআরডিবি সহায়তা করতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে কাজের সমন্বয় একটি গরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

৭. বিআরডিবি'র একটি শক্তিশালী প্লাটফর্ম হলো পিআরডিপি-৩ লিংক মডেল। ইতোপুর্বে জাইকার সহায়তায় পিআরডিপি-১ ও ২ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে (গবেষণা ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন)। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও সরকারী সেবা বৃহৎ জনগোষ্ঠির মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার ফলে বিআরডিবি দেশের পল্লী উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে বিধায় আগামীতে পিআরডিবি-৩ সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে বিআরডিবি'র কার্যক্রমকে আরও বেগবান করা যেতে পারে।

৮. সমগ্র বাংলাদেশে বিআরডিবি'র দীর্ঘদিনের জমানো মূলধন গঠন করা আছে যার সাথে প্রয়োজনীয় পরিমাণ মূলধন যোগ করে নতুন নতুন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে। এভাবে বিআরডিবি'র কার্যক্রম আরও গতিশীল ও শক্তিশালীকরণ করা সম্ভব।

৯. বিআরডিবি'র দীর্ঘদিন যাবৎ দারিদ্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প, কর্মসূচি বা কার্যক্রমসমূহ সমগ্র দেশে বাস্তবায়ণ করে আসছে। ইতোমধ্যে ৪টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে এবং ২টি প্রকল্প চলমান রয়েছে এবং ৪টি প্রকল্প প্রস্তুতি পর্যায়ে রয়েছে। উল্লেখ্য যে, এডিপিভুক্ত অনেক প্রকল্প বিআরডিবি কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে সম্পাদিত হয়েছে। যেমন- অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (পিআরডিপি-৩), পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প(পজীপ)-৩য় পর্যায়, দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চমূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি', দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো), ইনিশিয়েটিভ ফর ডেভেলপমেন্ট, এমপাওয়ারমেন্ট, এওয়ারনেস এন্ড লাইভলিহুড প্রজেক্ট কুড়িগ্রাম (আইডিইএএল), উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়), গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ। এছাড়া, বিআরডিবি এর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন প্রকল্প সম্পাদন এবং চলমান রয়েছে। যেমন- পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক), পল্লী প্রগতি প্রকল্প (পপ্রপ্র), সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক), অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি, গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্প, আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২ ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে অনেক প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর কর্মসূচি হিসেবে পরিচালনা করা হচ্ছে। কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী বাজেট না পাওয়ার কারণে কাংঙ্খিত উন্নয়ন হচ্ছে না। সুতরাং সমাপ্ত ও চলমান কর্মসূচিসমূহ মূল্যায়ন করে সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পনা, প্রয়োজনীয় জনবল ও বাজেটের সংস্থান করে নতুন প্রকল্প বা কর্মসূচি গ্রহণ করে বিআরডিবি'র কার্যক্রমে আরো গতিশীলতা আনয়ন করা যেতে পারে। এ জন্য সঠিক পরিকল্পনা ও সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। অধিকন্তু রাজস্ব ও এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ চাহিদা অনুযায়ী বাজেট, জনবল ও সমন্বয় সাধন অত্যন্ত জরুরী।

**দুর্বলতাসমূহ**

১. **জনবলের অভাবঃ** বিআরডিবি'র প্রধান সমস্যা হলো জনবলের অভাব। অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী নিয়মিত জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বিআরডিবিকে আরো গতিশীল করতে বর্তমান অর্গানোগ্রামে ইউনিয়ন পর্যায়ে জনবল অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে চলমান প্রকল্প ও কর্মসূচিতে জনবলের অভাবে উপজেলা পর্যায়ে কাজের সমন্বয়ে সমস্যা হওয়ায় কাংঙ্খিত ফলাফল পেতে বেগ পেতে হচ্ছে। অধিকন্তু তাদের বেতন সংক্রান্ত সমস্যার কারণে কাজে গতি কমে যাচ্ছে।

২. **মূলধনের অভাবঃ** মূলধনের অভাবে চাহিদা অনুযায়ী ঋণ না পাওয়ায় অনেক সুবিধাভোগী অন্যত্র চলে যাওয়ায় কর্মসূচীসমূহ পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়ছে।

৩. **প্রশিক্ষণের অভাবঃ** বিভিন্ন ট্রেড/আইজিএ ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় বিআরডিবি'র কাজের গতিশীলতা কমে যাচ্ছে। অপরদিকে প্রয়োজনীয় বাজেটের অভাবে সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণের সাথে যন্ত্রপাতি সহায়তা না থাকায় প্রশিক্ষণ ফলপ্রসু হচ্ছে না।

৪. বিভিন্ন সমস্যার কারণে (জনবল ঘাটতি বিশেষত মাঠ সংগঠক, বেতন সংক্রান্ত সমস্যা) সারাদেশে বর্তমানে ৫২% প্রাথমিক সমিতি ও ৫৮% ইউসিসিএ সমিতি কার্যকর রয়েছে।

৫. **বিআরডিবি কর্যক্রমের সুনির্দিষ্টকরণের অভাবঃ** সকল উপজেলায় বিভিন্ন কার্যক্রমের সুনির্দিষ্টকরণ, সমন্বয় ও দায়িত্ব বন্টন যথাযথ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সকল কর্মীর কাজ সুনিদিষ্টকরণ ও কাজের বর্ণনা (Job Specification and Job Description) থাকা প্রয়োজন।

৬. সমবায় আইনে বিআরডিবি'র সংশ্লিষ্টতা নেই। বিআরডিবি বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্য বিমোচনের একটি গুরুত্বপর্ণ সরকারি প্রতিষ্ঠান। বিআরডিবি'র জন্ম দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায়ের মাধ্যমে এবং ইহা দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম সমবায় সমিতি ও সময়ের ধারাবাহিকতায় সমবায় সমিতির পাশাপাশি বর্তমানে বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় দলগঠনের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, বিআরডিবি সমবায় সমিতির মাধ্যমে কাজ করলেও তাদের রেজিস্ট্রেশন ও অডিট অন্য একটি প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক করা হয়। এর ফলে সৃষ্ট সমস্যা

নিরসনের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে সমবায় আইনের সাথে সাংঘর্ষিক বিষয় পরিহার করে শুধু বিআরডিবিভুক্ত সমিতিগুলোকে রেজিস্ট্রেশন দেয়া ও অডিট করার দায়িত্ব বিআরডিবি'র উপর ন্যাস্ত করার সুপারিশ করা হয়। এ ক্ষেত্রে বিআরডিবি'র অডিট কার্যক্রম বেসরকারিভাবে পেশাগত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে করা যেতে পারে।

৭. **ধারাবাহিক নীতি সহায়তার অভাবঃ** বিআরডিবি'র বিভিন্ন কার্যক্রম বিশেষত ঋণ বিতরণের সিলিং ও হার, প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ সামগ্রী সহায়তা, প্রকল্প ও কর্মসূচি পরিচালনা, জনবল নিয়োগ, পদোন্নতি, পেনশন ও আনুতোষিক সুবিধা, শূন্যপদ পূরণ, প্রকল্প/কর্মসূচির জনবল পুনঃ নিয়োগ অথবা তাদের ধারাবাহিকতা রাখা নতুন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং কর্মসূচিতে বা প্রকল্পে দীর্ঘদিন কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য পেনশন ও গ্র্যাচুইটি ব্যবস্থা করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ধারাবাহিক নীতি সহায়তা প্রয়োজন। এর ফলে বিআরডিবিতে কর্মরত সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মাধ্যমে তাদের কাজের গতিশীলতা আনয়ন করবে এবং বিআরডিবি সার্বিকভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

৮. সংস্কারের অভাবে অলস পড়ে থাকা গুদামগুলোকে ব্যবহার উপযোগী করতে বাজেট ও নীতি সহায়তার মাধ্যমে বিআরডিবি'র আয় বর্ধন করা যেতে পারে। এর ফলে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে যে খাদ্য গুদামের অভাব রয়েছে তা পূরণ হবে। বিআরডিবি'র কর্মচাঞ্চল্য ও আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

৯. বিআরডিবি'র প্রাণ হলো সমিতি বা দল সংগঠন যার মাধ্যমে ক্ষুদ্র সমবায়ীগণ সকল প্রকার ঋণ প্রদান ও আদায়, প্রশিক্ষণ সংগঠন ও সামগ্রী সহায়তা ইত্যাদির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে সরাসরি ভূমিকা রাখে। অধিকন্তু উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণসহ সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সমিতি বা দলের ম্যানেজার ক্যাটলিস্টের ভূমিকা রাখে যার ফলে সমিতির আয় ও উন্নতি সাধিত হয় এবং উপজেলা অফিস ও সুফলভোগীদের মাঝে নিবিড় সেতুবন্ধন তৈরি হয়। পূর্বে সমিতি/ দলের ম্যানেজারদের প্রতিমাসে ৩০০/- (তিনশত) টাকা ভাতা প্রদান করা হত যা বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ ভাতা দিয়ে তারা গ্রাম থেকে উপজেলায় যাতায়াত ও মোবাইল খরচ মেটাতো বিধায় তাদের কাজের গতি ধরে রাখা ও উৎসাহ প্রদানের জন্য এ প্রণোদনা ভাতা পুনঃ চালু করার জন্য সকলে মতামত ব্যক্ত করেন।

## বিআরডিবি-এর সাংগঠনিক কাঠমো বিশ্লেষণ

মাঠ গবেষণা জরিপের আলোকে দেখা যায় যে, বিআরডিবি-এর সাংগঠনিক কাঠামোতে পরিবর্তন প্রয়োজন রয়েছে। এক্ষেত্রে বর্তমানে জেলা পর্যায়ে পদ সংখ্যা ডিডি-১ জন, ডিপিডি-১ জন, হিসাব রক্ষন-১ জন, হিসাব সহকারী-১ জন, অফিস সহকারী-১ জন, অফিস সহায়ক-২ জন, গাড়ীর ড্রাইবার- ১ জন, নৈশ্য প্রহরী- ১ জন সহ মোট ৯ জন-এর সাংঠনিক কাঠামো রয়েছে। তবে জেলা পর্যায়ে সব উপজেলার কাজের তত্ত্বাবধায়ন, পর্যবেক্ষণ এবং পরিচালনের ক্ষেত্রে একজন উপপরিচালকের পক্ষে সম্ভব হয় না । বিধায়, সকল জেলায় আরও একটি উপপরিচালকের পদ সৃষ্টি করলে উপজেলা পর্যায়ের কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী করা সম্ভব হবে। জেলা পর্যায়ের হিসাব রক্ষকের পদটি উপজেলা হিসাব রক্ষকের পদ সোপান থেকে এক গ্রেড উপরে হওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে জেলা হিসাব রক্ষক পদটি আপগ্রেড ও পদনাম জেলা হিসাব রক্ষক করা যেতে পারে। উপজেলায় বর্তমানে ইউআরডিও-১ জন, এআরডিও- ১ জন এবং হিসাব রক্ষক- ১ জন, মোট ৩ জন রাজস্ব অন্তর্ভুক্ত কর্মকর্তা। মাত্র ৩ জন কর্মকর্তা নিয়ে বহমুখী প্রকল্পের ঋণ আদান-প্রদানে কাজ করতে হয়। তবে গবেষণা পর্যবেক্ষণে উপজেলা পর্যায়ের জনবল কাঠামো সন্তুষ্টজনক হলেও শূন্য জনবলের সংখ্যা বেশি হওয়ায় উপজেলা পর্যায়ে বিআরডিবি-এর কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। অধিকন্তু, উপজেলা পর্যায়ে তিন বা চারটি প্রকল্পের কাজ চলমান থাকে। এসব প্রকল্পে ১০-২০ জন কর্মকর্তা এবং কর্মচারী প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। এসব কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন সমিতির প্রাপ্ত ঋণের লভ্যাংশ থেকে প্রদান করা হয়। বেশির ভাগ সমিতির ঋণের সুদের আদায় যথাযথ না হওয়ায় প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বেতন-ভাতা না পাওয়ার ভোগান্তিতে পড়েন। এমতাবস্থায়, এসব কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা রাজস্ব অন্তর্ভুক্ত করা এবং তাদের কার্যক্রম এককেন্দ্রীক করে তাদের কর্মের নিশ্চয়তা প্রদান করা যেতে

পারে। পাশাপাশি, সকল প্রকল্প বা কর্মসূচিগুলো এবং এসব প্রকল্প ও কর্মসূচির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ আরডিও এর অধীনে এক কেন্দ্রীক করলে কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় থাকবে। বিভাগীয় পর্যায়ে পরিচালক-০১ জন, যুগ্ম-পরিচালক-০২ জন, উপপরিচালক-০২ জন, সহকারী পরিচালক-০৪ জন সহ মোট ৯ জনের একটি সাংগঠনিক সোপান সৃষ্টি করা যেতে পারে। স্থানীয় সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ অন্যতম। একবারে গ্রামীণ পর্যায়ের লোকদের সাথে কাজকরার মূল মাধ্যম হলো ইউনিয়ন পরিষদ। ফলে বিআরডিবি এর কাজকে পিআরডিবি-৩ মডেলের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সংযুক্ত করা এবং ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে বিআরডিবি-এর একটি স্তর কাঠামো সংযোজন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

**বিআরডিবি ও সমবায় সমিতি আইন:**

**সমবায় সমিতি আইন, ২০১৩ সংশোধনী**

২০০১ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ৯ এর প্রতিস্থাপন। উক্ত আইনের ধারা ৯ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৯ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ "৯। নিবন্ধন ব্যতীত সমবায় শব্দ ব্যবহার নিষিদ্ধ, ইত্যাদি। (১) এই আইনের অধীন সমবায় সমিতি হিসাবে নিবন্ধিত না হইলে কোন ব্যক্তি, ব্যক্তিসংঘ, সংগঠন বা সমিতি উহার নামের অংশ হিসাবে সমবায় বা Co-operative শব্দ ব্যবহার করিবে না। (২) সমিতির নিবন্ধিত নাম ব্যতীত সমিতির সাইন বোর্ড, বিল বোর্ড বা প্রচারপত্রে অন্য কোন নাম বা শব্দ ব্যবহার করা যাইবে না। (৩) নিবন্ধিত বা নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত কোন সমবায় সমিতির নামের সাথে কমার্স, ব্যাংক, ইনভেস্টমেন্ট, কমার্শিয়াল ব্যাংক, লীজিং, ফাইনান্সিং বা সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা যাইবে না এবং কোন সমবায় সমিতি এইরূপ শব্দযুক্ত নামে ইতোমধ্যে নিবন্ধিত হইয়া থাকিলে এই বিধান কার্যকর হইবার ৩ (তিন) মাসের মধ্যে উহার নাম সংশোধন করিয়া নিবন্ধককে অবহিত করিতে হইবে। (৪) কোন ব্যক্তি এই ধারার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অনধিক ৭ (সাত) বৎসর কারাদণ্ড বা অন্যূন ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন"।
২০০১ সনের ৪৭নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন. "(ঘ) জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন অর্থাৎ এমন একটি সমবায় সমিতি, যাহার সদস্য হইবে ইউনিয়ন, জেলা, বিভাগ ও দেশব্যাপী কর্ম এলাকা বিশিষ্ট প্রাথমিক সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ও জাতীয় সমবায় সমিতি; (ঙ) দফা (ঘ) এর অধীন গঠিত জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন উহার সদস্য সমিতির সহায়ক হিসাবে কাজ করিবে এবং উহার কার্যাবলি ও ব্যবস্থাপনা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে; (চ) দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায় সমিতি অর্থাৎ গ্রাম পর্যায়ে নির্ধারিত গঠিত কমপক্ষে ১০ (দশ) টি প্রাথমিক সমবায় সমিতির সমন্বয়ে উপজেলা বা থানা পর্যায়ে গঠিত উপজেলা বা থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিমিটেডকে বুঝাইবে"।

**সমবায় সমিতি আইন, ২০০১**

মুনাফার বিনিয়োগ ও বন্টন। (১) (সংশোধিত, ২০০২) প্রত্যেক সমবায় সমিতি প্রতি সমবায় বর্ষে উহার নীট মুনাফা বা সুদ হইতে নিম্নে বর্ণিত পরিমাণের অর্থ সংরক্ষণ ও নিষ্পত্তি করিবে ঃ- (ক) সংরক্ষিত তহবিল, ন্যূনতম ১৫%; (খ) অর্থায়নকারী সমবায় সমিতি বা জমি বন্ধকী ব্যাংকের ক্ষেত্রে, তৎকর্তৃক প্রদত্ত ঋণ বা কুঋণ বা সন্দিগ্ধ ঋণ সংক্রান্ত দায় দায়িত মিটানো, বা ব্যয় নির্বাহের জন্য কুঋণ বা সন্দিগ্ধ ঋণ তহবিল বাবদ ১০%; (গ) (সংশোধিত,২০০২) সমবায় উন্নয়ন তহবিলের চাঁদা ৩%ঃ তবে এই ৩% এর মধ্যে ১% সমবায় সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণের জন্য সমবায় প্রশিক্ষণ একাডেমীসমূহের জন্য নির্দিষ্ট থাকিবে"। (ঘ) উপ- আইনে উলেখিত অন্যান্য উদ্দেশ্যে সর্বাধিক ১০%; (ঙ) অবশিষ্ট মুনাফা বা সুদ লভ্যাংশ আকারে সদস্যদের মাঝে বন্টন।

১. উল্লিখিত আইনের ভিত্তিতে বিআরডিবি-এর প্রাথমিক সমিতি এবং কেন্দ্রীয় সমিতির নিবন্ধন, অডিট এবং সমবায় আইন ধারা নির্ধারিত সংশ্লিষ্ট কর্যক্রম সমাবায় অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হবে।
২. অথবা বিআরডিবি দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমিতির ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে নিজেরা অনানুষ্ঠানিক দল গঠন করার মাধ্যমে দলসমুহের নিবন্ধন এবং অডিট কার্যক্রম নিজেরা পরিচালনা করতে পারে।

৩. অথবা বিআরডিবি এবং সমবায় অধিদপ্তর মন্ত্রণালয়ে বসে নতুন নীতি (Policy) গ্রহণ করতে পারে যেখানে বিআরডিবি তাদের আনুষ্ঠানিক সমিতিগুলোর নিবন্ধন, অডিট সহ সকল কার্যক্রম নিজেরাই পরিচালিত করতে পারে।

**এছাড়াও বিআরডিবি শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করা যেতে পারে।**

- ❖ বিআরডিবি এর জীবিকায়ন পল্লী প্রকল্প অর্থাৎ একটি গ্রাম, একটি পণ্য নিয়ে কাজ করতে পারে । এই প্রতিষ্ঠানটিকে শক্তিশালী করতে হলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের প্রতি বিশেষ মনোনিবেশ দেওয়া প্রয়োজন এছাড়া, ইউনিয়ন পরিষদে বিআরডিবি এর একটি স্তর সংযুক্ত করা যেতে পারে।
- ❖ বিআরডিবি এর কার্যক্রম বা বিআরডিবিকে শক্তিশালি করতে হলে বিআরডিবি-এর কর্মে বৈচিত্র্য নিয়ে আসা যেতে পারে। সমিতির সদস্যদের বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- ❖ বিআরডিবি-এর সব ব্যবস্থাপনা ঠিক আছে । সরকারের আরো জোরালো পৃষ্ঠপোষকতা পেলে বিআরডিবি সচলভাবে কাজ করতে পারবে। এ ছাড়া, এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতি সরকারের সরাসরি নজরদারি এবং প্রতিষ্ঠানটিকে সরকারের একটি অধিদপ্তর হিসেবে ঘোষণা করা যেতে পারে।
- ❖ বর্তমানে বিআরডিবি সমবায় সমিতির কাজ ছাড়াও একক ঋণ প্রদানের কাজ করছে। এখনকার ইউনিয়ন পরিষদ ৮০ এর দশকের উপজেলার সমান। ফলে বিআরডিবি এর কাজকে পিআরডিবি-৩ মডেলের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে। সরকারের দৃষ্টি পেতে হলে বিআরডিবি 'একটি পল্লী একটি পণ্য' এর মতো বিভিন্ন মডেল নিয়ে কাজ করতে পারে।
- ❖ সমবায়ের আইনের কারণে সমবায় অধিদপ্তর ইউসিসিএ ও প্রাথমিক সমিতির কাজের অডিট করে বিধায় সমবায় অধিদপ্তর অডিটের ডকুমেন্টেশন সংগ্রহে রাখতে উচিত।
- ❖ ইউসিসিএ কে রাজনীতিমুক্ত রেখে আরডিও কে কিভাবে ক্ষমতায়ন করা যায় তা ভেবে দেখা যেতে পারে।
- ❖ প্রাথমিক সমিতির সদস্যদের ঋণ প্রদানে উপজেলা ইউআরডিও এবং ইউসিসিএ-এর সভাপতির যৌথ স্বাক্ষরের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ঋন আদায়ের দায়বদ্ধতা শুধু ইউআরডিও-এর উপর বর্তায় বিধায় ইউসিসিএ-এর সভাপতি কে মাসিক প্রণোদনা প্রদান এবং ইউসিসিএ-এর সভাপতিকে ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতা নিয়ে আসা যেতে পারে। এতে ইউসিসিএ এর সাথে ইউআরডিও এর মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসনের হতে পারে।

বিআরডিবি শক্তিশালীকরণঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা শীর্ষক গবেষণার Dissemination Workshop এ প্রাথমিক ফলাফল উপস্থাপনা।

## অধ্যায়-৩
## জেলা, উপজেলা ও মাঠ পর্যায়ের সমীক্ষার ফলাফল

বিআরডিবি শক্তিশালীকরণঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ক গবেষণায় ১০টি জেলার ২০টি উপজেলা থেকে একটি প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে উপ-পরিচালক, পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং হিসাব রক্ষকগণের মতামত সংগ্রহ করা হয়। সমীক্ষা ফলাফল নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

### বিআরডিবি'র সাংগঠনিক কাঠামো সম্পর্কে মতামত

বিআরডিবি সার্ভের আওতায় ১০টি জেলা অফিসের সাংগঠিক কাঠামো বিশ্লেষণ করা হলে পরিলক্ষিত হয় যে, সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী রাজস্বভুক্ত জনবলের মোট পদ সংখ্যা ৮২ জন (১০০%)। বর্তমানে কর্মরত জনবলের সংখ্যা ৪৮ জন (৫৯%) এবং শূন্য/খালি পদের সংখ্যা ৩৪ জন (৪১%)।

টেবিল: বিআরডিবি এর জেলা পর্যায়ে সাংগঠনিক কাঠামো ও পদবী অনুযায়ী জনবলের সংখ্যা

| সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী পদের নাম | মোট জনবল | বর্তমানে কর্মরত | শূন্যপদের সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ডিডি (রাজস্ব) | ১০ | ১০ | ০ |
| উপ প্রকল্প পরিচালক (রাজস্ব) | ১০ | ৪ | ৬ |
| হিসাব রক্ষক (রাজস্ব) | ১০ | ৮ | ২ |
| হিসাব সহকারী | ১০ | ২ | ৮ |
| অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর (রাজস্ব) | ১০ | ৪ | ৫ |
| অফিস সহায়ক (রাজস্ব) | ১৩ | ৯ | ৪ |
| ড্রাইভার (রাজস্ব) | ১০ | ৮ | ৩ |
| নাইট গার্ড | ৭ | ১ | ৬ |
| পজিপ (কর্মসূচী) | ১ | ১ | ০ |
| পদাবিক (অফিস সহকারী) | ১ | ১ | ০ |
| মোট | ৮২ (১০০%) | ৪৮ (৫৯%) | ৩৪ (৪১%) |

বিআরডিবি সার্ভের আওতায় ২০টি উপ-জেলা পর্যায়ে সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী মোট জনবলের সংখ্যা ৪৭৫ জন (১০০%)। বর্তমানে কর্মরত জনবলের সংখ্যা ২২৭ জন (৪৮%) এবং শূন্য/খালি পদে (সংখ্যা) ২৪৮জন (৫২%)।

বিআরডিবি এর উপজেলা পর্যায়ে সাংগঠনিক কাঠামো ও পদবী অনুযায়ী জনবলের সংখ্যা

| পদের নাম | সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী পদ (জনবলের) সংখ্যা | বর্তমানে কর্মরত জনবলের সংখ্যা | শূন্য/খালি পদের (সংখ্যা) |
|---|---|---|---|
| ইউআরডিও (রাজস্ব) | ২০ | ১৭ | ৩ |
| এআরডিও (রাজস্ব) | ২০ | ১৪ | ৬ |
| এআরডিও (প্রকল্প) | ৫ | ১ | ৪ |
| হিসাব রক্ষক (রাজস্ব) | ২৩ | ১৫ | ৮ |
| হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | ৪ | ১ | ৩ |
| ইউসিসিএ এর কর্মচারি | ১৮৫ | ৬৩ | ১২২ |
| পল্লী প্রগতি | ৩৩ | ১২ | ২১ |
| পদাবিক | ৪৩ | ২১ | ২২ |
| সদাবিক | ৫১ | ১৯ | ৩২ |
| মউঅ | ৩২ | ১৪ | ১৮ |

| পদের নাম | সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী পদ (জনবলের) সংখ্যা | বর্তমানে কর্মরত জনবলের সংখ্যা | শূন্য/খালি পদের (সংখ্যা) |
|---|---|---|---|
| পজিপ | ৩২ | ২৭ | ৫ |
| অ-প্রধান শষ্য | ৬ | ৬ | ০ |
| উৎকনিক | ৫ | ৩ | ২ |
| গাইবান্ধা প্রকল্প | ৬ | ৪ | ২ |
| ইরেসপো | ১০ | ১০ | ০ |
| মোট | ৪৭৫ (১০০%) | ২২৭ (৪৮%) | ২৪৮ (৫২%) |

**বিআরডিবি এর বর্তমান পদসংখ্যা সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনায় যথেষ্ট কি?**

বিআরডিবির জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বিআরডিবি এর বর্তমান পদসংখ্যা সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনায় যথেষ্ট কিনা এ প্রশ্ন করা হলে ৬৪% উত্তরদাতা বলেন যে, বর্তমান জনসংখ্যা/কাঠামো অপ্রতুল। অপর দিকে ৩৬% উত্তরদাতা জনবল সঠিক রয়েছে বলে মত দেন।

| বিআরডিবি এর বর্তমান পদসংখ্যা সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনায় যথেষ্ট কি | মোট উত্তরদাতা | (%) |
|---|---|---|
| হ্যাঁ | ১২ | ৩৬% |
| না | ২১ | ৬৪% |
| মোট | ৩৩ | ১০০% |

**৩.১ জেলা-উপজেলা পর্যায়ে আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পণে সমস্যাগুলো:**

উত্তর ক্রমানুযায়ী সাজালে দেখা যায় যে, ৭০% উত্তরদাতা বলেছেন যে, ইউসিসিএ'র প্রাথমিক সমিতিগুলোর বাজেট অনুমোদন, রেজিস্ট্রেশন ও অডিট কার্যক্রম উপজেলা সমবায় অফিস করে থাকে এতে দীর্ঘ সময় এবং অতিরিক্ত টাকা খরচ হয়। ২য় স্থানে (৫৫%) উত্তরদাতাগণ ৩টি মতামত প্রদান করেন সেগুলো হলো: এস এম ই ঋণ ১,৫০,০০০/- টাকার বেশি হলে অনুমোদনের জন্য জেলা অফিসে প্রেরণ করতে হয়। একই ভাবে ৩য় ও ৪র্থ স্থানে রয়েছে যথাক্রমে (৪৫%) ইউসিসিএ এর ঋণ বিতরণে চেয়ারম্যান ও ইউআরডিও এর যৌথ স্বাক্ষর প্রয়োজন হয় অথচ ঋণ আদায়ের সময় চেয়ারম্যান কোন ভূমিকা রাখে না। (৩৯%) ইউসিসিএ, মউঅ ও পজিপ এর ঋণের অনুমোদন জেলা অফিস হতে নিতে হয় ফলে সময় ক্ষেপন হয়। ৫ম স্থানে (৩৩%) রয়েছে ২টি মতামত সেগুলো হলো: উপজেলার বিআরডিবি এবং বিভিন্ন প্রকল্পের কর্মচারিদের অসদাচরণের জন্য বদলী এবং শাস্তি দেয়ার মত কোন প্রশাসনিক ক্ষমতা উপ-পরিচালকের নাই; গ্রামে যাতায়তের জন্য কোন কর্মচারীকে টিএ, ডিএ দিতে পারে না। ৬ষ্ঠ স্থানে (৩০%) রয়েছে ৩টি মতামত সেগুলো হলো: কিছু কিছু প্রকল্পের কর্মচারী নিয়মিত বেতন পায়, আবার কেউ ঠিকমত বেতন পায় না ফলে মাস শেষে ইউআরডিও নিজেই বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে; ইউসিসিএ'র ঋণ দাদন এবং আদায় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শেয়ার-সঞ্চয়ের এফডিআরের লাভের ৫০% আপদকালীন খাত হতে দেয়া হয় যা খুবই নগণ্য। ৭ম স্থানে (২৪%) রয়েছে ২টি মতামত সেগুলো হচ্ছে: যে কোন জরুরী ক্রয় করতে ২৫ হাজার টাকার বেশী হলে ইউআরডিও এর একক ক্ষমতা নাই। পিআরডিবি-৩ প্রকল্পের (অবকাঠামো ও উন্নয়ন) কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে; কিছু কিছু প্রকল্পের ঋণ কমিটির সভাপতি ইউএনও সাহেব হওয়ায় ঋণ অনুমোদন নিতে সময় ক্ষেপন হয়। ক্রমধারার ৮ম স্থানে (১৮%) রয়েছে ৪টি মতামত সেগুলো হচ্ছে: প্রকল্পের কর্মচারীরা স্থানীয় হওয়ায় তাদের অপকর্মের জন্য কোন ব্যবস্থা নেয়া যায় না কারণ তারা স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা এবং প্রভাবশালী ব্যাক্তিদের সহযোগিতা পায়; ইউসিসিএ'র ঋণ বিতরণে কমিটির সদস্যগণ নিজ সমিতির নামে ইচ্ছামত ঋণ বিতরণ করে থাকে কিন্তু আদায়ের সময় কোন ভূমিকা রাখে না; বিআরডিবির কেন্দ্রীয় নীতিমালার বাহিরে কাজ করা যায় না; জেলায় অধিনস্ত উপজেলার জনবল এবং ফান্ড ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে ডিডি এর কোন ক্ষমতা নেই। যথাক্রমে ৯ম স্থানে অর্থাৎ (১২%) উত্তরদাতা বলেছেন যে, এস এম ই ঋণের সিলিং ২,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত দেয়া হয়। ক্রমধারার ১০ম স্থানে

(৬%) রয়েছে ২টি মতামত সেগুলো ইরেসপো প্রকল্পের একক ঋণের সিলিং ১,২৫,০০০/- টাকার বেশী হলে হেড অফিস থেকে অনুমোদন নিতে হয় ফলে সময় ক্ষেপন হয়; ইউসিসিএ'র কমিটি না থাকায় দীর্ঘদিন প্রাথমিক সমিতিতে ঋণ কার্যক্রম বন্ধ। সবশেষ ১১তম অর্থাৎ (৩%) উত্তরদাতা বলেছেন যে, প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান আয়োজন, কর্মচারীদের পেনশন, পিআরএল ইত্যাদি বিষয়ে বিআরডিবির হেড অফিস থেকে নিষ্পন্ন করা হয়।

| জেলা-উপজেলা পর্যায়ে আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পণে সমস্যাগুলো | মোট (জন) | (%) | ক্রমানুসারে |
|---|---|---|---|
| ইউসিসিএর প্রাথমিক সমিতিগুলোর বাজেট অনুমোদন, রেজিস্ট্রেশন ও অডিট কার্যক্রম উপজেলা সমবায় অফিস করে থাকে এতে দীর্ঘ সময় এবং অতিরিক্ত টাকা খরচ হয় | ২৩ | ৭০% | ১ম |
| এস এম ই ঋণ ১,৫০,০০০/- টাকার বেশী হলে অনুমোদনের জন্য জেলা অফিসে প্রেরণ করতে হয় | ১৮ | ৫৫% | ২য় |
| বিআরডিবি এবং প্রকল্পে প্রয়োজনীয় জনবল না থাকায় ঋণ প্রদান ও আদায়ে সমস্যা হচ্ছে | ১৮ | ৫৫% | ২য় |
| মাঠ কর্মীগণ বিভিন্ন প্রকল্পের ঋণের সার্ভিস চার্জ ১১% হতে ৭.৫% বেতন হিসেবে নিয়ে থাকে, ফলে তাহারা চাহিদামত বেতন পায় না বলে অনেকে চাকুরি ছেড়ে চলে যাচ্ছে/ঋনের টাকা আত্মসাৎ করছে | ১৮ | ৫৫% | ২য় |
| ইউসিসিএ এর ঋণ বিতরনে চেয়ারম্যান ও ইউআরডিও এর যৌথ স্বাক্ষর প্রয়োজন হয় অথচ ঋণ আদায়ের সময় চেয়ারম্যান কোন ভূমিকা রাখে না। | ১৫ | ৪৫% | ৩য় |
| ইউসিসিএ, মউঅ ও পজিপ এর ঋনের অনুমোদন জেলা অফিস হতে নিতে হয় ফলে সময় ক্ষেপন হয় | ১৩ | ৩৯% | ৪র্থ |
| গ্রামে যাতায়তের জন্য কোন কর্মচারীকে টিএ,ডিএ দিতে পারে না। | ১১ | ৩৩% | ৫ম |
| উপজেলার বিআরডিবি এবং বিভিন্ন প্রকল্পের কর্মচারিদের অসদাচরনের জন্য বদলী এবং শাস্তি দেয়ার মত কোন প্রশাসনিক ক্ষমতা উপ-পরিচালকের নাই | ১১ | ৩৩% | ৫ম |
| ইউসিসি এর ঋণ দাদন এবং আদায় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শেয়ার-সঞ্চয়ের এফডিআরের লাভের ৫০% আপদ কালীন খাত হতে দেয়া হয় যা খুবই নগণ্য | ১০ | ৩০% | ৬ষ্ঠ |
| যে কোন জরুরী ক্রয় করতে ২৫ হাজার টাকার বেশী হলে ইউআরডিও এর একক ক্ষমতা নাই। | ১০ | ৩০% | ৬ষ্ঠ |
| কিছু কিছু প্রকল্পের কর্মচারী নিয়মিত বেতন পায় আবার কেহ ঠিকমত বেতন পায় না ফলে মাস শেষে ইউআরডিও নিজেই বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে। | ১০ | ৩০% | ৬ষ্ঠ |
| পিআরডিবি-৩ প্রকল্পের (অবকাঠামো ও উন্নয়ন) কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে | ৮ | ২৪% | ৭ম |
| কিছু কিছু প্রকল্পের ঋণ কমিটির সভাপতি ইউএনও সাহেব হওয়ায় ঋণ অনুমোদন নিতে সময় ক্ষেপন হয় | ৮ | ২৪% | ৭ম |
| জেলায় অধিনস্ত উপজেলার জনবল এবং ফান্ড ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে ডিডি এর কোন ক্ষমতা নেই | ৬ | ১৮% | ৮ম |
| প্রকল্পের কর্মচারিরা স্থানীয় হওয়ায় তাদের অপকর্মের জন্য কোন ব্যবস্থা নেয়া যায় না। কারণ তারা স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা এবং প্রভাবশালী ব্যাক্তিদের সহযোগিতা পায় | ৬ | ১৮% | ৮ম |
| ইউসিসিএ'র ঋণ বিতরণে কমিটির সদস্যগন নিজ সমিতির নামে ইচ্ছামত ঋণ বিতরণ করে থাকে কিন্তু আদায়ের সময় কোন ভূমিকা রাখে না | ৬ | ১৮% | ৮ম |
| বিআরডিবির কেন্দ্রীয় নীতিমালার বাহিরে কাজ করা যায় না | ৬ | ১৮% | ৮ম |
| এস এম ই ঋনের সিলিং ২,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত দেয়া হয়।। | ৪ | ১২% | ৯ম |
| ইউসিসি এর কমিটি না থাকায় দীর্ঘদিন প্রাথমিক সমিতিতে ঋণ কার্যক্রম বন্ধ | ২ | ৬% | ১০ম |
| ইরেসপো প্রকল্পের একক ঋনের সিলিং ১,২৫,০০০/- টাকার বেশী হলে হেড অফিস থেকে অনুমোদন নিতে হয় ফলে সময় ক্ষেপন হয় | ২ | ৬% | ১০ম |
| প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান আয়োজন,কর্মচারিদের পেনশন,পিআরএল ইত্যাদি বিষয়ে বিআরডিবির হেড অফিস থেকে নি:স্পন্ন করা হয় | ১ | ৩% | ১১তম |

* একাধিক উত্তর আছে

** % মোট উত্তরদাতার সংখ্যা ৩৩ এর উপর করা হয়েছে

**জেলা-উপজেলা পর্যায়ে প্রাপ্ত অন্যান্য মতামত**

এছাড়া, উত্তরের ক্রমানুযায়ী সাজালে দেখা যায় যে, ৬৪% উত্তরদাতা বলেছেন যে, দলীয় ঋণ বিতরণের ফলে সকল সদস্যদের ঋণ সময়মত আদায় হয় না ফলে পরিশোধকৃত সদস্যদের পুনরায় ঋণ দেয়া যায় না। ২য় স্থানে অর্থাৎ (৫৮%) উত্তরদাতা বলেছেন যে, প্রকল্পের চাকুরিজীবিদের কোন পেনশন সুবিধা নাই। মাঠ কর্মীগণ বিভিন্ন প্রকল্পের ঋণের সার্ভিস চার্জ ১১% হতে ৭.৫% বেতন হিসেবে নিয়ে থাকে, ফলে তাহারা চাহিদামত বেতন পায় না বলে অনেকে চাকুরি ছেড়ে চলে যাচ্ছে এবং আবার কেউ ঋণের টাকা আত্মসাৎ করছে; বিআরডিবি এবং প্রকল্পে প্রয়োজনীয় জনবল না থাকায় ঋণ প্রদান ও আদায়ে সমস্যা হচ্ছে। ৩য় স্থানে (৪৮%) রয়েছে ১টি উত্তর তা হলো: প্রতিটি প্রকল্পের ভিন্ন ভিন্ন নীতিমালা অনুযায়ী ঋণ বিতরণ, আদায় এবং সুদের হার ভিন্ন হওয়ায় ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়। ৪র্থ স্থান অর্থাৎ (৪২%) উত্তরদাতা বলেছেন যে, প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ ভাতা কম দেয়া হয় ফলে প্রশিক্ষণার্থীরা এখন দূর থেকে আসতে চায় না; একই ভাবে ৫ম ও ৬ষ্ঠ স্থানে রয়েছে যথাক্রমে (১৫%) ঋণের বাজেট বরাদ্দ কম হওয়ায় সোনালী ব্যাংক হতে ১৮.৫০% হারে সদস্যদের ঋণ নিতে হয়। ফলে সদস্যরা খুবই অসন্তুষ্ট। ক্রমধারার ৭ম স্থানে (৯%) রয়েছে ২টি মতামত সেগুলো হচ্ছে: উপজেলা পরিচালনা ব্যয়ের বাজেট অপ্রতুল। একজন হিসাব রক্ষক ৫টি উপজেলার দায়িত্বে থাকায় সঠিক হিসাব রাখতে পারে না। এজন্য ডিজিটাল হিসাব রক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

| জেলা-উপজেলা পর্যায়ে প্রাপ্ত অনান্য মতামত | মোট (জন) | (%) | ক্রমানুসারে |
|---|---|---|---|
| দলীয় ঋণ বিতরণের ফলে সকল সদস্যদের ঋণ সময়মত আদায় হয় না ফলে পরিশোধকৃত সদস্যদের পুনরায় ঋণ দেয়া যায় না | ২১ | ৬৪% | ১ম |
| প্রকল্পের চাকুরিজীবিদের কোন পেনশন সুবিধা নাই | ১৯ | ৫৮% | ২য় |
| প্রতিটি প্রকল্পের ভিন্ন ভিন্ন নীতিমালা অনুযায়ী ঋণ বিতরণ, আদায় এবং সুদের হার ভিন্ন হওয়ায় ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয় | ১৬ | ৪৮% | ৩য় |
| প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ ভাতা কম দেয়া হয় ফলে প্রশিনার্থীরা এখন দূর থেকে আসতে চায় না | ১৪ | ৪২% | ৪র্থ |
| ঋনের বাজেট বরাদ্দ কম হওয়ায় সোনালী ব্যাংক হতে ১৮.৫০% হারে সদস্যরা ঋণ নিতে হয়। ফলে সদস্যরা খুবই অসন্তুষ্ট। | ৫ | ১৫% | ৫ম |
| একজন হিসাব রক্ষক ৫টি উপজেলার দায়িত্বে থাকায় সঠিক হিসাব রাখতে পারে না | ৩ | ৯% | ৬ষ্ঠ |
| উপজেলা পরিচালনা ব্যয়ের বাজেট অপ্রতুল। | ৩ | ৯% | ৬ষ্ঠ |

* একাধিক উত্তর আছে

** % মোট উত্তরদাতার সংখ্যা ৩৩ এর উপর করা হয়েছে

**৩.২ জেলা-উপজেলা পর্যায়ে আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পণে সমস্যাগুলোর সমাধান/উত্তরণের উপায়গুলো**

বিআরডিবি'র জেলা-উপজেলা পর্যায়ে আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পণে সমস্যাগুলোর সমাধান/উত্তরণের উপায়গুলো উপর সদস্যদের জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তদাতাগণ সকলেই একাধিক উত্তর প্রদান করেছেন। উত্তরের ক্রমানুযায়ী সাজালে দেখা যায় যে, ৭৩% উত্তরদাতা বলেছেন যে, বিআরডিবির সকল প্রকল্পগুলো একই ছাতার নীচে এনে একই নীতিমালা অনুযায়ী চালানো উচিৎ। (২য় স্থানে) অর্থাৎ (৭০%) উত্তরদাতা বলেছেন যে, প্রকল্পের চাকুরিজীবিদের পেনশন সুবিধা দেয়া প্রয়োজন। ৩য় স্থানে অর্থাৎ (৬৭%) উত্তরদাতা বলেছেন যে, বিআরডিবি এবং প্রকল্পে প্রয়োজনীয় জনবল জরুরী ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া দরকার এবং শুন্য পদগুলো পুরণ করা অতি জরুরি। ৪র্থ স্থানে (৬৪%) উত্তরদাতা বলেছেন যে, মাঠ কর্মীগণের চাকুরি রাজস্ব বাজেটের আওতায় নেয়া দরকার ও স্থায়ীকরণসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেয়া দরকার। ৫ম স্থানে (৫৮%) রয়েছে ১টি উত্তর তা হলো: এসএমই/একক ঋণ ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ইউআরডিও এর হাতে

অনুমোদনের ক্ষমতা দেয়া প্রয়োজন। ৬ষ্ঠ ও ৭ম স্থানে রয়েছে (৫৫%) উপজেলার বিআরডিবি এবং বিভিন্ন প্রকল্পের কর্মচারীদের অসদাচরণের জন্য বদলী এবং শাস্তি দেয়ার মত প্রশাসনিক ক্ষমতা উপ-পরিচালক-কে দেয়া প্রয়োজন। (৫২%) নিজ উপজেলায় কোন কর্মচারীকে নিয়োগ দেয়া উচিৎ নয় বলে মন্তব্য করেছেন। ৮ম স্থানে (৪৮%) ২টি মতামত দিয়েছেন সেগুলো হলো: উপজেলা পরিচালনা ব্যয় বাজেট বাড়াতে হবে ও ঋণের বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ৯ম স্থানে (৪৫%) রয়েছে ২টি মতামত সেগুলো হচ্ছে: প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ ভাতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন; সকল প্রকল্পের ঋণ অনুমোদন শুধু ইউআরডিও-কে ক্ষমতা দিলে ঋণ বিতরণ তরান্বিত হবে। ১০ম স্থানে (৪২%) রয়েছে ২টি মতামত সেগুলো হলোঃ এককভাবে ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে; ইউসিসিএ এর ঋণের অনুমোদন ইউআরডিও হতে অনুমোদন নিলে সময় কম লাগবে। ১১তম স্থানে (৩৩%) রয়েছে গ্রামে যাতায়তের জন্য কর্মচারীদেরকে টিএ, ডিএ দিতে হবে। ১০ম স্থানে (৩০%) রয়েছে ২টি মতামত সেগুলো হলো: যে কোন জরুরী ক্রয় করতে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত ইউআরডিও'র একক ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। যেহেতু ইউসিসিএ এর ঋণ বিতরণে চেয়ারম্যান ও ইউআরডিও এর যৌথ স্বাক্ষর প্রয়োজন হয় তাই ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানের ভূমিকা থাকা উচিৎ। কিন্তু ঋণ আদায়ের সময় ইউসিসিএ'র চেয়ারম্যান কোন ভূমিকা রাখে না। ক্রমধারার ১১ম স্থানে (৩০%) রয়েছে ৩টি মতামত সেগুলো হলো: গ্রামের ক্ষুদ্র উন্নয়নে পিআরডিবি-৩ প্রকল্পের (অবকাঠামো) কার্যক্রম চালু করা প্রয়োজন; ব্যাংক থেকে বেশী সুদে ঋণ না নিয়ে বিআরডিবি হতে আর্বতক ঋণ তহবিল বাড়ানো দরকার। ইউসিসিএর প্রাথমিক সমিতিগুলোর বাজেট অনুমোদন, রেজিস্ট্রেশন ও অডিট কার্যক্রম উপজেলা বিআরডিবি অফিস এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা প্রয়োজন। ক্রমধারার ১২ম স্থানে (১৮%) রয়েছে ৩টি মতামত সেগুলো হলো: জেলায় অধিনস্ত উপজেলার জনবল এবং ফান্ড ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে ডিডি এর ক্ষমতা থাকা উচিৎ। ঋণ দাদন কার্যক্রমে ইউসিসিএ'র চেয়ারম্যানকে বাদ দেয়া উচিৎ; বর্তমান যুগের সাথে তাল মিলিয়ে নীতিমালা তৈরি করা উচিৎ। একই ভাবে ১৩তম, ১৪তম, ১৫তম স্থানে রয়েছে যথাক্রমে (১২%)এস এম ই ঋণের সিলিং ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত করা প্রয়োজন; (৯%) উত্তরদাতা বলেছেন যে, প্রত্যেক উপজেলায় ১ জন স্থায়ী হিসাবরক্ষক থাকা প্রয়োজন; (৬%) বলেছেন যে, ইউসিসিএ'র কাজের স্বার্থে নির্বাচনের মাধ্যমে কার্যকরী কমিটি গঠন করা দরকার। সর্বশেষ ২৬তম অর্থাৎ (৩%) উত্তরদাতা বলেছেন যে, প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান আয়োজন, কর্মচারিদের পেনশন, পিআরএল ইত্যাদি বিষয়ে বিআরডিবির জেলা অফিস থেকে নিষ্পন্ন হওয়া প্রয়োজন।

| জেলা-উপজেলা পর্যায়ে আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পণে সমস্যাগুলো | মোট (জন) | (%) | ক্রমানুসারে |
|---|---|---|---|
| বিআরডিবির সকল প্রকল্পগুলো একই ছাতার নীচে এনে একই নীতিমালা অনুযায়ী চালানো উচিৎ | ২৪ | ৭৩% | ১ম |
| প্রকল্পের চাকুরিজীবিদের পেনশন সুবিধা দেয়া প্রয়োজন | ২৩ | ৭০% | ২য় |
| বিআরডিবি এবং প্রকল্পে প্রয়োজনীয় জনবল জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া দরকার/শুন্যপদগুলো পুরণ করা অতি জরুরী | ২২ | ৬৭% | ৩য় |
| মাঠ কর্মীগণের চাকুরি রাজস্ব বাজেটের আওতায় নেয়া দরকার/স্থায়ীকরনসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেয়া দরকার | ২১ | ৬৪% | ৪র্থ |
| এসএমই/একক ঋণ ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ইউআরডিও এর হাতে অনুমোনের ক্ষমতা দেয়া প্রয়োজন | ১৯ | ৫৮% | ৫ম |
| উপজেলার বিআরডিবি এবং বিভিন্ন প্রকল্পের কর্মচারিদের অসদাচরনের জন্য বদলী এবং শাস্তি দেয়ার মত প্রশাসনিক ক্ষমতা উপ-পরিচালকে দেয়া প্রয়োজন | ১৮ | ৫৫% | ৬ষ্ঠ |
| নিজ উপজেলায় কোন কর্মচারিকে নিয়োগ না দেয়া উচিৎ | ১৭ | ৫২% | ৭ম |
| উপজেলা পরিচালনা ব্যয় বাজেট বাড়াতে হবে। | ১৬ | ৪৮% | ৮ম |
| ঋনের বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন | ১৬ | ৪৮% | ৮ম |

| জেলা-উপজেলা পর্যায়ে আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পণে সমস্যাগুলো | মোট (জন) | (%) | ক্রমানুসারে |
|---|---|---|---|
| সকল প্রকল্পের ঋণ অনুমোদন শুধুমাত্র ইউআরডিও কে ক্ষমতা দিলে ঋণ বিতরন তরান্বিত হবে | ১৫ | ৪৫% | ৯ম |
| প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ ভাতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন | ১৫ | ৪৫% | ৯ম |
| ইউসিসিএ এর ঋনের অনুমোদন ইউআরডিও হতে অনুমোদন নিলে সময় কম লাগবে | ১৪ | ৪২% | ১০ম |
| এককভাবে ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে | ১৪ | ৪২% | ১০ম |
| গ্রামে যাতায়তের জন্য কর্মচারীদেরকে টিএ,ডিএ দিতে হবে। | ১১ | ৩৩% | ১১তম |
| যে কোন জরুরী ক্রয় করতে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত ইউআরডিউ এর একক ক্ষমতা প্রয়োজন। | ১০ | ৩০% | ১২তম |
| যেহেতু ইউসিসিএ এর ঋণ বিতরণে চেয়ারম্যান ও ইউআরডিও এর যৌথ স্বাক্ষর প্রয়োজন হয় তাই ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানের ভূমিকা থাকা উচিৎ | ১০ | ৩০% | ১২তম |
| গ্রামের ক্ষুদ্র উন্নয়নে পিআরডিবি-৩ প্রকল্পের (অবকাঠামো) কার্যক্রম চালু করা প্রয়োজন | ৮ | ২৪% | ১৩ তম |
| ব্যাংক থেকে বেশী সুদে ঋণ না নিতে বিআরডিবি হতে আর্বতক ঋণ তহবিল বাড়ানো দরকার। | ৮ | ২৪% | ১৩ তম |
| ইসিসিএ'র প্রাথমিক সমিতিগুলোর বাজেট অনুমোদন, রেজিস্ট্রেশন ও অডিট কার্যক্রম উপজেলা বিআরডিবি অফিস এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা প্রয়োজন | ৮ | ২৪% | ১৩ তম |
| জেলায় অধিনস্ত উপজেলার জনবল এবং ফান্ড ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে ডিডি এর ক্ষমতা থাকা উচিৎ | ৬ | ১৮% | ১৪ তম |
| ঋণ দাদন কার্যক্রমে ইউসিসিএ'র চেয়ারম্যানকে বাদ দেয়া উচিৎ | ৬ | ১৮% | ১৪ তম |
| বর্তমান যুগের সাথে তাল মিলিয়ে নীতিমালা তৈরী করা উচিৎ | ৬ | ১৮% | ১৪ তম |
| এস এম ই ঋনের সিলিং ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত করা প্রয়োজন। | ৪ | ১২% | ১৫ তম |
| প্রত্যেক উপজেলায় ১ জন স্থায়ী হিসাব রক্ষক থাকা প্রয়োজন | ৩ | ৯% | ১৬ তম |
| ইউসিসি এর কাজের স্বার্থে নির্বাচনের মাধ্যমে কার্যকরী কমিটি গঠণ করা দরকার | ২ | ৬% | ১৭ তম |
| প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান আয়োজন,কর্মচারিদের পেনশন,পিআরএল ইত্যাদি বিষয়ে বিআরডিবির জেলা অফিস থেকে নিঃস্পন্ন করা পয়োজন | ১ | ৩% | ১৮ তম |

* একাধিক উত্তর আছে

** % মোট উত্তরদাতার সংখ্যা ৩৩ এর উপর করা হয়েছে

### ৩.৩ বিআরডিবি এর কাজের সবল ও সম্ভাবনার দিকগুলো

বিআরডিবি এর কাজের সবল ও সম্ভাবনার দিকগুলো সদস্যদের জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরদাতাগণ প্রায় সকলেই একাধিক উত্তর প্রদান করেছেন। উত্তরের ক্রমানুযায়ী সাজালে দেখা যায় যে, ৯৪% উত্তরদাতা বলেছেন যে, গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক সমিতি/দল গঠন করে জনগনকে একতাবদ্ধ করা হয়। (২য় স্থানে) অর্থাৎ (৯১%) উত্তরদাতা বলেছেন যে, ঋণ দিয়ে সদস্যদের স্বাবলম্বি করা হয়। ৩য় স্থানে অর্থাৎ (৮৫%) উত্তরদাতা বলেছেন যে, সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী সকল শূন্যপদগুলি পূরণ করা হলে বিআরডিবির কার্যক্রম সারা দেশে সুনাম অর্জন করতে পারবে। ৪র্থ স্থানে রয়েছে (৮২%) ৩টি মতামত সেগুলো হলো: যথাক্রমে শেয়ার-সঞ্চয় জমার মাধ্যমে পুঁজি গঠন করা হয়; সরকার ঘোষিত আমার গ্রাম আমার শহর নিশ্চিতকরণে বিআরডিবি গ্রামে শহরের সেবা নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে এবং প্রশিক্ষণার্থীদের যাতায়াত ভাতা বৃদ্ধি করা হলে সমিতির সদস্যরা প্রশিক্ষণ নিতে আগ্রহী হবে; ৫ম স্থানে (৭৯%) রয়েছে ১টি উত্তর তা হলো: নিবেদিত ও দক্ষকর্মী বাহিনী দ্বারা বিআরডিবি পরিচালিত হচ্ছে। উত্তরদাতাগণের মতামত অনুযায়ী ক্রমধারার একই ভাবে ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম ও ৯ম স্থানে রয়েছে যথাক্রমে পল্লী অঞ্চলের বৃহত্তর জনগোষ্ঠিকে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে উদ্যোক্তা/নারী উদ্যোক্তা তৈরি করতে পারবে (৭৬%), উপজেলার বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে বিআরডিবি সকল সেবাগুলি গ্রাম পর্যায়ে পৌছে দিতে পারবে (৭৩%) এবং সমিতির সদস্য যারা মাছ, কাঁকড়া চাষ, কৃষি উৎপাদন, হাঁস পালন, কুটির শিল্পের কাজ, হস্ত

শিল্পের কাজ, সবজি চাষ, গবাদিপশু পালন ইত্যাদি আয় বৃদ্ধিমূলক কাজ করছে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিআরডিবি এর মাধ্যমে বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা হলে গ্রাম সমিতিগুলো আরো শক্তিশালী হবে (৭০%); গ্রাম পর্যায়ে মানুষের একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে (৬৭%)। ১০ম স্থানে (৬৪%) রয়েছে ২টি মতামত সেগুলো হলোঃ প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়; অ-প্রধান শস্য প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে বীজ বিতরণ করা হয়। ১১তম স্থানে (৬১%) রয়েছে জীবিকায়ন শিল্প পল্লী গঠনের মাধ্যমে প্রতিটি গ্রামকে শিল্প এলাকা হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। ১২তম স্থানে (৫৮%) রয়েছে: যেহেতু বিআরডিবি গ্রামের তৃনমূল পর্যায়ের জনবল নিয়ে সমিতি গঠণের মাধ্যমে কাজ করছে, তাই সরকারি সকল কৃষি উপকরণ ও অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রীসহ সকল সাহায্য সহায়তা বিআরডিবি এর মাধ্যমে বিতরণ করা হলে প্রকৃত সুফলভোগীরা উপকৃত হবে। ক্রম ধারার ১৩তম ও ১৪তম স্থানে রয়েছে যথাক্রমে অর্থাৎ (৫৫%) বিআরডিবি সমবায় ভিত্তিক কৃষি উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে এবং (৫২%) বলেছেন যে, পিআরডিবি-৩ প্রকল্পের মাধ্যমে এলাকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবকাঠামো তৈরি/মেরামত করা হয় (স্যানিটেশন, বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা, ছোট ছোট কালভার্ট/রাস্তা নির্মান ইত্যাদি)। ১৫তম স্থানে (৪৮%) রয়েছে ২টি মতামত সেগুলো হলো স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে বিআরডিবি তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করছে; কৃষকদের মাঝে পুনরায় সেচ প্রকল্প চালু করে বিআরডিবি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। একই ভাবে ১৬তম, ১৭তম, ১৮তম স্থানে রয়েছে যথাক্রমে (৪৫%) নতুন নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষকদের কৃষি কাজে উদ্বুদ্ধ করছে; (৪২%) উত্তরদাতা বলেছেন যে, ইউসিসিএ এবং প্রাথমিক সমিতির ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে নেতৃত্বের সৃষ্টি হচ্ছে (বর্তমানে অনেকে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন); এবং (৩৯%) পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণে বিআরডিবি প্রায় ৫৪ বছরের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাচ্ছে। উত্তরদাতাগণের ক্রমধারার ১৯তম, ২০তম এবং ২১তম স্থানে রয়েছে (৩৬%) যথাক্রমে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে মানুষকে সচেতন করা হয়; ইউনিয়ন পরিষদে বরাদ্দকৃত কার্যালয়ে ১জন দক্ষ লোক নিয়োগ দিলে এলাকায় ঘুরে ঘুরে সমিতিগুলি তদারকি করতে সুবিধা হবে। (৩০%) বলেছেন যে, বিআরডিবিকে অধিদপ্তরে রূপান্তরিত করে প্রকল্পের কর্মকর্তা কর্মচারিদের রাজস্ব খাতে সম্পৃক্ত করলে দারিদ্র্য বিমোচনে বিআরডিবি আরো গতিশীল ভূমিকা রাখতে পারবে এবং (১৮%) মতামত দিয়েছেন যে, সামগ্রিক জিডিপিতে বিআরডিবি এর অবদান ১.৯৩%। সবশেষ ২২তম অর্থাৎ বিআরডিবি ইরেসপো প্রকল্পের মাধ্যমে প্রত্যেক উপজেলায় ২টি করে হাই স্কুলে কিশোরী সংগঠন করা হয়েছে। এই সংগঠনের মাধ্যমে কিশোরীদের সঞ্চয় জমা করে পুজি গঠন করা হয়, কিশোরীদের সচেতন করা হয়, বাল্য বিবাহ রোধে কাজ করা হয়, অভিভাবকগণ কাউকে বাল্য বিবাহ দিতে চাইলে বাধাঁর সৃষ্টি করা হয়।

| বিআরডিবি এর কাজের সবল ও সম্ভাবনার দিকগুলো | মোট (জন) | (%) | ক্রমানুসারে |
|---|---|---|---|
| গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক সমিতি/দল গঠন করে জনগনকে একতাবদ্ধ করা হয় | ৩১ | ৯৪% | ১ম |
| ঋণ দিয়ে সদস্যদের স্বাবলম্বি করা হয় | ৩০ | ৯১% | ২য় |
| সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী সকল শূন্য পদগুলি পূরণ করা হলে বিআরডিবির কার্যক্রম সারা দেশে সুনাম অর্জন করতে পারবে | ২৮ | ৮৫% | ৩য় |
| শেয়ার-সঞ্চয় জমার মাধ্যমে পুজি গঠন করা হয় | ২৭ | ৮২% | ৪র্থ |
| সরকার ঘোষিত আমার গ্রাম আমার শহর নিশ্চিতকরণে বিআরডিবি গ্রামে শহরের সেবা নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে | ২৭ | ৮২% | ৪র্থ |
| প্রশিক্ষণার্থীদের যাতায়াত ভাতা বৃদ্ধি করা হলে সমিতির সদস্যরা প্রশিক্ষণ নিতে আগ্রহী হবে | ২৭ | ৮২% | ৪র্থ |
| নিবেদিত ও দক্ষ কর্মী বাহিনী দ্বারা বিআরডিবি পরিচালিত হচ্ছে | ২৬ | ৭৯% | ৫ম |
| পল্লী অঞ্চলের বৃহত্তর জনগোষ্ঠিকে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে উদ্যোক্তা/নারী উদ্যোক্তা তৈরী করতে পারবে | ২৫ | ৭৬% | ৬ষ্ঠ |
| উপজেলার বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে বিআরডিবি সকল সেবাগুলি গ্রাম পর্যায়ে পৌছে দিতে পারবে | ২৪ | ৭৩% | ৭ম |
| সমিতির সদস্য যারা মাছ,কাঁকড়া চাষ, কৃষি উৎপাদন, হাঁস পালন, কুটির শিল্পের কাজ,হস্ত শিল্পের কাজ, সবজি চাষ, গবাদিপশু পালন ইত্যাদি আয় বৃদ্ধিমূলক কাজ করছে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিআরডিবি এর মাধ্যমে বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা হলে গ্রাম সমিতিগুলো আরো শক্তিশালী হবে | ২৩ | ৭০% | ৮ম |

| বিআরডিবি এর কাজের সবল ও সম্ভাবনার দিকগুলো | মোট (জন) | (%) | ক্রমানুসারে |
|---|---|---|---|
| গ্রাম পর্যায়ে মানুষের একটি নেটওয়ার্ক তৈরী করেছে | ২২ | ৬৭% | ৯ম |
| প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয় | ২১ | ৬৪% | ১০ম |
| অ-প্রধান শস্য প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে বীজ বিতরণ করা হয় | ২১ | ৬৪% | ১০ম |
| জীবিকায়ণ শিল্প পল্লী গঠনের মাধ্যমে প্রতিটি গ্রামকে শিল্প এলাকা হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব | ২০ | ৬১% | ১১তম |
| যেহেতু বিআরডিবি গ্রামের তৃনমূল পর্যায়ের জনবল নিয়ে সমিতি গঠণের মাধ্যমে কাজ করছে, তাই সরকারি সকল কৃষি উপকরন ও অন্যান্য ত্রান সামুগ্রীসহ সকল সাহায্য সহায়তা বিআরডিবি এর মাধ্যমে বিতরণ করা হলে প্রকৃত সুফল ভোগীরা উপকৃত হবে | ১৯ | ৫৮% | ১২তম |
| বিআরডিবি সমবায় ভিত্তিক কৃষি উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে | ১৮ | ৫৫% | ১৩ তম |
| পিআরডিবি-৩ প্রকল্পের মাধ্যমে এলাকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবকাঠামো তৈরী/ মেরামত করা হয় (স্যানিটেশন,বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা, ছোট ছোট কালভার্ট/রাস্তা নির্মান ইত্যাদি) | ১৭ | ৫২% | ১৪ তম |
| স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে বিআরডিবি তৃনমূল পর্যায়ে কাজ করছে | ১৬ | ৪৮% | ১৫ তম |
| কৃষকদের মাঝে পুনরায় সেচ প্রকল্প চালু করে বিআরডিবি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে | ১৬ | ৪৮% | ১৫ তম |
| নতুন নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষকদের কৃষি কাজে উদ্বুদ্ধ করছে | ১৫ | ৪৫% | ১৬ তম |
| ইউসিসিএ এবং প্রাথমিক সমিতির ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে নেতৃত্বের সৃষ্টি হচ্ছে (বর্তমানে অনেকে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন) | ১৪ | ৪২% | ১৭ তম |
| পল্লী উন্নয়ণ ও দারিদ্র্য দূরীকরণে বিআরডিবি প্রায় ৫৪ বছরের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাচ্ছে | ১৩ | ৩৯% | ১৮ তম |
| উঠান বৈঠকের মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে মানুষকে সচেতন করা হয় | ১২ | ৩৬% | ১৯ তম |
| ইউনিয়ন পরিষদে বরাদ্ধকৃত রোমে ১ জন দক্ষ লোক নিয়োগ দিলে এলাকায় ঘুরে ঘুরে সমিতিগুলি তদারকি করতে সুবিধা হবে | ১২ | ৩৬% | ১৯ তম |
| বিআরডিবিকে অধিদপ্তরে রুপান্তরিত করে প্রকল্পের কর্মকর্তা কর্মচারিদের রাজস্ব খাতে সম্পৃক্ত করলে দারিদ্র্য বিমোচনে বিআরডিবি আরো গতিশীল ভূমিকা রাখতে পারবে | ১০ | ৩০% | ২০ তম |
| সামগ্রিক জিডিপিতে বিআরডিবি এর অবদান ১.৯৩% | ৬ | ১৮% | ২১ তম |
| বিআরডিবি ইরেসপো প্রকল্পের মাধ্যমে প্রত্যেক উপজেলায় ২টি করে হাই স্কুলে কিশোরী সংগঠণ করা হয়েছে। এই সংগঠনের মাধ্যমে কিশোরীদের সঞ্চয় জমা করে পুঁজি গঠন করা হয়, কিশোরীদের সচেতন করা হয়, বাল্য বিবাহ রোধে কাজ করা হয়, অভিভাবকগণ কাউকেব বাল্য বিবাহ দিতে চাইলে বাধাঁর সৃষ্টি করা হয় | ৫ | ১৫% | ২২ তম |

* একাধিক উত্তর আছে

** % মোট উত্তরদাতার সংখ্যা ৩৩ এর উপর করা হয়েছে

### বিআরডিবি সকল কার্যক্রম অফিস ও মাঠ পর্যায়ে/প্রকল্প পর্যায়ে ডিজিটালকরণ

বিআরডিবি জেলা উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বিআরডিবি'র সার্বিক কার্যক্রম ডিজিটাল করা সম্ভব কিনা প্রশ্ন করা হলে ১০০% উত্তরদাতা ইতিবাচক উত্তর প্রদান করেন। অর্থাৎ বিআরডিবি'র সকল কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতিতে করার বিষয়ে কর্তকর্তাগণ জোরারোপ করেন।

| বিআরডিবি সকল কার্যক্রম অফিস ও মাঠ পর্যায়ে/প্রকল্প পর্যায়ে ডিজিটাল করা সম্ভব কি না? | মোট (জন) | (%) |
|---|---|---|
| হ্যাঁ | ৩৩ | ১০০% |
| না | ০ | ০ |
| মোট | ৩৩ | ১০০% |

## অধ্যায়-৪

## বিআরডিবি'র প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্যদের মতামত

### প্রাথমিক সমিতির গঠনকাল

১০টি জেলার ২০টি উপজেলার ২০টি প্রাথমিক সমিতি হতে এফজিডি এর মাধ্যমে প্রায় ১৬০ জনের মতামতের ভিত্তিতে তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের ৪০% বলেছেন যে, তারা ১৯৭০-১৯৮০ দশকে প্রাথমিক সমিতির সাথে সম্পৃক্ত হন এবং ৪৫% উত্তরদাতা বলেছেন যে, তারা প্রাথমিক সমিতিতে জড়িত হয়েছেন ১৯৮১-১৯৯০ এর দশকে। পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ১৯৯১-২০২৩ এ তিন দশকে মাত্র ১৫% উত্তরদাতা প্রাথমিক সমিতির সাথে জড়িত হয়েছেন। উপরের তথ্য থেকে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, আশির দশকেই ৮৫% উত্তরদাতা বিআরডিবি'র প্রাথমিক সমিতির সাথে জড়িত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে বিআরডিবি'র প্রতি গ্রামবাসীর আগ্রহ কমে যেতে শুরু করে।

| প্রাথমিক সমিতি/কর্মসূচীতে সম্পৃক্ত হওয়ার সাল অনুযায়ী উত্তরদাতার সংখ্যা | মোট | (%) |
|---|---|---|
| ১৯৭০-১৯৮০ | ৮ | ৪০% |
| ১৯৮১-১৯৯০ | ৯ | ৪৫% |
| ১৯৯১-২০০০ | ১ | ৫% |
| ২০০১-২০১০ | ১ | ৫% |
| ২০১১-২০২৩ | ১ | ৫% |
| মোট | ২০ | ১০০% |

### প্রাথমিক সমিতির বর্তমান কার্যক্রমসমূহ

প্রাথমিক সমিতির বর্তমান কার্যক্রম সম্পর্কে সমিতির সদস্যদের জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তদাতাগণ প্রায় সকলেই একাধিক উত্তর প্রদান করেছেন। উত্তরের ক্রমানুযায়ী সাজালে দেখা যায় যে, ৯৫% উত্তরদাতা বলেছেন যে প্রাথমিক সমিতি নিয়মিত ঋণ আদান প্রদান করে থাকে। ৯০% (২য় স্থানে) উত্তরদাতা বলেছেন যে, সময়মতো শেয়ার সঞ্চয় জমা করে। ৩য় স্থানে রয়েছে (৩৫%) ২টি মতামত সেগুলো হলোঃ নিয়মিত মাসিক সভা হয়, সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ৪র্থ স্থানে অর্থাৎ উত্তরদাতাদের ২০% মনে করেন যে নিয়মিত লভ্যাংশ বিতরণ করে এবং সমিতি বিভিন্ন সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করে ও পরামর্শ দেয়। ৫ম স্থানে (১০%) রয়েছে ১টি উত্তর তা হলো: সদস্যরা ঋণ নিয়ে বিভিন্ন আয়-বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের পরিচালনা করছেন। এছাড়া ৬ষ্ঠ স্থানে (৫%) উত্তর দাতাগণ ৭টি মতামত প্রদান করেন যেগুলো হলো: সমিতির সেচ প্রকল্পের সুবিধা রয়েছে, সমিতির নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় হচ্ছে, নিয়মিত অডিট, এজিএম, নির্বাচন হয়। অনিয়মিতভাবে মাসিক সভা করে (২/৩ মাস পরপর), উপজেলা কেন্দ্রীয় সমিতি থেকে আমন্ত্রণ পেলে সভা সেমিনারে তারা অংশগ্রহণ করে থাকে। ২০০৮ সাল থেকে ঋণ খেলাপির পর সমিতির কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে এবং সবশেষে উত্তরদাতাগণ জানিয়েছে যে, বর্তমান প্রাথমিক সমিতির কোন কার্যক্রম নেই।

| সমিতির বর্তমান কার্যাবলীসমূহ | মোট | (%) | ক্রমানুসারে |
|---|---|---|---|
| নিয়মিত ঋণ প্রদান ও পরিশোধ করে | ১৯ | ৯৫% | ১ম |
| নিয়মিত/ সময়মত শেয়ার-সঞ্চয় জমা করে | ১৮ | ৯০% | ২য় |
| সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় | ৭ | ৩৫% | ৩য় |
| মাসিক নিয়মিত সভা হয় | ৭ | ৩৫% | ৩য় |
| সামাজিক বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও পরামর্শ প্রদান করে | ৪ | ২০% | ৪র্থ |
| নিয়মিত লভ্যাংশ বিতরণ করে | ৪ | ২০% | ৪র্থ |
| সদস্যরা ঋণ নিয়ে বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কাজ করছে | ২ | ১০% | ৫ম |

| সমিতির বর্তমান কার্যাবলীসমূহ | মোট | (%) | ক্রমানুসারে |
|---|---|---|---|
| সমিতির সেচ প্রকল্প চলমান | ১ | ৫% | ৬ষ্ঠ |
| সমিতির নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হতে আয় হচ্ছে | ১ | ৫% | ৬ষ্ঠ |
| নিয়মিত এজিএম,অডিট ও নির্বাচন হয় | ১ | ৫% | ৬ষ্ঠ |
| অনিয়মিতভাবে মাসিক সভা করে(২/৩মাস পর পর) | ১ | ৫% | ৬ষ্ঠ |
| উপজেলায় বিআরডিবি অফিসের যে কোন সভা সেমিনারে আমন্ত্রন পেলে অংশগ্রহণ করে | ১ | ৫% | ৬ষ্ঠ |
| ২০০৮ সালের ঋণ খেলাপির পর সমিতির কার্যক্রম বন্ধ | ১ | ৫% | ৬ষ্ঠ |
| বর্তমানে সমিতির কোন কার্যক্রম নেই | ১ | ৫% | ৬ষ্ঠ |

* একাধিক উত্তর আছে

** % মোট উত্তরদাতার সংখ্যা ২০ এর উপর করা হয়েছে

### বিআরডিবি'র বর্তমান শেয়ার ও সঞ্চয়ের পরিমাণ

২০টি প্রাথমিক সমিতির মোট শেয়ারের পরিমাণ ৯,৫৫,১৬৫ টাকা। যার গড় হলো ৪৭,৪৫৮ টাকা এবং উক্ত সমিতির মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ হচ্ছে ২০,০৫,১৫৪ টাকা গড়ে সঞ্চয়ের পরিমাণ ১,০০,২৬/- টাকা। প্রাথমিক সমিতির শেয়ার ও সঞ্চয়ের পরিমাণ থেকে এ কথা সুস্পষ্ট যে, প্রাথমিক সমিতির অবস্থা খুবই নাজুক।

| সমিতির বর্তমান শেয়ার, সঞ্চয়, ঋণের পরিমাণ ও আদায়ের অবস্থা | টাকার পরিমাণ |
|---|---|
| মোট শেয়ার (টাকা) | ৯,৫৫,১৬৫ |
| মোট সঞ্চয় (টাকা) | ২০,০৫,১৫৪ |
| মোট ঋণের পরিমাণ | ৮৬,১১,০০০ |
| ঋণ আদায়ের পরিমান (টাকা) | ৬৪,৫৩,৬৫০ (পূর্বের আদায়সহ) |
| ঋণ আদায়ের হার (%) | ৭৫% |
| অনাদায়ী ঋণের পরিমান (টাকা) | ২৩,৬১,৩৫০ |
| অনাদায়ী ঋণের হার (%) | ৩৬% |

### প্রাথমিক সমিতির সদস্যদের ঋণ নেয়ার ক্ষেত্রসমূহ

বিআরডিবি'র প্রাথমিক সমিতির সদস্যদের উত্তর থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সমিতির সদস্যদের সবচেয়ে বেশি (৯০%) ঋণ নেন কৃষি/সবজি চাষের জন্য (১ম)। ঋণ নেয়ার ২য় স্থানে (৬৫%) রয়েছে মৎস্য চাষ এবং গবাদি পশু পালন। ঋণ নেয়ার ৩য় (৪০%) ও ৪র্থ (৩০%) ক্ষেত্রসমূহ হলো যথাক্রমে ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং হাঁস মুরগী পালন। এছাড়া ৫ম স্থানে অর্থাৎ (৫%) ৫টি উত্তর পাওয়া গেছে। সেগুলো হলো: ঋণ নেয়ার অন্যান্য ক্ষেত্রসমূহ হলো বেড়ি বাধ ঠিক করা,আম চাষ,বাগান করা, ভ্যান ও রিকশা ক্রয় করা, জমি ক্রয়/বন্ধক/লাগিত নেয়া এবং মুড়ি তৈরি ও বিক্রি করা। প্রাথমিক সদস্যদের ঋণ নেয়ার উপরের ক্ষেত্রসমূহ বিশ্লেষণ করলে এ কথা নি:সন্দেহে বলা যায় যে, বিআরডিবি'র সদস্যগণ একেবারে তথা কথিত ক্ষেত্রসমূহ বিনিয়োগ করার জন্য ঋণ নিচ্ছেন। নতুন ক্ষেত্রসমূহে তারা বিনিয়োগ করছেন না যার ফলে এ কথা বলা চলে যে, সমিতির সদস্যদের নতুন নতুন ঋণের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে প্রাথমিক সদস্যদের কোন আধুনিক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে না। সমিতির সদস্যগণ সেই পুরানো ধ্যান ধারণা মোতাবেক সমিতির কাজ কর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন।

| সমিতির সদস্যরা কি কি কাজে ঋণ নিয়ে থাকে | মোট | (%) | ক্রমানুসারে |
|---|---|---|---|
| কৃষি কাজ/সবজি চাষ | ১৮ | ৯০% | ১ম |
| গবাদিপশু পালন | ১৩ | ৬৫% | ২য় |
| মাছ চাষ | ১৩ | ৬৫% | ২য় |
| ক্ষুদ্র ব্যবসা/ব্যবসা | ৮ | ৪০% | ৩য় |
| হাঁস-মুরগি পালন | ৬ | ৩০% | ৪র্থ |

| সমিতির সদস্যরা কি কি কাজে ঋণ নিয়ে থাকে | মোট | (%) | ক্রমানুসারে |
|---|---|---|---|
| বেরী বাঁধ ঠিক করা | ১ | ৫% | ৫ম |
| আম বাগান/চাষ | ১ | ৫% | ৫ম |
| ভ্যান/রিক্সা ক্রয় | ১ | ৫% | ৫ম |
| জমি ক্রয়/বন্ধক/লাগিত | ১ | ৫% | ৫ম |
| মুড়ি তৈরী ও বিক্রি | ১ | ৫% | ৫ম |

* একাধিক উত্তর আছে

** % মোট উত্তরদাতার সংখ্যা ২০ এর উপর করা হয়েছে

### ঋণ ব্যবহার সম্পর্কে মতামত

বিআরডিবি'র প্রাথমিক সদস্যদের ৭০% উত্তরদাতা বলেছেন যে, সদস্যগণ যে খাতে ঋণ নেন সে খাতেই ব্যবহার করেন। অন্যদিকে ৩০% উত্তরদাতা মনে করেন যে অনেকে যার জন্য ঋণ নেন সেই খাতে তা ব্যয় না করে অন্য খাতে ঋণের অর্থ ব্যয় করে। এ ক্ষেত্রে ৮৩% উত্তরদাতা মনে করেন যে, ঋণের টাকা অন্য খাতে ব্যবহার করার মূল কারণ হলো অধিক মুনাফা অর্জন এবং তাদের মধ্যে ১৭% মনে করেন যে, স্বল্প ঋণের অর্থ দিয়ে গরু কেনা সম্ভব নয় বিধায় তারা ঋণ নেয়া অর্থ অন্য খাতে ব্যয় করে থাকেন।

| ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহার হচ্ছে কিনা? | মোট উত্তরদাতা | শতকরা হার (%) | ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহার না হওয়ার কারণসমূহ | মোট উত্তরদাতা | শতকরা হার (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| হ্যাঁ | ১৪ | ৭০% | বেশী লাভের জন্য/আশায় | ৫ | ৮৩% |
| না | ৬ | ৩০% | স্বল্প ঋণে গরু ক্রয় করা সম্ভব নয় বলে অন্য কাজে খাটায় | ১ | ১৭% |
| মোট | ২০ | ১০০% | মোট | ৬ | ১০০% |

### ঋণ সম্পর্কে প্রাথমিক সদস্যদের মতামত

উত্তরদাতাদের ১০০% মনে করেন যে, ঋণ নিয়ে সদস্যরা উপকৃত হচ্ছেন। অন্যদিকে ১০০% উত্তরদাতা বলেন যে তারা কখনও চাহিদা মত ঋণ পান না।

### ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদান

প্রাথমিক সদস্যদের ঋণ প্রাপ্তির জন্য এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় কিনা সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে ৬৫% উত্তরদাতা ইতিবাচক উত্তর দেন এবং বাকী ৩৫% উত্তরদাতা বলেন যে, ঋণের ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের কোন প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না।

| ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় কিনা | উত্তরদাতা | শতকরা হার (%) |
|---|---|---|
| হ্যাঁ | ১৩ | ৬৫% |
| না | ৭ | ৩৫% |
| মোট | ২০ | ১০০% |

### প্রাথমিক সমিতির সাথে কেন্দ্রীয় সমিতির সম্পর্ক

প্রাথমিক সমিতির সদস্যদের কেন্দ্রীয় সমিতির সাথে সম্পর্ক কেমন এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে ৭০% উত্তরদাতা উত্তর দেন যে, প্রাথমিক সমিতির সাথে কেন্দ্রীয় সমিতির সম্পর্ক ভালো। এক্ষেত্রে ৩০% উত্তরদাতা জানান যে, কেন্দ্রীয় সমিতির সাথে প্রাথমিক সমিতির সম্পর্ক মোটামুটি কিন্তু কোন উত্তরদাতা বলেন নি যে, কেন্দ্রীয় সমিতির সাথে তাদের সম্পর্ক খারাপ।

| প্রাথমিক সমিতির স্বার্থে কেন্দ্রীয় সমিতির সম্পর্ক | উত্তরদাতা | শতকরা হার (%) |
|---|---|---|
| ভালো | ১৪ | ৭০% |
| খারাপ | ০ | ০% |
| মোটামোটি | ৬ | ৩০% |
| মোট | ২০ | ১০০% |

### সম্পর্ক ভাল হওয়ার কারণ

প্রাথমিক সমিতির সদস্যদের সর্বাধিক (৬৪%) উত্তরদাতা মনে করেন যে কেন্দ্রীয় সমিতির সাথে প্রাথমিক সমিতির সম্পর্ক ভালো হওয়ার মূল কারণ হলো কেন্দ্রীয় সমিতিসমূহ সব সময় প্রাথমিক সমিতিসমূহকে সহযোগিতা করে থাকে। ২য় স্থানে অর্থাৎ ৩৬% উত্তরদাতা ২টি উত্তর প্রদান করেন, যা হলো: কেন্দ্রীয় সমিতির সমবায়ীগণ তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করেন এবং পাশ বই সঠিকভাবে বুঝিয়ে দেন। উত্তরদাতার সংখ্যার ক্রমানুযায়ী ৩য় স্থানে (২৯%) উত্তরদাতাগণ ৫টি উত্তর দিয়েছেন যেমন: কেন্দ্রীয় সমিতির সাথে যে কোন সমস্যা নিয়ে আলাপ করা যায়, সময়মত ঋণ পাওয়া যায়, কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্যদের আন্তরিকতা, কেন্দ্রীয় সমিতির লোকজন সভা সেমিনারে তাদেরকে ডাকে, মাঠ কর্মীরা নিয়মিত গ্রামে আসে এবং পরামর্শ দেন। ৪র্থ স্থানে (১৪%) উত্তরদাতা বলেছেন, নিয়মিত ঋণ প্রদান ও আদায় করে। উত্তরদাতার সংখ্যার ক্রমানুযায়ী ৫ম স্থানে (৭%) উত্তরদাতাগণ ৫টি উত্তর দিয়েছেন যেমন: প্রশিক্ষণ পাওয়া যায় এবং সমিতির অডিট, নির্বাচনসহ সকল কাজ সময়মত সম্পন্ন হয়।

| ভালো হলে কারণসমূহ | মোট উত্তরদাতা | (%) | ক্রমানুসারে |
|---|---|---|---|
| সব সময় সহযোগিতা পাওয়া যায়/যোগাযোগ আছে | ৯ | ৬৪% | ১ম |
| পাশ বইসহ সঠিক হিসাব বুঝে পায় | ৫ | ৩৬% | ২য় |
| ভালো ব্যবহার করে | ৫ | ৩৬% | ২য় |
| যে কোন সমস্যা নিয়ে পরামর্শ করা যায় | ৪ | ২৯% | ৩য় |
| সময়মত ঋণ পাওয়া যায় | ৪ | ২৯% | ৩য় |
| সম্পর্ক ভালো/আন্তরিক | ৪ | ২৯% | ৩য় |
| বিভিন্ন সভা সেমিনারে ডাকে, | ৪ | ২৯% | ৩য় |
| মাঠকর্মী নিয়মিত গ্রামে আসে এবং পরামর্শ দেয় | ৪ | ২৯% | ৩য় |
| নিয়মিত ঋণ প্রদান ও আদায় করে | ২ | ১৪% | ৪র্থ |
| প্রশিক্ষণ পাওয়া যায় | ১ | ৭% | ৫ম |
| সমিতির অডিট, নির্বাচনসহ সকল কাজ সময়মত সম্পন্ন হয় | ১ | ৭% | ৫ম |

* একাধিক উত্তর আছে

** % মোট ভালো উত্তরদাতার সংখ্যা ১৪ এর উপর করা হয়েছে।

### সম্পর্ক মোটামুটি হওয়ার কারণসমূহ

প্রাথমিক সমিতির সদস্যদের সর্বাধিক (৩৩%) উত্তরদাতা মনে করেন যে মাঝে মাঝে যোগাযোগ করে। ২য় স্থানে অর্থাৎ ১৭% উত্তরদাতা ৯টি উত্তর প্রদান করেন, যা হলো: মাঝে মাঝে যোগাযোগ করে; ঋণ খেলাপি হওয়ার কারণে যোগাযোগ খুব কম; পুনরায় ঋণ দেয়া হচ্ছে না; ইউসিসিএ'র কমিটি ও নির্বাচন নিয়ে মামলার জন্য কমিটি নাই; এডহক কমিটি দ্বারা ইউসিসিএ চালানো হয়; যে কোন সভা/প্রশিক্ষণ হলে মোবাইলে জানানো হয়; হিসাব নিকাশ ঠিক থাকে; মাঝে মাঝে মিটিংএ যায়; ঋণ প্রদান ও আদায় করে; আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করে না।

| মোটামুটি হলে কারণসমূহ | মোট উত্তরদাতা | (%) | ক্রমানুসারে |
|---|---|---|---|
| মাঝে মাঝে যোগাযোগ করে | ২ | ৩৩% | ১ম |
| ঋণ খেলাপি হওয়ার কারণে যোগাযোগ খুব কম | ১ | ১৭% | ২য় |
| পুনরায় ঋণ দেয়া হচ্ছে না | ১ | ১৭% | ২য় |
| ইউসিসিএ'র কমিটি ও নির্বাচন নিয়ে মামলার জন্য কমিটি নাই | ১ | ১৭% | ২য় |
| এডহক কমিটি দ্বারা ইউসিসিএ চালানো হয় | ১ | ১৭% | ২য় |
| যে কোন সভা/প্রশিক্ষণ হলে মোবাইলে জানানো হয় | ১ | ১৭% | ২য় |
| হিসাব নিকাশ ঠিক থাকে | ১ | ১৭% | ২য় |
| মাঝে মাঝে মিটিংএ যায় | ১ | ১৭% | ২য় |
| ঋণ প্রদান ও আদায় করে | ১ | ১৭% | ২য় |
| আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করে না | ১ | ১৭% | ২য় |

* একাধিক উত্তর আছে

** % মোট মোটামুটি উত্তরদাতার সংখ্যা ৬ এর উপর করা হয়েছে

**প্রাথমিক সমিতির সবল দিকসমূহ**

প্রাথমিক সমিতির সবল দিকসমূহ কী কী এ প্রশ্নের উত্তরে সর্বাধিক সংখ্যক (৯০%) উত্তরদাতা বলেছেন যে, সমিতির ঋণ কার্যক্রম ভালো। ২য় স্থানে রয়েছে (৫০%) নিয়মিত শেয়ার সঞ্চয় জমা করা হয়। উত্তরের ক্রমানুযায়ী ৩য় স্থানে (৩০%) উত্তরদাতা বলেছেন যে, সমিতির সদস্যগণের আগ্রহ রয়েছে। ৪র্থ সবল দিক হলো (১৫%) ৩টি উত্তর প্রদান করেছেন যা হলো: নিয়মিত সভা করা হয়;ঋণ নিয়ে সদস্যরা আয় বৃদ্ধিমূলক কাজ করে; সঞ্চয়ের উপর (৩%) লাভ পায়। ৫ম সবল দিক হলো (১০%) ০৪টি উত্তর প্রদান করেছেন যা হলোঃ সবাই একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করে; সমিতির সদস্য সংখ্যা বেশী; সদস্যদের নিজ নামে ব্যাংক একাউন্ট আছে; ঋনের টাকা নিজস্ব একাউন্টে জমা হয়। ৬ষ্ঠ স্থানে (৫%) ৭টি উত্তর পাওয়া গেছে, সেগুলো হচ্ছে সমিতির নিজস্ব সেচ প্রকল্প রয়েছে, নিজস্ব জায়গায় সমিতির অফিস ঘর ও মার্কেট আছে, সমিতিতে হিসাব সঠিক থাকে, দলগত ঋণ পেয়ে থাকে, সদস্যরা আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে। সময়মতো ঋণ পায় ও সহজ শর্তে ঋণ পেয়ে থাকে।

| সমিতির সবল দিকগুলো | মোট | (%) | ক্রমানুসারে |
|---|---|---|---|
| সমিতির ঋণ কার্যক্রম ভালো (আদান ও প্রদান) | ১৮ | ৯০% | ১ম |
| নিয়মিত শেয়ার সঞ্চয় জমা করা হয় | ১০ | ৫০% | ২য় |
| সমিতির সদস্যগণ আন্তরিক ও আগ্রহ আছে | ৬ | ৩০% | ৩য় |
| নিয়মিত সভা করা হয় | ৩ | ১৫% | ৪র্থ |
| ঋণ নিয়ে সদস্যরা আয় বৃদ্ধিমূলক কাজ করে | ৩ | ১৫% | ৪র্থ |
| সঞ্চয়ের উপর (৩%) লাভ পায় | ৩ | ১৫% | ৪র্থ |
| সবাই একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করে | ২ | ১০% | ৫ম |
| সমিতির সদস্য সংখ্যা বেশী | ২ | ১০% | ৫ম |
| সদস্যদের নিজ নামে ব্যাংক একাউন্ট আছে | ২ | ১০% | ৫ম |
| ঋনের টাকা নিজস্ব একাউন্টে জমা হয় | ২ | ১০% | ৫ম |
| হিসাব সঠিক থাকে | ১ | ৫% | ৬ষ্ঠ |
| দলগত ঋণ পায় | ১ | ৫% | ৬ষ্ঠ |
| সদস্যরা আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ পায় | ১ | ৫% | ৬ষ্ঠ |
| সময়মত ঋণ পায় | ১ | ৫% | ৬ষ্ঠ |
| সহজ শর্তে ঋণ পায় | ১ | ৫% | ৬ষ্ঠ |
| নিজস্ব জায়গায় সমিতির অফিস ঘর ও মার্কেট আছে | ১ | ৫% | ৬ষ্ঠ |
| সমিতির নিজস্ব সেচ প্রকল্প আছে | ১ | ৫% | ৬ষ্ঠ |

* একাধিক উত্তর আছে

** % মোট উত্তরদাতার সংখ্যা ২০ এর উপর করা হয়েছে

## প্রাথমিক সমিতির দুর্বল দিকসমূহ

প্রাথমিক সমিতির দুর্বল দিকসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরদাতাদের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক উত্তরদাতা বলেছেন যে, প্রাথমিক সমিতির সদস্যরা চাহিদা মোতাবেক ঋণ পান না (৮৫%)। উত্তরদাতাদের উত্তরের ক্রমানুসারে ২য় (৭০%) দুর্বল দিক হলো একক ঋণ পায় না/দলগত ঋণ ব্যবস্থা। উত্তরদাতাদের উত্তরের ক্রমানুসারে ৩য় (৬০%) দুর্বল দিক হলো ঋণ নিতে বিভিন্ন ধরণের কাগজপত্র জমা দিতে হয় (জমিরখতিয়ান/দলিল, আবেদন পত্র, ডিমান্ড নোট, স্টাম্পে চুক্তিনামা), ঋণ নিতে কঠিন শর্তাবলী প্রয়োগ এবং নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না। ক্রমধারার ৪র্থ স্থানে (৫০%) রয়েছে সুদের হার বেশী। ৫ম স্থানের দুর্বলদিক হিসেবে সমিতির উত্তরদাতা ২টি মতামত প্রকাশ করেছেন (২৫%); যেমন ঋণ পেতে সময় ক্ষেপণ হয় বেশি ও কৃষি অফিস হতে সার, বীজ, কীটনাশক সমিতির মাধ্যমে পান না এবং কৃষি যন্ত্রযাতি ও কোন অনুদান পান না। ২০% (৬ষ্ঠ) উত্তরদাতা বলেছেন যে, শেয়ার সঞ্চয়ের লাভ কম দেয়া হয় বা অনেক সময় কোন লাভও দেয়া হয় না। ক্রমধারায় ৭ম স্থানের (১৫%) উত্তরদাতাগণ ০২টি উত্তর প্রদান করেছেন যা সমিতি থেকে ঋণ নিতে হলে শেয়ার সঞ্চয় মিলে ২০% টাকা জমা রাখতে হয় এবং দলের একজন সদস্য ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে অন্য কেউ পুনরায় ঋণ নিতে পারে না। উত্তরদাতাদের উত্তরসমূহের (১০%) বা ৮নং স্থানে ৩টি উত্তর দিয়েছেন যেমন ঋণ খেলাপি হয়ে সমিতির কার্যক্রম স্থবির হয়ে যায়। সদস্যগণ নিয়মিত শেয়ার সঞ্চয় জমা দেন না এবং পর্যাপ্ত ঋণ না পেয়ে সমিতির সদস্যগণ অন্যত্র চলে যান। ৫% (৯ম স্থানে) উত্তরদাতা ৮টি মতামত প্রদান করেছেন যেমন, সমিতির মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থা নাই, সমিতির মাধ্যমে কোন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই, সমিতির ম্যানেজার এবং সভাপতি কোন সম্মানী পান না, ঋণ খেলাপির কারণে ঋণ বিতরণ বন্ধ হয়ে যায়, নিয়মিত সমিতির মিটিং হয় না, ম্যানেজার টাকা হস্ত মজুদ করে এবং কোন কোন সময় হিসাব সঠিকভাবে দেয় না, ঋণের টাকা আনতে উপজেলায় যেতে হয়, এতে তাদের ২০০/৩০০ টাকা খরচ হয়।

| সমিতির দূর্বল দিকগুলো | মোট | (%) | ক্রমানুসারে |
|---|---|---|---|
| চাহিদামত ঋণ পায় না | ১৭ | ৮৫% | ১ম |
| একক ঋণ পায় না/দলগত ঋণ ব্যবস্থা | ১৪ | ৭০% | ২য় |
| ঋণ নিতে বিভিন্ন ধরণের কাগজপত্র জমা দিতে হয় (জমির খতিয়ান/দলিল, আবেদন পত্র, ডিমান্ড নোট, স্টাম্পে চুক্তিনামা), ঋণ নিতে কঠিন শর্তাবলী প্রয়োগ | ১২ | ৬০% | ৩য় |
| নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না | ১২ | ৬০% | ৩য় |
| সুদের হার বেশী | ১০ | ৫০% | ৪র্থ |
| ঋণ পেতে সময় ক্ষেপন হয় | ৫ | ২৫% | ৫ম |
| কৃষি অফিস হতে সার, বীজ ও কীটনাশক সমিতির মাধ্যমে পায় না/কৃষি যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য অনুদান পায় না | ৫ | ২৫% | ৫ম |
| শেয়ার সঞ্চয়ের লাভ কম দেয়া হয়/ দেয়া হয় না | ৪ | ২০% | ৬ষ্ঠ |
| দলের একজন সদস্য ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে অন্য কেহ পুনরায় ঋণ পায় না | ৩ | ১৫% | ৭ম |
| ঋণ নিতে হলে শেয়ারও সঞ্চয় মিলে ২০% জমা রাখতে হয় | ৩ | ১৫% | ৭ম |
| ঋণ খেলাপি হয়ে সমিতির কার্যক্রম স্থবির হওয়া | ২ | ১০% | ৮ম |
| নিয়মিত শেয়ার সঞ্চয় জমা দেয় না | ২ | ১০% | ৮ম |
| বেশী ঋণ না পেয়ে অনেক সদস্য সমিতি ছেড়ে চলে যায়/সদস্য সংখ্যা কমে যায় | ২ | ১০% | ৮ম |
| ম্যানেজার টাকা হস্তমজুদ করে/ হিসাব সঠিক দেয়া হয় না | ১ | ৫% | ৯ম |
| বছরে মাত্র একবার ঋণ দেয়া হয় | ১ | ৫% | ৯ম |
| ঋনের টাকা আনতে উপজেলায় যেতে হয়, এতে খরচ হয় ২০০/- টাকা | ১ | ৫% | ৯ম |
| ঋণ খেলাপির কারণে ঋণ বিতরণ বন্ধ | ১ | ৫% | ৯ম |
| সমিতির সভাপতি/ম্যানেজারকে কোন সম্মানি দেয়া হয় না | ১ | ৫% | ৯ম |
| সমিতির নামে কোন ব্যাংক একাউন্ট নাই | ১ | ৫% | ৯ম |
| সমিতির মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থা নাই | ১ | ৫% | ৯ম |
| নিয়মিত মিটিং হয় না | ১ | ৫% | ৯ম |

* একাধিক উত্তর আছে

** % মোট উত্তরদাতার সংখ্যা ২০ এর উপর করা হয়েছে

### প্রাথমিক সমিতির স্থাবর/অস্থাবর সম্পদ বিবরণী

১০% সমিতির সদস্যগণ জানান যে, তাদের স্থাবর সম্পদ রয়েছে অন্যদিকে ৯০% সদস্য বলেন যে, তাদের কোন স্থাবর সম্পদ নেই। অর্থাৎ প্রাথমিক সমিতিসমূহের তেমন কোন স্থাবর অস্থাবর সম্পদ নেই বললেই চলে। যে ১০টি জেলার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তার মধ্যে কুমিল্লার কয়েকটি সমিতিতে যে সকল সম্পদ রয়েছে তা হচ্ছে: ৮ শতাংশ জমি আছে, সমিতির নিজস্ব অফিস ভবন আছে, গভীর নলকূপ ২টি, ৩৫টি চেয়ার, ২টি টেবিল রয়েছে। এছাড়া গাইবান্ধার একটি সমিতির ১০২ শতাংশ জমির ১টি পুকুর রয়েছে।

### প্রাথমিক সমিতির চ্যালেঞ্জ/ঝুকিসমূহ

প্রাথমিক সমিতির সদস্যগণ সর্বপ্রথম (৭৫%) যে চ্যালেঞ্জটির বিষয়ে ২টি মতামত প্রদান করেছেন তা হলো চাহিদা মোতাবেক ঋণ না পাওয়ার ফলে সমিতির সদস্যগণ এনজিওতে চলে যাচ্ছে। এর পরেই রয়েছে ২য় স্থানে (৭০%) ২টি উত্তর প্রদান করেন যা হলো: একক ঋণ না পাওয়াতে সমিতির সদস্যগণ আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং বিআরডিবি'র ঋণের সুদের হার অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেশি। ৩য় স্থানে (৫৫%) প্রাথমিক সমিতির সদস্যগণ বলেছেন যে, ভূমিহীন সদস্যগণ সমিতি থেকে ঋণ নিতে পারে না কারণ ঋণ পেতে হলে জমির খতিয়ান জমা দিয়ে হয় যা তাদের পক্ষে দেয়া সম্ভব হয় না। এছাড়া ঋণ নেয়ার শর্তাবলি কঠিন এবং ১৫০ টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তি করতে হয় যা তাদের জন্য এক ধরনের বোঝা। ৪র্থ চ্যালেঞ্জ হিসেবে (২৫%) উত্তরদাতাগণ বলেছেন যে, ঋণ খেলাপির কারণে সমিতিতে নতুন ঋণ দেয়া হয় না ফলে সদস্যদের মন ভেঙ্গে যায়। ৫ম স্থানে ২০% উত্তরদাতা মত ব্যক্ত করেন যে, ঋণ পেতে শেয়ার ও সঞ্চয় সমেত ২০% টাকা জমা থাকতে হয় যার ফলে অনেকে ঋণ নিতে পারে না। ৬ষ্ঠ স্থানে (১০%) উত্তরদাতা মনে করেন যে, সঞ্চয়ের উপর লাভ না পাওয়ায় সদস্যরা আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। ৭ম স্থানে (৫%) উত্তরদাতা ৯ ধরনের চ্যালেঞ্জের কথা বলেছেন যেমন সমিতির সদস্যরা বছরে মাত্র ১ বার ঋণ নিতে পারে, সমিতির কার্যক্রম ভালো না থাকায় সমিতির সদস্যরা অন্যত্র চলে যাচ্ছে, সদস্যদের মাঝে স্বচ্ছতার অভাব, সমিতির নিজস্ব অফিস না থাকায় সভা করতে অনেক সমস্যা হয়, ম্যানেজার ভাতা পায় না বলে সমিতিতে তার আগ্রহ কম, সমিতিতে কোন আয় বৃদ্ধিমূলক ব্যাবসা নাই, দৈব দুর্বিপাক বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে মাছের ঘের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াতে ঋণের কিস্তি আদায় করা কঠিন হয়ে পড়ে, সময়মতো ঋণ না পাওয়া এবং ঋণ পেতে অনেক সময় ক্ষেপণ হয় এবং মাঠ পরিদর্শকের নিয়মিত তদারকি না থাকা।

| সমিতির চ্যালেঞ্জ বা ঝুকিসমূহ | মোট | (%) | ক্রমানুসারে |
|---|---|---|---|
| প্রশিক্ষণ না পাওয়ায় সমিতির প্রতি সদস্যদের আগ্রহ কমে যাচ্ছে | ১৫ | ৭৫% | ১ম |
| চাহিদামত ঋণ না পাওয়ায় সদস্যদের মন ভেঙ্গে যায় ফলে অন্য এনজিও হতে ঋণ নিচ্ছে | ১৫ | ৭৫% | ১ম |
| একক ঋণ না পাওয়ার কারণে সদস্যরা আগ্রহ হারিয়ে সমিতি ছেড়ে চলে যাচ্ছে | ১৪ | ৭০% | ২য় |
| সুদের হার বেশি | ১৪ | ৭০% | ২য় |
| ভূমিহীন সদস্যরা ঋণ নিতে জমির খতিয়ান জমা দিতে হয় ফলে অনেকে ঋণ পায় না/কঠিন শর্তাবলী পুরণ না করলে/১৫০ টাকার নন জুডিসিয়্যাল স্টাম্প দিতে হয় | ১১ | ৫৫% | ৩য় |
| ঋণ খেলাপির কারণে সমিতিতে নতুন ঋণ দেয়া হয় না ফলে সদস্যদের মন ভেঙ্গে যায় | ৫ | ২৫% | ৪র্থ |
| ঋণ পেতে ২০% শেয়ার সঞ্চয় জমা দিতে হয় ফলে সদস্যদের মন ভেঙ্গে যায় | ৪ | ২০% | ৫ম |
| সঞ্চয়ের উপর লাভ না পাওয়ায় সদস্যদের মন ভেঙ্গে যায় | ২ | ১০% | ৬ষ্ঠ |
| সমিতির কার্যক্রম ভালো না হওয়ায় সদস্যরা চলে যাচ্ছে | ১ | ৫% | ৭ম |
| সদস্যদের মাঝে আগ্রহ এবং স্বচ্ছতার অভাব | ১ | ৫% | ৭ম |
| বছরে মাত্র একবার ঋণ পায় | ১ | ৫% | ৭ম |
| সমিতির নিজস্ব অফিস ঘর/ আসবাবপত্র না থাকায় সভা করতে সমস্যা হয় | ১ | ৫% | ৭ম |
| ম্যানেজারের ভাতা না দেয়ায় সমিতি চালানো কষ্টকর হচ্ছে | ১ | ৫% | ৭ম |
| সমিতির আয় বৃদ্ধিমূলক কোন ব্যবসা নাই | ১ | ৫% | ৭ম |
| ঘূর্নি-ঝড়ে সদস্যদের মাছের ঘের ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় নিয়মিত ঋনের কিস্তি আদায় করা যায় না | ১ | ৫% | ৭ম |
| সময়মত ঋণ না পাওয়া/ঋণ পেতে সময় ক্ষেপন | ১ | ৫% | ৭ম |
| মাঠ পরিদর্শক/ নিয়মিত তদারকি না থাকা | ১ | ৫% | ৭ম |

* একাধিক উত্তর আছে

** % মোট উত্তরদাতার সংখ্যা ২০ এর উপর করা হয়েছে

## সমস্যা মোকাবেলা ও দুর্বল দিকসমূহ মোকাবেলা করার সুপারিশসমূহ

প্রাথমিক সদস্যদের প্রদেয় উত্তরের ভিত্তিতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৮৫%) বলেছেন যে, বিআরডিবি'র প্রাথমিক সমিতিকে শক্তিশালী করার জন্য সবচেয়ে বেশি দরকার হচ্ছে চাহিদা মত ঋণ প্রদান করা এবং সেই সাথে সাথে ঋণের সিলিং (পরিসীমা) বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ২য় স্থানে (৭০%) যে সুপারিশ এসেছে তা হলো একক ঋণ চালু করতে হবে । ৩য় স্থানে (৬০%) উত্তরদাতা বলেছেন যে, ঋণের সুদের হার কমানো প্রয়োজন। ক্রমানুসারে ৪র্থ স্থানে রয়েছে অর্থাৎ (৫৫%) উত্তরদাতা ২টি করে মতামত প্রদান করেছেন সেগুলো হচ্ছে: নিজস্ব সঞ্চয়ের উপর লাভ দিতে হবে এবং অন্যটি হচ্ছে সরকারি কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতিসহ অন্যান্য সকল সরকারি সাহায্য/সেবা সহায়তা প্রাথমিক সমিতির মাধ্যমে প্রদান করতে হবে। ৪৫% উত্তরদাতা (৫ম স্থানে) ২টি উত্তর দিয়েছেন যে সকল সমিতিকে নিয়মিত আইজিএ/দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দিতে হবে, গ্রাম পর্যায়ে মাঠ কর্মীর সংখ্যা/পরিদর্শনের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। ক্রমানুযায়ী ৬ষ্ঠ স্থানে অর্থাৎ (৪০%) উত্তরদাতাও ২টি করে মতামত দিয়েছেন যা হলো: জামানতবিহীন ঋণ দিতে হবে, ঋণ পাওয়ার শর্তাদি শিথিল করতে হবে, যেমন জমির খতিয়ান, মর্টগেজ, জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পসহ কঠিন শর্তাবলি বাদ দিয়ে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করতে হবে। ৩৫% (অর্থাৎ ৭ম স্থান) উত্তরদাতা ২টি মতামত প্রদান করেছেন যা হলো: সরকারিভাবে সমিতির একটি অফিস ভবন তৈরি করে দিতে হবে, অন্যটি হলো শেয়ার এবং সঞ্চয়ের উপর নিয়মিত লাভ দিতে হবে। এরপরে অর্থাৎ ৮ম স্থানে (২৫%) উত্তরদাতা বলেছেন যে, ঋণের ফান্ড এবং বাজেট বৃদ্ধি করতে হবে। ১৫% উত্তরদাতা (৯ম স্থানে) ২টি মতামত প্রদান করেছেন যেমন উপজেলা অফিসের কর্মকর্তাগণ নিয়মিত প্রাথমিক সমিতি তদারকি/পরিদর্শন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে অন্য মতামতটি হলো ম্যানেজার ও সভাপতিকে মাসিক সম্মানী প্রদান করতে হবে। ১০% উত্তরদাতা (১০ম) ০৩টি করে মতামত প্রদান করেছেন যেমন: খেলাপি ঋণদাতাদের সমিতি থেকে বাদ দিতে হবে অথবা খেলাপি ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা নিতে হবে। সমিতিতে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। ১১তম স্থানে (৫%) উত্তরদাতাগণ ৫টি মতামত প্রদান করেছেন: সমিতির সদস্য সংখ্যা বাড়াতে হবে; সমিতির নামে নিজস্ব ব্যাংক হিসাব থাকতে হবে; সমিতির সদস্যদের বিনা সুদে ঋণ দিতে হবে; সমিতির সদস্যদের উদ্যোক্তা ঋণ দিতে হবে; সমিতির মাধ্যমে পশু চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

| সমিতির ঝুকি এবং দূর্বল দিকগুলো মোকাবেলায় পরামর্শগুলো ও অন্যান্য মতামতসমূহ | মোট | (%) | ক্রমানুসারে |
|---|---|---|---|
| চাহিদামত ঋণ দেয়া/ ঋনের সিলিং বৃদ্ধি করা প্রয়োজন | ১৭ | ৮৫% | ১ম |
| এককভাবে ঋণ দিতে হবে | ১৫ | ৭৫% | ২য় |
| সুদের হার কমানো প্রয়োজন | ১২ | ৬০% | ৩য় |
| সরকারি কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি/যে কোন সাহায্য-সহায়তা সমিতির মাধ্যমে দিতে | ১১ | ৫৫% | ৪র্থ |
| নিজস্ব সঞ্চয়ের উপর লাভ দেয়া | ১১ | ৫৫% | ৪র্থ |
| পরিদর্শকের সংখ্যা /মাঠ কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা | ৯ | ৪৫% | ৫ম |
| নিয়মিত আইজিএ/দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দিতে হবে | ৯ | ৪৫% | ৫ম |
| ঋণ পেতে জমির খতিয়ান, মর্গেজ, জুডিসিয়্যাল স্ট্যাম্পসহ কঠিন শর্তাবলী বাদ দিয়ে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা | ৮ | ৪০% | ৬ষ্ঠ |
| জামানতবিহীন ঋণ দিতে হবে | ৮ | ৪০% | ৬ষ্ঠ |
| সরকারিভাবে সমিতির একটি অফিস ঘরের ব্যবস্থা করা | ৭ | ৩৫% | ৭ম |
| শেয়ার/সঞ্চয়ের উপর নিয়মিত লাভ দিতে হবে | ৭ | ৩৫% | ৭ম |
| ঋনের ফান্ড/বাজেট বৃদ্ধি করা | ৫ | ২৫% | ৮ম |
| ম্যানেজার ও সভাপতিকে মাসিক সম্মানি দিতে হবে | ৩ | ১৫% | ৯ম |
| উপজেলা অফিসের কর্মকর্তাগন নিয়মিত প্রাথমিক সমিতি তদারকি/পরিদর্শন করা | ৩ | ১৫% | ৯ম |
| দ্রুততম/স্বল্প সময়ের মধ্যে ঋণ বিতরণ করা | ২ | ১০% | ১০ম |
| খেলাপি সদস্যদের সমিতি থেকে বাদ দেয়া/খেলাপি ঋণ আদায় করা | ২ | ১০% | ১০ম |

| সমিতির ঝুকি এবং দূর্বল দিকগুলো মোকাবেলায় পরামর্শগুলো ও অন্যান্য মতামতসমূহ | মোট | (%) | ক্রমানুসারে |
|---|---|---|---|
| জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা | ২ | ১০% | ১০ম |
| বিনা সুদে ঋণ দিতে হবে | ১ | ৫% | ১১ তম |
| সমিতির নামে/নিজস্ব ব্যাংক একাউন্ট থাকা প্রয়োজন | ১ | ৫% | ১১ তম |
| উদ্যোক্তা ঋণ দিতে হবে | ১ | ৫% | ১১ তম |
| সমিতির সদস্য সংখ্যা বাড়ানো | ১ | ৫% | ১১ তম |
| সমিতির মাধ্যমে পশু চিকিৎসার ব্যবস্থা করা | ১ | ৫% | ১১তম |

* একাধিক উত্তর আছে

** % মোট উত্তরদাতার সংখ্যা ২০ এর উপর করা হয়েছে

**উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি (ইউসিসিএ)'র সমস্যা ও সম্ভাবনা**

**কেন্দ্রীয় সমিতির গঠন**

কেন্দ্রীয় সমিতি গঠনের সময় এখানে উত্তরদাতাদের প্রদেয় উত্তর/মতামতসমূহ বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, ৭৫% উত্তরদাতারা বলেছেন তাদের সমিতি গঠন করা হয়েছে ১৯৬৫-১৯৮০ সময়ের মধ্যে এবং বাকী ২৫% গঠিত হয়েছে ১৯৮১-১৯৯০ সময়ের মধ্যে। ১৯৯১-২০২৩ সময়ে কোন সমিতি গঠনের তথ্য গবেষণায় উঠে আসেনি। উল্লেখ্য যে, বিআরডিবি'র সৃষ্টি শুরুতেই গ্রামবাসী সমিতির কার্যক্রমে জড়িত হয়েছে কিন্তু তৎপরবর্তী সময়ে গ্রামবাসীরা বিআরডিবি'র প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

| প্রাথমিক সমিতি/কর্মসূচীতে সম্পৃক্ত হওয়ার সাল অনুযায়ী উত্তরদাতার সংখ্যা | মোট | (%) |
|---|---|---|
| ১৯৬৫-১৯৮০ | ১৫ | ৭৫% |
| ১৯৮১-১৯৯০ | ৫ | ২৫% |
| ১৯৯১-২০০০ | | ০% |
| ২০০১-২০১০ | | ০% |
| ২০১১-২০২৩ | | ০% |

**কেন্দ্রীয় সমিতির কার্যাবলী**

কেন্দ্রীয় সমিতির কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৯০%) বলেছেন যে, ঋণ কার্যক্রম (ঋণ প্রদান ও আদায়) এর কথা। ২য় স্থানে অর্থাৎ ৭০% উত্তরদাতারা বলেছেন যে, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (প্রাথমিক সমিতির সদস্যদের জন্য)। ৩য় স্থানে (৫৫%) দেখা যায় যে, বিআরডিবি প্রাথমিক সমিতির এজিএম,অডিট ও নির্বাচনে সহায়তা করে। উত্তরদাতাদের প্রদেয় উত্তরের ক্রমানুসারে ৪র্থ স্থানে (৫০%) উত্তরদাতাগণ যথাক্রমে মতামত প্রদান করেছেন যে, শেয়ার-সঞ্চয় আদায় (প্রাথমিক সমিতি হতে) এবং ৫ম স্থানে (৩৫%) প্রাথমিক সমিতির সকল প্রকারের সমস্যা ও হিসাব তদারকি করে। উত্তরের ক্রমানুসারে ৬ষ্ঠ স্থানে (২৫%) ও ৭ম স্থান (২০%) যথাক্রমে উত্তরদাতাগণ মতামত প্রদান করেছেন যে, প্রাথমিক পর্যায়ে সমিতি গঠন করেন/ সদস্য ভর্তি করা এবং সচেতনমূলক সভা সেমিনার করা/উঠান বৈঠক করা। ৮ম স্থানে অর্থাৎ (১৫%) উত্তরদাতা বলেছেন প্রতি বছর নিজস্ব এজিএম সম্পন্ন করে এবং ৯ম স্থানে (১০%) প্রাথমিক সমিতির শেয়ার-সঞ্চয়ের উপর লভ্যাংশ বিতরণ করে; জাতীয় দিবসগুলো উদ্‌যাপন করে; প্রাথমিক সমিতির শেয়ার-সঞ্চয় এফডিআর করা। সবশেষে ১০ম স্থানে (৫%) ৪টি কার্যক্রমের বিষয়ে উত্তরদাতাগণ মতামত প্রদান করেছেন যেমন ইউসিসিএ'র কার্যকরী কমিটির দলাদলির কারণে ইউসিসিএ'র কার্যক্রম বন্ধ; প্রাথমিক সমিতির ঋণ প্রস্তাবগুলো যাচাই বাছাই করে ঋণ মঞ্জুর কমিটির নিকট সুপারিশ করা; আরডিও ও ইউসিসিএ'র চেয়ারম্যান যৌথ স্বাক্ষরে চেকের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করা; উপজেলার বিভিন্ন বিভাগের সাথে যোগাযোগ করা।

| কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির কার্যাবলীসমূহ | মোট | (%) | ক্রমানুসারে |
|---|---|---|---|
| ঋণ কার্যক্রম (ঋণ প্রদান ও আদায়) | ১৮ | ৯০% | ১ম |
| প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (প্রাথমিক সমিতির সদস্যদের জন্য) | ১৪ | ৭০% | ২য় |
| প্রাথমিক সমিতির এজিএম,অডিট ও নির্বাচনে সহায়তা করে | ১১ | ৫৫% | ৩য় |
| শেয়ার-সঞ্চয় আদায় (প্রাথমিক সমিতি হতে) | ১০ | ৫০% | ৪র্থ |
| প্রাথমিক সমিতির সকল প্রকারেরসমস্যা ও হিসাব তদারকি করে | ৭ | ৩৫% | ৫ম |
| গ্রাম পর্যায়ে সমিতি গঠন করেন/ সদস্য ভর্তি করা | ৫ | ২৫% | ৬ষ্ঠ |
| সচেতনমূলক সভা সেমিনার করা/উঠান বৈঠক করা | ৪ | ২০% | ৭ম |
| প্রতি বছর নিজস্ব এজিএম সম্পন্ন করা | ৩ | ১৫% | ৮ম |
| প্রাথমিক সমিতির শেয়ার-সঞ্চয়ের উপর লভ্যাংশ বিতরণ করে | ২ | ১০% | ৯ম |
| জাতীয় দিবসগুলো উদযাপন করে | ২ | ১০% | ৯ম |
| প্রাথমিক সমিতির শেয়ার সঞ্চয় এফডিআর করা | ২ | ১০% | ৯ম |
| ইউসিসিএ'র কার্যকরী কমিটির দলাদলির কারণে ইউসিসিএ'র কার্যক্রম বন্ধ | ১ | ৫% | ১০ম |
| প্রাথমিক সমিতির ঋণ প্রস্তাবগুলো যাচাই বাছাই করে ঋণ মঞ্জুর কমিটির নিকট সুপারিশ করা | ১ | ৫% | ১০ম |
| ইউআরডিও ও ইউসিসি এর চেয়ারম্যান যৌথ স্বাক্ষরে চেকের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করা | ১ | ৫% | ১০ম |
| উপজেলার বিভিন্ন বিভাগের সাথে যোগাযোগ করা | ১ | ৫% | ১০ম |

* একাধিক উত্তর আছে

** % মোট উত্তরদাতার সংখ্যা ২০ এর উপর করা হয়েছে

### কেন্দ্রীয় সমিতির শেয়ার ও সঞ্চয়ের পরিমাণ

জেলাভিত্তিক শেয়ার ও সঞ্চয়ের তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় সমিতিসমূহের গড় শেয়ারের পরিমাণ ২৪,৪৮,৮৭৪/- টাকা এবং তাদের গড় সঞ্চয়ের পরিমাণ হচ্ছে ৪০,১৯,১২৫/- টাকা। নির্বাচিত সমিতিসমূহের আবর্তক ঋণ ও অন্যান্য তহবিলের পরিমাণ হবে ৪,৬০,৮৬,০৫০/- টাকা। উপরের তথ্য থেকে এটি প্রতীয়মান হচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় সমিতিসমূহ আর্থিকভাবে খুবই দুর্বল সংগঠন।

| কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির বর্তমান শেয়ার ও সঞ্চয়ের পরিমাণ (টাকা) | মোট | গড় |
|---|---|---|
| মোট শেয়ার (টাকা) | ৪,৮৯,৭১,৪৮১/২০ | |
| মোট সঞ্চয় (টাকা) | ৮,০৩,৮২,৪৯১/২০ | ৪০,১৯,১২৫/- |
| মোট | ১২,৯৩,৫৩,৯৭২/২ | ৬৪,৬২,৬৯৯/- |
| আবর্তক ঋণ ও অন্যান্য তহবিল | ৯২,১৭,২১,০০০/২০ | ৪,৬০,৮৬,০৫০/- |

### কেন্দ্রীয় সমিতির বর্তমান ঋণ ব্যবস্থাপনার চিত্র

বিভিন্ন জেলার ঋণ কার্যক্রমের তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সুনামগঞ্জ জেলার ঋণের পরিমান সবচেয়ে কম (২২,০৫,০০০/-) এবং অন্যদিকে সবচেয়ে বেশি ঋণের পরিমাণ পাওয়া গেছে যশোর জেলায় যার পরিমাণ হলো ৫০,৫৩,৪৩,০০০/- টাকা। সকল জেলার ঋণের টাকার গড় হচ্ছে ৪,৬০,৮৬,০৫০/- টাকা। অনুরূপভাবে ঋণ আদায়ের চিত্রেও যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান যেমন কুড়িগ্রাম জেলার ঋণ আদায়ের পরিমাণ ১০,৯৯,০০০/- টাকা যা সবচে কম, অন্যদিকে ঋণ আদায়ের পরিমাণ সবচে বেশি হলো যশোর জেলার যার পরিমাণ হলো ৪৩,৪৪,৮২,০০০/- টাকা। সকল জেলার গড় ঋণ আদায়ের পরিমাণ হলো ৩,৯৯,২০,৫৮০/- টাকা। খেলাপি ঋণসহ অনাদায়ি ঋণের পরিমাণ সবচে কম হবিগঞ্জ জেলাতে ৬,২৬,০০০/- টাকা এবং সবচে বেশি অনাদায়ি ঋণের পরিমাণ হচ্ছে ৭,০৮,৫৭,০০০/- এবং গড়ে অনাদায়ি ঋণের পরিমাণ হলো ৬৭,২১,২৫০/- টাকা ।

| কেন্দ্রীয় সমিতির বর্তমান ঋণ ব্যবস্থাপনার চিত্র | মোট | গড় |
|---|---|---|
| সমিতির বর্তমান মোট ঋণ | ৯২,১৭,২১,০০০/২০ | ৪,৬০,৮৬,০৫০/- |
| আদায়কৃত টাকা | ৭৯,৮৪,১১,৬০০/২০ | ৩,৯৯,২০,৫৮০/- |
| আদায়ের হার (পূর্বের ঋণসহ) (%) | ৮৭% | - |
| চলমান অনাদায়ী ও খেলাপী ঋণসহ (টাকা) | ১৩,৪৪,২৫,০০০/২০ | ৬৭.২১.২৫০/- |
| অনাদায়ী হার (%) | ১৪% | - |

**উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির কার্যক্রম ও সেবাসমূহের বর্তমান চিত্র**

ইউসিসিএ'র বর্তমান কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৭৫%) বলেছেন যে, এ সংস্থাটি বিআরডিবি ও অন্যান্য জাতিগঠনমূলক বিভাগের কর্মকর্তাগণ ইউসিসিএ'র প্রশিক্ষক হিসেবে সেবা দেন। ৬৫% (২য় স্থান) উত্তরদাতারা বলেছেন যে, তারা ঋণের পুঁজি গ্রহণ ও এ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে। ৩য় অবস্থানে (৫০%) দেখা যায় যে, বর্তমানে সরকারি সকল সেবা প্রায় বন্ধ বললেই চলে। উত্তরদাতাদের প্রদেয় উত্তরের ক্রমানুসারে ৪র্থ স্থানে (৩৫%) ২টি কার্যক্রমের বিষয়ে উত্তরদাতাগণ মতামত প্রদান করেছেন যেমন বিআরডিবি'র অফিসারগণ ঋণ কার্যক্রমে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করে থাকেন এবং অন্যটি হলো তারা প্রাথমিক সমিতিসমূহ তদারকি ও পরামর্শ সেবা দেন। এর পরেই ৫ম স্থানে অর্থাৎ ২৫% উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, তারা তাদের অধিনস্ত সমিতিগুলোকে সার, বীজ, কীটনাশক ও গাছের চারা বিতরণ করে। ২০% (৬ষ্ঠ স্থান) উত্তরদাতা বলেছেন ২টি কাজের বিষয়ে যেমন বিআরডিবি ও অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তাগণ ইউসিসিএ'র পরিচালনা কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং তারা সেচের জন্য গভীর ও অগভীর নলকূপ সরবরাহ করে থাকেন। উত্তরদাতাদের ক্রমানুযায়ী (৭ম) ১৫% উত্তরদাতা ৫ ধরনের মতামত প্রদান করেছেন, যেমন এজিএম এর সময় উপজেলার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ পরামর্শ দিয়ে থাকেন; এক সময় ব্যাংক ঋণ, আবর্তক ঋণ ও স্যালারি সাপোর্ট পাওয়া যেতো কিন্তু বর্তমানে এ সুবিধাগুলো নাই; সার, বীজ, কীটনাশক প্রদান করত কিন্তু বর্তমানে এ সুবিধাগুলো বন্ধ, সেচের জন্য ডিপ/স্যালো টিউবওয়েল সরবরাহ করত যা বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। ১০% (৮ম স্থান) উত্তরদাতা বলেছেন ২টি সেবার কথা, যেমন পূর্বে প্রশিক্ষণের বাজেট পাওয়া যেত যা বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে না, ইউসিসিএ'র ঋণ বিতরণে আরডিও ও ইউসিসিএ'র যৌথ স্বাক্ষরে ঋণ বিতরণ করা হয়। সবশেষে ৫% (৯ম স্থান) উত্তরদাতাগণ ৩টি উত্তর দিয়েছেন যা হলো: ঋণের টাকা প্রায় ৯০% খেলাপি অবস্থায় রয়েছে, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার জোড়াবাড়ি বিল্ডিং এর মালিকানা দাবি করে এবং ঐ ভবনের টাকা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও ইউআরডিও'র অনুমতি ছাড়া খরচ করা যায় না; ইউসিসিএ'র কার্যক্রম প্রায় বন্ধ; প্রাথমিক সমিতির অডিট, নির্বাচন ও এজিএম এ সহায়তা দিয়ে থাকে।

| সরকারী সেবা গ্রহণ ও বহুমুখী কার্যক্রমসমূহ | মোট | (%) | ক্রমানুসারে |
|---|---|---|---|
| বিআরডিবি ও অন্যাণ্য সংস্থার/বিভাগের কর্মকর্তাগণ ইউসিসিএ'র প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করেন | ১৫ | ৭৫% | ১ম |
| ঋণের পুজি গ্রহন ও কার্যক্রম পরিচালনা/ | ১৩ | ৬৫% | ২য় |
| বর্তমানে সরকারি সকল সেবা প্রায় বন্ধ | ১০ | ৫০% | ৩য় |
| বিআরডিবির অফিসারগণ ঋণ কার্যক্রমে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন | ৭ | ৩৫% | ৪র্থ |
| প্রাথমিক সমিতি তদারকি ও দেখাশোনা/পরামর্শ/হিসাবে সহায়তা করে | ৭ | ৩৫% | ৪র্থ |
| সার, বীজ, কীটনাশক ও গাছের চারা প্রদান /বিতরন | ৫ | ২৫% | ৫ম |
| বিআরডিবি ও অন্যাণ্য সংস্থার/বিভাগের কর্মকর্তাগণ ইউসিসি এর পরিচালনা কমিটির সদস্য | ৪ | ২০% | ৬ষ্ঠ |

| সরকারী সেবা গ্রহণ ও বহুমুখী কার্যক্রমসমূহ | মোট | (%) | ক্রমানুসারে |
|---|---|---|---|
| সেচের জন্য ডিপ টিউবয়েল/ স্যালো টিউবয়েল সরবরাহ | ৪ | ২০% | ৬ষ্ঠ |
| এজিএম-এ উপজেলার বিভিন্ন কর্মকর্তাগণ পরামর্শ দিয়ে থাকেন | ৩ | ১৫% | ৭ম |
| ব্যাংক ঋণ আবর্তক ঋণ ও সেলারি সাপোর্ট পাওয়া যেত | ৩ | ১৫% | ৭ম |
| ব্যাংক ঋণ আবর্তক ঋণ ও সেলারি সাপোর্ট পাওয়া যেত বর্তমানে এই সুবিধাগুলো বন্ধ | ৩ | ১৫% | ৭ম |
| সার, বীজ ও কীটনাশক প্রদান বর্তমানে এই সুবিধাগুলো বন্ধ | ৩ | ১৫% | ৭ম |
| সেচের জন্য ডিপ টিউবয়েল/স্যালো টিউবয়েল সরবরাহ বর্তমানে এই সুবিধাগুলো বন্ধ | ৩ | ১৫% | ৭ম |
| ইউসিসিএ'র ঋণ বিতরণে আরডিও ও ইউসিসিএ'র সভাপতির যৌথ স্বাক্ষরে ঋণ বিতরণ করে | ২ | ১০% | ৮ম |
| পূর্বে প্রশিক্ষণ বাজেট পাওয়া যেত, বর্তমানে পাওয়া যায় না | ২ | ১০% | ৮ম |
| প্রাথমিক সমিতি অডিট, নির্বাচন ও এজিএম এ সহায়তা করে | ১ | ৫% | ৯ম |
| ইউসিসিএ'র কার্যক্রম প্রায় বন্ধ | ১ | ৫% | ৯ম |
| বর্তমানে জনবল না থাকায় কার্যক্রম বন্ধ | ১ | ৫% | ৯ম |
| জোড়াবাড়ি বিল্ডিং এর মালিকানা দাবি করে ঐ ভবনের আয়ের টাকা ইএনও ও ইউআরডিও এর অনুমতি ছাড়া খরচ করা যায় না | ১ | ৫% | ৯ম |
| ঋণের টাকা প্রায় ৯০% খেলাপি অবস্থায় আছে | ১ | ৫% | ৯ম |

* একাধিক উত্তর আছে

** % মোট উত্তরদাতার সংখ্যা ২০ এর উপর করা হয়েছে

**ইউসিসিএ'র মাধ্যমে প্রাথমিক সমিতির প্রশিক্ষণ গ্রহণের ধরণ**

সবচেয়ে প্রথমে (৫০%) উত্তরদাতাগণ বলেছেন যে, প্রশিক্ষণ ফান্ড প্রাপ্তি সাপেক্ষে ৩০ জনের গ্রুপে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। ৩৫% (২য় স্থান) উত্তরদাতা বলেছেন যে, প্রতিটি প্রাথমিক সমিতি হতে ১/২জন করে সদস্য আমন্ত্রণ করে ৪০ জনের গ্রুপ তৈরি করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উত্তরদাতাদের ক্রমানুযায়ী ৩০% (৩য় স্থান) উত্তরদাতারা বলেছেন যে, ইউসিসিএ কৃষি কাজ, সবজি চাষ ও অপ্রধান শস্য উৎপাদন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২৫% (৪র্থ স্থান) উত্তরদাতাগণ ২টি উত্তর দিয়েছেন যা হলো: ইউসিসিএ'র নিজস্ব আয় হতে ২ মাস অন্তর অন্তর কৃষি, স্বাস্থ্য, বিষমুক্ত সবজি চাষ ও আইন বিষয়ক সচেতনতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং এ ক্ষেত্রে তারা আরো বলেন যে, গত ৩/৪ বছর থেকে তাদের কোন প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না। ২০% (৫ম স্থান) উত্তরদাতা বলেছেন যে, ইউসিসিএ উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলার বিভিন্ন কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এর পরেই রয়েছে ১৫% (৬ষ্ঠ) উত্তরদাতা বলেছেন যে, গবাদি পশু পালন ও মোটাতাজাকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকেন। ১০% (৭ম স্থান) উত্তরদাতা বলেন যে, ইউসিসিএ আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং এক্ষেত্রে তারা আরও জানান যে, আরডিও, এআরডিও ও ইউসিসিএ'র সভাপতি মিলে প্রশিক্ষণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সর্বশেষ ৫% (৮ম) বলেছেন যে, প্রশিক্ষণার্থীদের ভাতা ও খাবার দেয়া হয়।

| প্রাথমিক সমিতির সদস্যদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের ধরণসমূহ | মোট | (%) | ক্রমানুসারে |
|---|---|---|---|
| প্রশিক্ষণ ফান্ড প্রাপ্তি সাপেক্ষে ৩০ জনের গ্রুপ করে পর্যায়ক্রমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেয়া হয় | ১০ | ৫০% | ১ম |
| প্রতিটি প্রাথমিক সমিতি হতে ১/২ জন করে সদস্য আমন্ত্র করে ৪০ জনের গ্রুপ তৈরী করে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় | ৭ | ৩৫% | ২য় |
| কৃষি কাজ,সবজি চাষ ও অ-প্রধান শষ্য উৎপাদন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান | ৬ | ৩০% | ৩য় |
| গত ৪/৫ বছর কোন প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না | ৫ | ২৫% | ৪র্থ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ইউসিসি এর নিজস্ব আয় হতে ২ মাস অন্তর অন্তর কৃষি, স্বাস্থ্য, বিষমুক্ত সবজি চাষ ও আইন বিষয়ক সচেতনতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় | ৫ | ২৫% | ৪র্থ |
| ইউএনও, উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলার বিভিন্ন কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন | ৪ | ২০% | ৫ম |
| গবাদিপশু পালন ও মোটাতাজাকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান | ৩ | ১৫% | ৬ষ্ঠ |
| আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান | ২ | ১০% | ৭ম |
| আরডিও,এআরডিও ও ইউসিসি এর সভাপতি মিলে প্রশিক্ষনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় | ২ | ১০% | ৭ম |
| প্রশিক্ষণার্থীদের ভাতা ও খাবার দেয়া হয় | ১ | ৫% | ৮ম |

* একাধিক উত্তর আছে

** % মোট উত্তরদাতার সংখ্যা ২০ এর উপর করা হয়েছে

## ইউসিসিএ'র মাধ্যমে প্রাথমিক সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের সমস্যাসমূহ

প্রাথমিক সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রথমেই (৯০%) উত্তরদাতাগণ যে সমস্যাটির কথা বলেছেন তা হলো প্রয়োজনমতো পর্যাপ্ত ফান্ডের অভাব এবং এখানে বাজেট বরাদ্দ খুবই কম। দ্বিতীয় অবস্থানে (৪০%) উত্তরদাতাগণ যে সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন তা হচ্ছে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় কারিগরি উপকরণ নেই । ৩০% (৩য় স্থানে) উত্তরদাতা ২টি বিষয়ের উল্লেখ করেন যেমন প্রশিক্ষণ ভাতা কম দেয়া হয় এবং অন্যটির হচ্ছে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম কমে গেছে। ২০% (৪র্থ) উত্তর দাতার মতামত হচ্ছে তাদের প্রশিক্ষণের জন্য কোন হল রুম নাই। উত্তরদাতাদের সংখ্যানুসারে ৫ম স্থানে (১৫%) তারা বলেছেন যে, তাদের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নেই। এরপর ১০% (৬ষ্ঠ স্থানে) উত্তরদাতা বলেছেন যে, তাদের প্রশিক্ষণের মেয়াদ খুবই স্বল্প মেয়াদী এ ক্ষেত্রে আরও একটা বিষয়ে মতামত পাওয়া গেছে তা হচ্ছে সবাইকে তারা প্রশিক্ষণ প্রদান করে না। পরিশেষে ৫% (৭ম স্থানন) উত্তরদাতা ২টি সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন তা হলো: প্রশিক্ষণ শেষে সদস্যদের পর্যাপ্ত ঋণ দেয়া হয় না; পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা না পাওয়ায় সদস্যগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহ দেখান না।

| প্রাথমিক সমিতির সদস্যদের প্রশিক্ষণ গ্রহণে সমস্যাসমূহ | মোট | (%) | ক্রমানুসারে |
|---|---|---|---|
| প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত ফান্ডের অভাব/বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয় না | ১৮ | ৯০% | ১ম |
| প্রশিক্ষনের প্রয়োজনীয় কারিগরি উপকরণ নেই/সহায়তা নেই | ৮ | ৪০% | ২য় |
| প্রশিক্ষণ ভাতা কম দেয়া হয় | ৬ | ৩০% | ৩য় |
| প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নেই | ৬ | ৩০% | ৩য় |
| প্রশিক্ষনের জন্য হল কক্ষ নেই | ৪ | ২০% | ৪র্থ |
| আসবাবপত্রের অভাব | ৩ | ১৫% | ৫ম |
| সবাইকে প্রশিক্ষণ দেয়া যায় না | ২ | ১০% | ৬ষ্ঠ |
| প্রশিক্ষনের মেয়াদ খুব কম | ২ | ১০% | ৬ষ্ঠ |
| প্রশিক্ষণ শেষে সদস্যদের পর্যাপ্ত ঋণ দেয়া যায় না | ১ | ৫% | ৭ম |
| পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা না পাওয়ায় সদস্যগণ প্রশিক্ষণ নিতে চায় না | ১ | ৫% | ৭ম |

* একাধিক উত্তর আছে।

** % মোট উত্তরদাতার সংখ্যা ২০ এর উপর করা হয়েছে।

**বর্তমানে ইউসিসিএ'র সমস্যাগুলো**

সবার প্রথমে ৯৫% উত্তরদাতাগণ যে সমস্যার কথা উল্লেখ করেন তা হলো: সমিতির সদস্যদের ঋণ প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত পুঁজি নাই। উত্তরের সংখ্যানুযায়ী (২য় অবস্থানে) ৯০% উত্তরদাতা বলেছেন যে, সমিতির সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় না; প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ফান্ড নাই। ৩য় স্থানে (৮০%) যে উত্তর এসেছে তা হচ্ছে কর্মসূচির বেতন ভাতা রাজস্ব খাত থেকে দেয়া হয় না। ৬৫% (৪র্থ স্থানে) উত্তরদাতা অভিমত দিয়েছেন যে, তাদের প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ উপকরণ নাই। ৬০% (৫ম স্থান) উত্তরদাতা যে ৩টি উত্তর দিয়েছেন তা হচ্ছে: ইউসিসিএ'র ঋণ বিতরণের শর্তাবলি খুবই কঠিন; কর্মচারীদের যাতায়াত ভাতা (টিএ/ডিএ) দেয়া হয় না; স্থায়ী কর্মচারী কম এবং জনবলের অভাবে বিআরডিবি'র অন্য প্রকল্পে মাঠ কর্মীদের দিয়ে ঋণের কিস্তি আদায় করতে হয়। উত্তরের ক্রমানুসারে ৬ষ্ঠ স্থানে (৫৫%) উত্তরদাতারা বলেছেন যে তারা চাহিদামতো ঋণ সুবিধা পান না। এরপর (৭ম অবস্থানে) ৫০% উত্তরদাতারা বলেছেন যে, দলীয় বা গ্রুপ ভিত্তিক ঋণ দেয়া হয় যার ফলে অনেক সমস্যা হয় এবং এ ক্ষেত্রে একক ঋণ দেয়া হয় না। ৪৫% (৮ম) উত্তরদাতারা মত প্রকাশ করেন যে, ইউসিসিএ'র কর্মচারীদের সরকারি স্যালারি সার্পোট বন্ধ করে দেয়ায় ঋণ কার্যক্রমের আয় দিয়ে কর্মচারীদের বেতন দেয়া যাচ্ছে না। ৯ম স্থানে অর্থাৎ ৩৫% উত্তরদাতা ৩টি উত্তর দিয়েছেন যা হলো: বিআরডিবি'র অফিস ভবনগুলো পরিত্যক্ত, জরাজীর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ এবং তাদের নিজস্ব ভবন নাই; প্রাথমিক সমিতিতে দেয়া সুদের হার বেশি; দলীয় ঋণের কারণে একজন সদস্য কিস্তি পরিশোধ না করলে ভালো সদস্যদের পুনরায় ঋণ দেয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। ৩০% (৯ম) উত্তরদাতা অভিমত প্রকাশ করেন যে প্রাথমিক সমিতির নিবন্ধন নিতে হয় সমবায় অধিদপ্তর থেকে এবং এতে অনেক সময় নানা ঝামেলা পোহাতে হয়। এখানে আরও একটি মতামত হলো: ঋণ খেলাপির কারণে ইউসিসিএ'র প্রাথমিক সমিতিগুলো বেশিরভাগ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ২৫% (১১তম) উত্তরদাতারা ৩টি উত্তর দিয়েছেন যা হচ্ছে: ইউসিসিএ'র মাধ্যমে সরকারি কৃষি উপকরণ বা অন্যান্য সাহায্য, সেবা সহায়তা দিতে পারছে না, উর্ধ্বতন অফিস থেকে তদারকির অভাব, নিয়মিত বেতন দিতে না পারায় ইউসিসিএ'র কর্মচারীগণ চাকুরি ছেড়ে চলে যায়। ১২ নং স্থানে (১৫%) উত্তরদাতা বলেন যে, তাদের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নেই। ১০% উত্তরদাতা (১৩তম) মনে করেন যে, বর্তমানে ইউসিসিএ'র কার্যকারী কমিটি না থাকায় কার্যক্রম প্রায় বন্ধ; ইউসিসিএ'র সভাপতিকে উপজেলা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি থেকে বাদ দেয়া হয়েছে ফলে ইউসিসিএ'র সমস্যার কথা বলা যায় না। সবশেষে ৫% (১৪তম) উত্তরদাতারা বলেছেন যে, উপজেলার বিভিন্ন বিভাগ হতে কোন সাহায্য সহযোগিতা পাওয়া যায় না এবং নিয়মিত মাসিক সভা হয় না।

| বর্তমানে ইউসিসিএ'র সমস্যাসমূহ | মোট | (%) | ক্রমানুসারে |
|---|---|---|---|
| ঋণ প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত ফান্ড/পুজি নেই | ১৯ | ৯৫% | ১ম |
| প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না | ১৮ | ৯০% | ২য় |
| প্রশিক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট দেয়া হয় না/ ফান্ড নাই | ১৮ | ৯০% | ২য় |
| কর্মচারিদের বেতন ভাতা রাজস্ব খাত হতে দেয়া হয় না | ১৬ | ৮০% | ৩য় |
| প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ উপকরণ নাই | ১৩ | ৬৫% | ৪র্থ |
| স্থায়ী কর্মচারী/জনবলের অভাব/অন্য কর্মসূচির মাঠকর্মী দিয়ে ঋনের কিস্তি আদায় | ১২ | ৬০% | ৫ম |
| কর্মচারিদের যাতায়াত ভাতা (টিএ,ডিএ) দেয়া হয় না | ১২ | ৬০% | ৫ম |
| ইউসিসিএ'র ঋণ বিতরণের শর্তাবলী খুবই জটিল | ১২ | ৬০% | ৫ম |
| চাহিদামত ঋণ দিতে পারে না | ১১ | ৫৫% | ৬ষ্ঠ |
| গ্রুপ ভিত্তিক ঋণ দেয়া হয়/একক ঋণ দেয়া হয় না | ১০ | ৫০% | ৭ম |
| ইউসিসিএ'র কর্মচারিদের সরকারি সেলারি সাপোর্ট বন্ধ করে দেয়ায় ঋণের আয় দিয়ে | ৯ | ৪৫% | ৮ম |
| পরিত্যাক্ত অফিস ভবন/ঝুকিপূর্ণ/জরাজীর্ণ/ নিজস্ব ভবন নাই | ৭ | ৩৫% | ৯ম |
| প্রাথমিক সমিতিতে দেয়া সুদের হার বেশী | ৭ | ৩৫% | ৯ম |

| বর্তমানে ইউসিসিএ'র সমস্যাসমূহ | মোট | (%) | ক্রমানুসারে |
|---|---|---|---|
| দলীয় ঋণের কারণে কেউ কিস্তি পরিশোধ করতে না পারলে ভালো সদস্যদেরকে পুনরায় ঋণ দিতে পারে না | ৭ | ৩৫% | ৯ম |
| প্রাথমিক সমিতির নিবন্ধন সমবায় হতে নিতে হয় | ৬ | ৩০% | ৯ম |
| ঋণ খেলাপির কারণে ইউসিসি এর প্রাথমিক সমিতিগুলো বেশীর ভাগ বন্ধ হয়ে গেছে | ৬ | ৩০% | ৯ম |
| নিয়মিত বেতন দিতে না পারায় ইউসিসি এর কর্মচারিগণ চাকুরি ছেড়ে চলে যায় | ৫ | ২৫% | ১১তম |
| ইউসিসি এর মাধ্যমে সরকারি কৃষি উপকরণ, সাহায্য সহায়তা দিতে পারে না | ৫ | ২৫% | ১১তম |
| উর্ধতন অফিস থেকে তদারকির অভাব | ৫ | ২৫% | ১১তম |
| ফার্নিচারের অভাব | ৩ | ১৫% | ১২তম |
| বর্তমানে ইউসিসিএ'র কার্যকরী কনিটি না থাকায় কার্যক্রম প্রায় বন্ধ | ২ | ১০% | ১৩ তম |
| ইউসিসিএ'র সভাপতিকে উপজেলা সমন্বয় কমিটি হতে বাদ দেয়া হয়েছে ফলে এর সমস্যার কথা জানানো যায় না | ২ | ১০% | ১৩ তম |
| ইউসিসিএ'র ম্যানেজিং কমিটিকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না | ২ | ১০% | ১৩ তম |
| উপজেলার বিভিন্ন বিভাগ হতে কোন সাহায্য সহযোগিতা পাওয়া যায় না | ১ | ৫% | ১৪তম |
| নিয়মিত মাসিক সভা হয় না | ১ | ৫% | ১৪ তম |

* একাধিক উত্তর আছে

** % মোট উত্তরদাতার সংখ্যা ২০ এর উপর করা হয়েছে।

**উপজেলা কেন্দ্রীয় সমিতির সমস্যা সমাধানের জন্য সুপারিশসমূহ**

উত্তরদাতাদের উত্তর বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, প্রথমেই (৮৫%) উত্তরদাতাগণ ইউসিসিএ'কে শক্তিশালী করার জন্য যে সুপারিশ করেছেন তা হলো: ইউসিসিএ'র কার্যকরী কমিটির সদস্যদের এবং প্রাথমিক সমিতির সদস্যদের নিয়মিত আইজিএ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। ২য় স্থানে অর্থাৎ ৮০% উত্তরদাতা বলেছেন যে, পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করে ঋণের সিলিং (পরিসীমা) বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ৩য় স্থানে অর্থাৎ ৭৫% উত্তরদাতা বলেছেন ২ ধরনের উত্তর। প্রথমটি হচ্ছে ইউসিসিএ'র ঋণ বিতরণের শর্ত সহজ করা প্রয়োজন; ইউসিসিএ'র কর্মচারীদের পূর্বের ন্যায় রাজস্ব বাজেটের মাধ্যমে ৭৫% স্যালারি সার্পোট এর ব্যবস্থা করা। ৭০% অর্থাৎ ৪র্থ স্থানে উত্তরদাতাগণ বলেছেন যে, প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন। ৬৫% (৫ম) উত্তরদাতা অভিমত প্রকাশ করেছেন এই বলে যে, ইউসিসিএ'র প্রাথমিক সমিতির অডিট ও নিবন্ধন সমবায় অধিদপ্তরের মাধ্যমে না করে তা বিআরডিবি'র মাধ্যমে সম্পন্ন করা দরকার। ৬০% (৬ষ্ঠ) উত্তরদাতা বলেছেন যে ইউসিসিএ'র মাঠকর্মীদের যাতায়াত ভাতা (টিএ) বাড়াতে হবে। ৫৫% (৭ম) উত্তরদাতা ও ৪৫% (৮ম) যথাক্রমে মনে করেন যে, সরকারি সংস্থাগুলোর সাথে ইউসিসিএ সমন্বয় করে কাজ করা দরকার এবং তারা জোর দিয়ে বলেন যে, প্রাথমিক সমিতির সুদের হার কমাতে হবে। ৩৫% (১০ম) উত্তরদাতা অভিমত দেন যে, একক উদ্যোক্তা ঋণ বাড়াতে হবে এবং দলীয় ঋণ প্রয়োজনবোধে বন্ধ করতে হবে। ইউসিসিএ'র কর্মচারীদের চাকুরি স্থায়ীকরণ করে তা রাজস্ব বাজেটের আওতায় আনতে হবে। ২৫% উত্তর দাতা (১১তম স্থান) ২টি বিষয়ে মতামত দেন। এগুলো হচ্ছে: ইউসিসিএ'র মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে কৃষি উপকরণসহ সকল সরকারি সাহায্য সহায়তা বিতরণ করা; উপজেলা পরিষদ এবং বিভিন্ন বিভাগে সমন্বয় কমিটিতে ইউসিসিএ'র সদস্যপদ রাখা প্রয়োজন। ২০% (১২তম) উত্তরদাতা ইউসিসিএ'র নিজস্ব ভবন তৈরি করার উপর গরুত্বারোপ করেন। ১৫% (১৩তম) উত্তরদাতা ৩টি উত্তর প্রদান করেছেন যা হলো: ইউসিসি এর কার্যকরী কমিটির মেয়াদ ৩ বছর থেকে ৫ বছর করা প্রয়োজন; সমবায় ভিত্তিক কারিগরি ও আইসিটি প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রাথমিক সমিতির সদস্যদেরকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে; ইউসিসি এর অফিসিয়াল খরচ বিআরডিবি থেকে দেয়া প্রয়োজন।

| সমস্যাগুলো সমাধানের উপায়সমূহ ও অন্যান্য মতামতসমূহ | মোট | (%) | ক্রমানুসারে |
|---|---|---|---|
| ইউসিসিএ'র কার্যকরী কমিটির সদস্যদের এবং প্রাথমিক সমিতির সদস্যদের নিয়মিত আইজিএ প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা | ১৭ | ৮৫% | ১ম |
| পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করে ঋনের সিলিং বৃদ্ধি করা প্রয়োজন | ১৬ | ৮০% | ২য় |
| ইউসিসিএ'র কর্মচারিদের পূর্বের ন্যায় রাজস্ব বাজেটের মাধ্যমে ৭৫% স্যালারি সাপোর্ট এর ব্যবস্থা করা | ১৫ | ৭৫% | ৩য় |
| ইউসিসিএ'র ঋণ বিতরণের শর্তাবলী সহজীকরণ দরকার | ১৫ | ৭৫% | ৩য় |
| প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন | ১৪ | ৭০% | ৪র্থ |
| ইউসিসি এর প্রাথমিক সমিতির অডিট ও নিবন্ধন সমবায়কে না দিয়ে বিআরডিবির মাধ্যমে সম্পন্ন করা দরকার | ১৩ | ৬৫% | ৫ম |
| ইউসিসিএ'র মাঠকর্মীদের যাতায়াত ভাতা/টিএ ডিএ বাড়াতে হবে | ১২ | ৬০% | ৬ষ্ঠ |
| সরকারি সংস্থাগুলোর সাথে ইউসিসিএ'র সমন্বয় করে কাজ করা | ১১ | ৫৫% | ৭ম |
| প্রাথমিক সমিতির সুদের হার কমাতে হবে | ৯ | ৪৫% | ৮ম |
| সরকারিভাবে সমবায় ভিত্তিক পল্লী/ গ্রাম গঠণ করতে হবে | ৭ | ৩৫% | ৯ম |
| ইউসিসিএ'র ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের সম্মানী ভাতা বাড়াতে হবে | ৭ | ৩৫% | ৯ম |
| একক উদ্যোক্তা ঋণ বাড়াতে হবে/দলীয় ঋণ বন্ধ করতে হবে | ৬ | ৩০% | ১০ম |
| প্রাথমিক সমিতির ম্যানেজারদের কমিশন/সম্মানি ভাতা বাড়াতে হবে | ৬ | ৩০% | ১০ম |
| ইউসিসিএ'র কর্মচারিদের চাকুরি স্থায়ীকরণ/রাজস্ব বাজেটের আওতায় আনতে হবে | ৬ | ৩০% | ১০ম |
| ইউসিসিএ'র মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে কৃষি উপকরণসহ সকল সরকারি সাহায্য সহায়তা বিতরণ করা | ৫ | ২৫% | ১১তম |
| উপজেলা পরিষদ এবং বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয় কমিটিতে ইউসিসিএ'র সদস্য পদ রাখতে হবে | ৫ | ২৫% | ১১তম |
| ইউসিসিএ'র নিজস্ব ভবন তৈরী করা প্রয়োজন | ৪ | ২০% | ১২তম |
| ইউসিসিএ'র কার্যকরী কমিটির মেয়াদ ৩ বছর থেকে ৫ বছর করা প্রয়োজন | ৩ | ১৫% | ১৩ তম |
| সমবায় ভিত্তিক কারিগরি ও আইসিটি প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রাথমিক সমিতির সদস্যদেরকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে | ৩ | ১৫% | ১৩ তম |
| ইউসিসিএ'র অফিসিয়াল খরচ বিআরডিবি থেকে দেয়া প্রয়োজন | ৩ | ১৫% | ১৩ তম |

* একাধিক উত্তর আছে।

** % মোট উত্তরদাতার সংখ্যা ২০ এর উপর করা হয়েছে।

### বিআরডিবি'র বিভিন্ন প্রকল্পের কর্মরত কর্মচারিদের মতামতঃ

বিআরডিবি শক্তিশালীকরণ: সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ক গবেষণার জন্য ২০ টি উপজেলার বিআরডিবি-এর বিভিন্ন প্রকল্পের কর্মচারীদের সাথে ৫টি এফজিডি মাধ্যমে (মোট উত্তরদাতার সংখ্যা ৮০জন) সংগঠিত করা হয়। এর মাধ্যমে বিআরডিবি এর বর্তমান সমস্যাবলী এবং সমস্যা উত্তরনের উপায় তুলে ধরা হলো। যা নিম্নরূপঃ

### বিআরডিবি ও ইউসিসিএ কর্মরত কর্মচারিদের বর্তমান সমস্যাসমূহ:

টেবিল-১: বিআরডিবি ও ইউসিসিএ কর্মরত কর্মচারিদের বর্তমান সমস্যাসমূহ কি কি?

| বিআরডিবি ও ইউসিসিএ কর্মরত কর্মচারিদের বর্তমান সমস্যাসমূহ | মোট | (%) | ক্রমস্থান |
|---|---|---|---|
| মউঅ প্রকল্প ছাড়া রাজস্ব বাজেটের কোন মাঠ কর্মী নাই | ৭০ | ৮৮% | ৪র্থ |
| মাঠ কর্মীদের গ্রামে যাওয়ার কোন যাতায়াত ভাতা নাই/ অফিসিয়াল কোন মোটরসাইকেল/যানবাহন নাই। | ৭২ | ৯০% | ৩য় |
| কর্মসূচীর কর্মচারীদের বেতন ভাতার কোন নিশ্চয়তা নাই। | ৭৫ | ৯৪% | ১ম |

| বিআরডিবি ও ইউসিসিএ কর্মরত কর্মচারিদের বর্তমান সমস্যাসমূহ | মোট | (%) | ক্রমস্থান |
|---|---|---|---|
| বিভিন্ন প্রকল্পের ঋণ তহবিল কম থাকায় কর্মচারীরা বেতন হিসেবে সুদের যে ৭.৫% টাকা পায় তা গড়ে মাসে ৮/৯ হাজার টাকার বেশি হয় না। | ৬০ | ৭৫% | ৫ম |
| প্রাকৃতিক দূর্যোগ বা অসচ্ছলতার কারণে যদি ঋনের কিস্তি খেলাপি হয় সে ক্ষেত্রে কর্মচারীদের বেতন দেয়া হয় না। ফলে কর্মচারীরা চাকুরী ছেড়ে চলে যায়। | ৩৫ | ৪৪% | ৯ম |
| মাঠ পর্যায়ে কর্মচারীদের সাকুল্যে বেতন ৭.৫% হিসেবে নির্ধারণ থাকায় বাৎসরিক কোন ইনক্রিমেন্ট দেয়া হয় না। | ৩৮ | ৪৮% | ৮ম |
| কোন সদস্য হঠাৎ মৃত্যুবরণ করলে তার ঋণ মওকুফ দেয়া হয় না। কিন্তু আদায় করতেও সমস্যা হয়। | ৩২ | ৪০% | ১০ম |
| ঋণের সুদের হার বেশী এবং কঠিন শর্তের কারণে সদস্যরা ঋণ নিতে চায় না। | ৪৮ | ৬০% | ৭ম |
| প্রকল্প বা ইউসিসিএ এর কোন কর্মচারী চাকুরী শেষে অবসরে গেলে শুন্যপদে নতুন করে কোন লোক নিয়োগ দেয়া হয় না। ফলে ঐ সমিতিগুলোর দাদনকৃত ঋণ আদায়ে বিলম্ব বা অন্য কর্মসূচীর মাঠকর্মী দিয়ে আদায় করা খুবই কষ্টকর হয়। | ৭৩ | ৯১% | ২য় |
| সমিতির ম্যানেজার ঋনের কমিশন ভাতা নিয়মিত না পাওয়ায় বিআরডিবি এর মাঠকর্মীকে সহযোগিতা করতে চায় না। | ৫২ | ৬৫% | ৬ষ্ঠ |

* একাধিক উত্তর আছে।
** % মোট উত্তরদাতার সংখ্যা ৮০ এর উপর করা হয়েছে।

উল্লিখিত সমস্যাসমূহের মধ্যে কর্মসূচীর কর্মচারীদের বেতন ভাতার কোন নিশ্চয়তা নাই বলে প্রায় ৯৪ শতাংশ কর্মচারী মতামত প্রদান করেছেন এবং প্রকল্প বা ইউসিসিএ এর কোন কর্মচারী চাকুরী শেষে অবসরে গেলে শুন্যপদে নতুন করে কোন লোক নিয়োগ দেয়া হয় না বলে ৯১ শতাংশ কর্মচারী মতামত প্রদান করেছেন। ফলে ঐ সমিতিগুলোর দাদনকৃত ঋণ আদায়ে বিলম্ব বা অন্য কর্মসূচীর মাঠকর্মী দিয়ে আদায় করা খুবই কষ্টকর হয়। ৯০% উত্তরদাতা বলেছেন যে, মাঠ কর্মীদের গ্রামে যাওয়ার কোন যাতায়াত ভাতা নাই/ অফিসিয়াল কোন মোটরসাইকেল/যানবাহন নাই। ৮৮% উত্তরদাতা বলেছেন যে, মউঅ প্রকল্প ছাড়া রাজস্ব বাজেটের কোন মাঠ কর্মী নাই। বিভিন্ন প্রকল্পের ঋণ তহবিল কম থাকায় কর্মচারীরা বেতন হিসেবে সুদের যে ৭.৫% টাকা পায় তা গড়ে মাসে ৮/৯ হাজার টাকার বেশি হয় না বলে ৭৫% কর্মচারী মতামত প্রদান করেছেন। সমিতির ম্যানেজার ঋনের কমিশন ভাতা নিয়মিত না পাওয়ায় বিআরডিবি এর মাঠকর্মীকে সহযোগিতা করতে চায় না বলে ৬৫% কর্মচারী মতামত প্রদান করেছেন। ৬০% উত্তরদাতা বলেছেন যে, ঋণের সুদের হার বেশি এবং কঠিন শর্তের কারণে সদস্যরা ঋণ নিতে চায় না। ৪৮% উত্তরদাতা বলেছেন যে, মাঠ পর্যায়ে কর্মচারীদের সাকুল্যে বেতন ৭.৫% হিসেবে নির্ধারণ থাকায় বাৎসরিক কোন ইনক্রিমেন্ট দেয়া হয় না। ৪৪% উত্তরদাতা বলেছেন যে, প্রাকৃতিক দূর্যোগ বা অসচ্ছলতার কারণে যদি ঋণের কিস্তি খেলাপি হয় সে ক্ষেত্রে কর্মচারীদের বেতন দেয়া হয় না, ফলে কর্মচারীরা চাকুরী ছেড়ে চলে যায়। অন্যদিকে ৪০% উত্তরদাতা বলেছেন যে, কোন সদস্য হঠাৎ মৃত্যুবরণ করলে তার ঋণ মওকুফ দেয়া হয় না, কিন্তু আদায় করতেও সমস্যা হয়।

**বিআরডিবি ও ইউসিসিএ কর্মরত কর্মচারিদের বর্তমান সমস্যাসমূহ হতে উত্তরণের উপায় ও সম্ভাবনাসমূহঃ**

টেবিল-২: বিআরডিবি ও ইউসিসিএ কর্মরত কর্মচারিদের বর্তমান সমস্যাসমূহ হতে উত্তরণের উপায় ও সম্ভাবনা কি কি?

| বিআরডিবি ও ইউসিসিএ কর্মরত কর্মচারিদের বর্তমান সমস্যাসমূহ হতে উত্তরণের উপায় ও সম্ভাবনা | উত্তরদাতার সংখ্যা | (%) | ক্রমস্থান |
|---|---|---|---|
| সকল প্রকল্প এবং ইউসিসিএ এর কর্মচারীদের রাজস্ব বাজেটের আওতায় এনে সরকারি সকল সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করে চাকুরী স্থায়ীকরণ করা হলে কাজের গতি বাড়বে। | ৭৮ | ৯৮% | ১ম |
| মাঠকর্মীদের সরকারী নিয়মে যাতায়াত ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে। | ৭৬ | ৯৫% | ৩য় |
| কর্মসূচির কর্মচারীদের বেতন ভাতার নিশ্চয়তা থাকতে হবে। | ৭৭ | ৯৬% | ২য় |
| ঋণ তহবিল বৃদ্ধির মাধ্যমে সমিতিতে দাদন করা হলে বেশী আয়ের মাধ্যমে কর্মচারীদের বেতনও বৃদ্ধি পাবে। | ৬১ | ৭৬% | ৫ম |
| প্রতি বৎসর অভিজ্ঞতার কারণে বেতন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। | ৫৮ | ৭৩% | ৬ষ্ঠ |
| কু-ঋণ তহবিল হতে মৃত সদস্যদের অনাদায়ী ঋণ সমন্বয় করার সিস্টেম চালু করা যেতে পারে। | ৪১ | ৫১% | ৯ম |
| ঋণের সুদের হার সিঙ্গেল ডিজিটে আনা এবং সহজ শর্তাবলী আরোপ করে ঋণ দেয়া প্রয়োজন। | ৫০ | ৬৩% | ৮ম |
| ইউসিসিএ এর কর্মচারিদের ২০১২ সালের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৭০% হেড অফিস হতে সেলারি সাপোর্ট দিতে হবে। | ৩৮ | ৪৮% | ১০ম |
| কোন কর্মচারি অবসরে যাওয়ার পর সাথে সাথে শূন্যপদ পুরণ করলে সমিতির ঋণ আদায়ে সুবিধা হবে। | ৭১ | ৮৯% | ৪র্থ |
| ঋণের লাভের উপর ম্যানেজার কমিশন নিয়মিত দেয়া হলে বিআরডিবি এর মাঠ কর্মীকে ভালো সহযোগিতা করবে। | ৫৩ | ৬৬% | ৭ম |

* একাধিক উত্তর আছে

** % মোট উত্তরদাতার সংখ্যা ৮০ এর উপর করা হয়েছে

উল্লিখিত পরামর্শসমূহ এর মধ্যে সকল প্রকল্প এবং ইউসিসিএ এর কর্মচারীদের রাজস্ব বাজেটের আওতায় এনে সরকারি সকল সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করে চাকুরী স্থায়ীকরণ করা হলে কাজের গতি বাড়বে বলে ৯৮ শতাংশ কর্মচারী (১ম স্থান) মতামত প্রদান করেছেন। ৯৬% (২য় স্থান) উত্তরদাতা বলেছেন যে, কর্মসূচীর কর্মচারীদের বেতন ভাতার নিশ্চয়তা থাকতে হবে এবং ৯৫% (৩য়) উত্তরদাতা বলেছেন যে, মাঠকর্মীদের সরকারী নিয়মে যাতায়াত ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে। ৮৯% (৪র্থ স্থানে) কোন কর্মচারি অবসরে যাওয়ার পর সাথে সাথে শূন্য পদ পুরণ করলে সমিতির ঋণ আদায়ে সুবিধা হবে বলে। ৭৬% (৫ম) উত্তরদাতা বলেছেন যে, ঋণ তহবিল বৃদ্ধির মাধ্যমে সমিতিতে দাদন করা হলে বেশী আয়ের মাধ্যমে কর্মচারীদের বেতনও বৃদ্ধি পাবে। প্রতি বৎসর অভিজ্ঞতার কারণে বেতন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন বলে ৭৩% (৬ষ্ঠ স্থানে) কর্মচারী মতামত প্রদান করেছেন। ৬৬% (৭ম) উত্তরদাতা বলেছেন যে, ঋণের লাভের উপর ম্যানেজার কমিশন নিয়মিত দেয়া হলে বিআরডিবি এর মাঠ কর্মীকে ভালো সহযোগিতা করবে। ৬৩% (৮ম) উত্তরদাতা বলেছেন যে, ঋণের সুদের হার সিঙ্গেল ডিজিটে আনা এবং সহজ শর্তাবলী আরোপ করে ঋণ দেয়া প্রয়োজন, ঋনের লাভের উপর ম্যানেজার কমিশন নিয়মিত দেয়া হলে বিআরডিবি এর মাঠ কর্মীকে ভালো সহযোগিতা করবে। ৫১% (৯ম) উত্তরদাতা বলেছেন যে, কু-ঋণ তহবিল হতে মৃত সদস্যদের অনাদায়ী ঋণ সমন্বয় করার সিস্টেম চালু করা যেতে পারে। অপরদিকে, ৪৮% (১০ম স্থান) উত্তরদাতা বলেছেন যে, ইউসিসিএ এর কর্মচারিদের ২০১২ সালের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৭০% হেড অফিস হতে সেলারি সাপোর্ট দিতে হবে।

অধ্যায়-৫

## বিআরডিবি সর্ম্পকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও), উপজেলা চেয়ারম্যান এবং ইউপি চেয়ারম্যানের মতামত

### ইউএনও, উপজেলা চেয়ারম্যান এবং ইউপি চেয়ারম্যানের মতামত

বিআরডিবি শক্তিশালীকরণ: সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ক গবেষণার জন্য ২০টি উপজেলার ইউএনও, উপজেলা চেয়ারম্যান এবং ইউপি চেয়ারম্যান-এর সাথে ৪০টি এফজিডি সংগঠিত করা হয়। এর মাধ্যমে বিআরডিবি এর বর্তমান কার্যাবলী এবং সবল, দুর্বল এবং সমস্যাসমুহ উত্তরণের দিকগুলো তুলে ধরা হয়। যা নিম্নরুপ:

**বিআরডিবি এর বর্তমান কার্যাবলী এবং সবল দিকগুলো:**

| বর্তমান কার্যাবলী এবং সবল দিকগুলো | উত্তরদাতার সংখ্যা | (%) | ক্রমধারায় |
|---|---|---|---|
| দরিদ্র জনগণের দোরগোড়ায় গিয়ে সংঘবদ্ধ করে প্রশিক্ষণ প্রদান করে | ২৪ | ৬০% | ৩য় |
| ঋণ প্রদান করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে | ৪০ | ১০০% | ১ম |
| ইউসিসিএ এর কার্যকরী কমিটি গঠন করে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটায় | ৪ | ১০% | ১০ম |
| বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে মহিলাদের আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে সম্পৃক্ত করে | ৮ | ২০% | ৮ম |
| পল্লী উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে | ১২ | ৩০% | ৬ষ্ঠ |
| গ্রামে সংগঠন তৈরি করে জনগণকে একতাবদ্ধ করছে | ২৭ | ৬৮% | ২য় |
| পিআরডিবি-৩ এর মাধ্যমে সংযোগ সড়ক, সেতু, কালভার্ট তৈরি করে | ৪ | ১০% | ১০ম |
| শেয়ার সঞ্চয়ের মাধ্যমে সদস্যদের পুজি গঠণ করে | ২২ | ৫৫% | ৪র্থ |
| তৃনমূল পর্যায়ের লোকদেরকে কাজে সম্পৃক্ত করে | ৪ | ১০% | ১০ম |
| সচেতনতা সৃষ্টি করে/জন সম্পৃক্ততা বাড়ায় | ৯ | ২৩% | ৭ম |
| সুনাম অর্জন করছে | ৭ | ১৮% | ৯ম |
| সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা আছে/বিশ্বস্ততা বেড়েছে | ১৩ | ৩৩% | ৫ম |
| দক্ষ জনবল দিয়ে বিআরডিবি কাজ করছে | ৮ | ২০% | ৮ম |
| দারিদ্র্য বিমোচন করে | ১৩ | ৩৩% | ৫ম |

* একাধিক উত্তর আছে

** % মোট উত্তরদাতার সংখ্যা ৪০ এর উপর করা হয়েছে

বিআরডিবি এর বর্তমান কার্যাবলী ও সবল দিকগুলোর মধ্যে বিআরডিবি ঋণ প্রদান করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে বলে প্রায় শতভাগ (১ম) পরামর্শদাতা মতামত প্রদান করেছেন। ৬৮% (২য় স্থান) উত্তরদাতা বলেছেন যে, গ্রামে সংগঠন তৈরি করে জনগণকে একতাবদ্ধ করেছে। ৬০% (৩য় স্থান) উত্তরদাতা বলেছেন যে, বিআরডিবি দরিদ্র জনগণের দোরগোড়ায় গিয়ে সংঘবদ্ধ করে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। ৫৫% (৪র্থ স্থান) উত্তরদাতা বলেছেন যে, বিআরডিবি শেয়ার সঞ্চয়ের মাধ্যমে সদস্যদের পুজি গঠন করে। ৫ম স্থানে ৩৩% উত্তরদাতাগণ দুটি মতামত দিয়েছেন যথা: সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা আছে/বিশ্বস্ততা বেড়েছে এবং দারিদ্র্য বিমোচন করা। ৬ষ্ঠ স্থানে (৩০%) উত্তরে বলেছেন যে, বিআরডিবি পল্লী উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ২৩% (৭ম স্থান) উত্তরদাতাগণ মতামত দেন যে, বিআরডিবি সচেতনতা সৃষ্টি করে/জন সম্পৃক্ততা বাড়ায়। ২০% (৮ম) স্থানে ২টি মতামত দিয়েছেন তা হলো: দক্ষ জনবল দিয়ে বিআরডিবি কাজ করছে এবং বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে মহিলাদের আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে সম্পৃক্ত করে। ১৮% (৯ম স্থান) উত্তরদাতাগণ বলেছেন যে, সুনাম অর্জন করছে। ১০ম স্থানে (১০%) রয়েছে ৩টি উত্তর যেমন ইউসিসিএ এর কার্যকরী কমিটি গঠন করে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটায়; ইউসিসিএ এর কার্যকরী কমিটি গঠন করে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটায় এবং তৃনমূল পর্যায়ের লোকদেরকে কাজে সম্পৃক্ত করে

**বিআরডিবি এর সমস্যা ও দুর্বল দিকগুলো:**

টেবিল-২ : বিআরডিবি এর সমস্যা ও দূর্বল দিকগুলো কি কি?

**টেবিল-২: বিআরডিবি এর সমস্যা ও দুর্বল দিকগুলো কি কি?**

| বিআরডিবি এর সমস্যা ও দুর্বল দিকগুলো | উত্তরদাতার সংখ্যা | (%) | ক্রমধারা |
|---|---|---|---|
| ঋণ ফান্ড অপর্যাপ্ত/কম/চাহিদামত ঋণ দেয়া হয় না | ২৭ | ৬৮% | ১ম |
| জনবল সংকট | ২৩ | ৫৮% | ২য় |
| পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব | ২৭ | ৬৮% | ১ম |
| কৃষি প্রযুক্তি ও উপকরণ বিআরডিবি এর মাধ্যমে বিতরণ না করা | ৯ | ২৩% | ৫ম |
| ইউসিসিএ ও বিআরডিবি এর মধ্যে সঞ্চয় ও শেয়ারের পরিমাণ কম | ৫ | ১৩% | ৯ম |
| প্রাথমিক সমিতির নিবন্ধন সমবায় অফিস কর্তৃক প্রদান | ৬ | ১৫% | ৮ম |
| ঋণ প্রদানের জটিল প্রক্রিয়া | ৬ | ১৫% | ৮ম |
| ঋণ নিয়ে যথাযথভাবে কাজে না লাগানো | ৫ | ১৩% | ৯ম |
| মাঠ কর্মীদের বেতনের নিশ্চয়তা নাই/কম | ১১ | ২৮% | ৪র্থ |
| প্রচারনার অভাব | ৫ | ১৩% | ৯ম |
| প্রকৃত উপকার ভোগী বাছাই না করা | ২ | ৫% | ১১তম |
| জবাবদিহিতার অভাব | ৮ | ২০% | ৬ষ্ঠ |
| সুদের হার বেশি | ৪ | ১০% | ১০ম |
| কাজের তদারকির অভাব | ৭ | ১৮% | ৭ম |
| ইউসিসিএ এর কমিটির স্বচ্ছতার অভাব | ৯ | ২৩% | ৫ম |
| কিস্তির টাকা আত্মসাৎ | ১১ | ২৮% | ৪র্থ |
| বিআরডিবি এর বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে কখনো ইউএনও, উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন চেয়ারম্যাদেরকে অবগত করা হয় না ফলে তাঁরা কার্যক্রম সর্ম্পকে কিছুই বলতে পারে না/জানে না | ১২ | ৩০% | ৩য় |

* একাধিক উত্তর আছে

** % মোট উত্তরদাতার সংখ্যা ৪০ এর উপর করা হয়েছে

উল্লিখিত সমস্যাগুলোর মধ্যে ঋণ ফান্ড অপর্যাপ্ত/কম/চাহিদামত ঋণ দেয়া হয় না, পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব বিআরডিবি-এর প্রধান সমস্যা এবং দুর্বলতা বলে ৬৮ (১ম স্থান) শতাংশ উত্তরদাতা মতামত প্রদান করেছেন। জনবল সংকট বিআরডিবি এর অন্যতম দ্বিতীয় প্রধান সমস্যা মনে করেন ৫৮% (২য় স্থান) উত্তরদাতা । ৩০% (৩য় স্থান) উত্তরদাতা বলেছেন যে, বিআরডিবি এর বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে কখনো ইউএনও, উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন চেয়ারম্যানদেরকে অবগত করা হয় না ফলে তাঁরা কার্যক্রম সর্ম্পকে কিছুই বলতে পারে না/জানে না। ক্রমতালিকায় ৪র্থ স্থানে অর্থাৎ ২৮% রয়েছে ২টি উত্তর যা হলো: কিস্তির টাকা আত্মসাৎ; মাঠ কর্মীদের বেতনের নিশ্চয়তা নাই/কম। ৩০% (৫ম স্থান) উত্তরদাতা বলেছেন ২টি উত্তর যথাক্রমে, ইউসিসিএ এর কমিটির স্বচ্ছতার অভাব; কৃষি প্রযুক্তি ও উপকরণ বিআরডিবি এর মাধ্যমে বিতরণ না করা। ২০% অর্থাৎ ৬ষ্ঠ স্থানে রয়েছে জবাবদিহিতার অভাব। ১৮% (৭ম স্থান) উত্তরদাতা বলেছেন কাজের তদারকির অভাব এবং ১৫% (৮ম) উত্তরদাতা মনে করেনে যে, প্রাথমিক সমিতির নিবন্ধন সমবায় অফিস কর্তৃক প্রদান করা হয়। ১৩% (৯ম স্থান) উত্তরদাতা বলেছেন ৩টি উত্তর যথাক্রমে, প্রচারনার অভাব; ঋণ নিয়ে যথাযথভাবে কাজে না লাগানো; ইউসিসিএ ও বিআরডিবি এর মধ্যে সঞ্চয় ও শেয়ারের পরিমাণ কম। ক্রম ধারার ১০% অর্থাৎ (১০ম স্থান) সুদের হার বেশি এবং এবং ৫% (১১তম স্থান) প্রকৃত উপকার ভোগী বাছাই না করা

**বিআরডিবি এর সম্ভাবনা/শক্তিশালীকরণের ক্ষেত্রে সুপারিশসমূহঃ**

**বিআরডিবি এর সম্ভাবনা/শক্তিশালীকরণের ক্ষেত্রে সুপারিশগুলো কী কী ?**

| সম্ভাবনা/শক্তিশালীকরণের ক্ষেত্রে সুপারিশগুলো | উত্তরদাতার সংখ্যা | (%) | ক্রমধারা |
|---|---|---|---|
| তৃনমূল পর্যায়ের লোকজনকে সমাজের মূল ধারায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সংঘবদ্ধ করে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারে | ৫ | ১৩% | ১৩তম |
| নিয়মিত তদারকি করে সমিতিগুলি সচল করা যেতে পারে | ১৭ | ৪৩% | ৪র্থ |
| সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী জনবল নিয়োগ দিলে মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে সুবিধা হবে | ২৬ | ৬৫% | ৩য় |
| ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে মুখ্য ভূমিকা রাখতে পারে | ১২ | ৩০% | ৭ম |
| প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরী করতে পারে | ৩৫ | ৮৮% | ২য় |
| নিয়মিত শেয়ার সঞ্চয় জমা করে পুঁজি গঠন করতে পারে | ১৫ | ৩৮% | ৬ষ্ঠ |
| দল/সমিতিগুলো চালু রেখে বেকারদের স্বাবলম্বী করা যেতে পারে | ৪ | ১০% | ১৪তম |
| জিডিপিতে ভূমিকা রাখতে পারে | ৭ | ১৮% | ১১তম |
| বড় ধরনের উৎপাদনমুখী প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব | ৯ | ২৩% | ৯ম |
| চাহিদামত ঋণ দিয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে | ৩৮ | ৯৫% | ১ম |
| পিআরডিবি-৩ এর মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন করতে পারে | ১০ | ২৫% | ৮ম |
| গ্রামকে শহরে রুপান্তরে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে | ৪ | ১০% | ১৪তম |
| ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও উপজেলা চেয়ারম্যানদের সম্পৃক্ত করে কাজের গতি বাড়ানো সম্ভব | ৪ | ১০% | ১৪তম |
| প্রাথমিক সমিতিতে কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে | ৬ | ১৫% | ১২তম |
| ইউসিসিএ এর কমিটির সদস্যদের সম্মানী ভাতা বাড়ানো দরকার | ৪ | ১০% | ১৪তম |
| ঋণ প্রদানের পূর্বে সঠিকভাবে যাচাই বাছাই করা দরকার | ৫ | ১৩% | ১৩তম |
| প্রচারণা বাড়ানো দরকার | ১৬ | ৪০% | ৫ম |
| ইউসিসিএ এর কমিটির স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে | ৫ | ১৩% | ১৩তম |
| কর্মচারিদের রাজস্ব বাজেটভূক্ত করতে হবে | ১৬ | ৪০% | ৫ম |
| সুদের হার কমাতে হবে | ৪ | ১০% | ১৪তম |
| প্রযুক্তি নির্ভর অফিস ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা দরকার | ৪ | ১০% | ১৪তম |
| ঋণ প্রদান রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখতে হবে | ৮ | ২০% | ১০ম |
| সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা দরকার | ৬ | ১৫% | ১২তম |
| নিয়মিত সভা ও উঠান বৈঠক করে জন সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারে | ২ | ৫% | ১৪তম |

* একাধিক উত্তর আছে

** % মোট উত্তরদাতার সংখ্যা ৪০ এর উপর করা হয়েছে

উল্লিখিত সমস্যাগুলোর মধ্যে ৯৫% (১ম স্থান) উত্তরদাতা মতামত প্রদান করেছেন যে, চাহিদামত ঋণ দিয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। ৮৮% (২য় স্থান) উত্তরদাতা বলেছেন যে, প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরী করতে পারে। ৬৫% (৩য় স্থান) উত্তরদাতা বলেছেন যে, সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী জনবল নিয়োগ দিলে মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে সুবিধা হবে। ক্রমতালিকায় ৪র্থ স্থানে অর্থাৎ ৪৩% উত্তরদাতা মতামত দিয়েছেন যে, নিয়মিত তদারকি করে সমিতিগুলি সচল করা যেতে পারে। ৪০% (৫ম স্থান) উত্তরদাতা বলেছেন ২টি উত্তর যথাক্রমে, কর্মচারিদের রাজস্ব বাজেটভূক্ত করতে হবে; প্রচারণা বাড়ানো দরকার। ক্রমতালিকার ৬ষ্ঠ স্থানে রয়েছে নিয়মিত শেয়ার সঞ্চয় জমা করে পুঁজি গঠন করতে পারে। ৩০% (৭ম স্থান) উত্তরদাতা বলেছেন ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে

মুখ্য ভূমিকা রাখতে পারে এবং ২৫% (৮ম স্থান) উত্তরদাতা বলেছেন, পিআরডিবি-৩ এর মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন করতে পারে। ২৩% (৯ম স্থান) উত্তরদাতা বলেছেন বড় ধরনের উৎপাদনমুখী প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব; ২০% (১০ম স্থান) উত্তরদাতা বলেছেন, ঋণ প্রদান রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখতে হবে এবং ১৮% (১১তম স্থান) উত্তরদাতা বলেছেন জিডিপিতে ভূমিকা রাখতে পারে। ১৫% (১২তম স্থান) উত্তরদাতা বলেছেন ২টি উত্তর যথাক্রমে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা দরকার; প্রাথমিক সমিতিতে কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে। ১৩% (১৩তম স্থান) উত্তরদাতা বলেছেন ৩টি উত্তর যথাক্রমে ঋণ প্রদানের পূর্বে সঠিকভাবে যাচাই বাছাই করা দরকার; তৃনমূল পর্যায়ের লোকজনকে সমাজের মূল ধারায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সংঘবদ্ধ করে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারে; ইউসিসিএ এর কমিটির স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। ১০% (১৪তম স্থান) উত্তরদাতাগণ বলেছেন ৬টি উত্তর যথাক্রমে: গ্রামকে শহরে রুপান্তরে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে;ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও উপজেলা চেয়ারম্যানদের সম্পৃক্ত করে কাজের গতি বাড়ানো সম্ভব;সুদের হার কমাতে হবে;প্রযুক্তি নির্ভর অফিস ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা দরকার;ইউসিসিএ এর কমিটির সদস্যদের সম্মানী ভাতা বাড়ানো দরকার;দল/সমিতিগুলো চালু রেখে বেকারদের স্বাবলম্বী করা যেতে পারে। ক্রমধারায় সবশেষ ৫% অর্থাৎ (১৪তম স্থান) উত্তরদাতা বলেছেন নিয়মিত সভা ও উঠান বৈঠক করে জন সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারে।

## অধ্যায়-৬

## গবেষকদের মাঠ পর্যায়ের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন

### বিভাগ-সিলেট
### জেলা- সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ
### উপজেলা- দিরাই, জগন্নাথপুর, বানিয়াচং ও মাধবপুর

### ১। সাংগঠনিক কাঠামোগত সমস্যা ও জনবলের অপ্রতুলতা

দিরাই, জগন্নাথপুর, বানিয়াচং উপজেলায় বিআরডিবি-এর সাংগঠনিক কাঠামোর চিত্র প্রায় একইরুপ দেখা যায়। যেখানে দিরাই উপজেলায় বিআরডিবি এর স্থায়ী কোন কর্মকর্তা বর্তমানে নাই। একজন ইউআরডিও এবং একজন হিসাব রক্ষক-একই সাথে দিরাই এবং জগন্নাথপুর উপজেলায় দায়িত্ব পালন করছেন। দিরাই উপজেলায় ইউসিসিএ এর ০১ জন অফিস সহকারী এবং ০১ জন অফিস সহায়ক আছে। সদাবিকের কোন কর্মচারী নাই এবং পল্লী প্রগতির কোন কর্মচারী নাই। পদাবিকের (প্রকল্পের) ০৬ জন মাঠ সংগঠক আছে তাদের দিয়ে প্রাথমিক সমিতি ও দলের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। জগন্নাথপুর উপজেলায় ইউসিসিএ এর ০১ জন অফিস সহায়ক আছে যাকে দিয়ে ইউসিসিএ এর প্রাথমিক সমিতির খেলাপী ঋণ আদায়ের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। নতুন কোন ঋণ দেয়া হয় না এবং তারই স্ত্রী সদাবিক কর্মসূচীর মাঠ কর্মী হিসাবে কাজ করে। অন্য কোন কর্মচারী ও কর্মকর্তা এই উপজেলায় নাই। ফলে জগন্নাথপুর উপজেলার বিআরডিবি এবং বিভিন্ন প্রকল্পের অবস্থা খুবই নাজুক। এ ছাড়া দিরাই উপজেলায় ইউসিসিএ এর ২০০১ থেকে কোন ম্যানেজিং কমিটি নাই। ইউআরডিও'র তথ্য মতে এই উপজেলায় ১২৫টি কেএসএস সমিতি আছে। তন্মধ্যে চলমান- ১২টি, ঋণ খেলাপী- ২৬টি এবং কার্যক্রম বন্ধ-৮৭টি মোট ১২৫টি সমিতি। নেতৃত্বের কোন্দলের কারণে ম্যানেজিং কমিটি নাই। ২০০১ সালে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি পদে ০৫জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। ০১ জন হেরে যাওয়ার ভয়ে ষড়যন্ত্র করে ০৩ জনের স্বাক্ষর নিয়ে নির্বাচন বন্ধ রাখার জন্য নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সভাপতির (এসি ল্যান্ড) নিকট দরখাস্ত করে। দরখাস্তে উল্লেখ করে পূর্বের সভাপতি বৈধ সদস্য নয়। এতে নির্বাচন কমিশিন ইলেকশন স্থগিত করে দেয়। এই দিকে পূর্বের সভাপতি বৈধ দাবি করে হাইকোর্টে মামলা করে। মামলা এখনও চলমান কোন রায় হয় নাই। তবে বানিয়াচং এবং মাধবপুর উপজেলার সাংগঠনিক কাঠামো দিরাই এবং জগন্নাথপুর উপজেলা থেকে ভালো। বানিয়াচং এবং মাধবপুর উপজেলায় বিআরডিবি'র ইউআরডিও এবং এআরডিও পদের কর্মকর্তা থাকলেও হিসাবরক্ষক নাই। এআরডিও সাহেব হিসাবরক্ষকের কাজগুলি করে থাকেন। পল্লী প্রগতি, সদাবিক ও ইউসিসিএ এর মাঠ কর্মী নাই। মউঅ প্রকল্পের ০৩ জন মাঠ কর্মী এবং ০১ জন অফিস সহায়ক কাজ করেন।

### ২। ঋণ কার্যক্রম ও ঋণ আদায়ে সচ্ছতার অভাব

মাধবপুর উপজেলা ব্যতীত অন্য তিনটি উপজেলা তথা দিরাই, জগন্নাথপুর ও বানিয়াচং উপজেলায় ঋণ আদায় এবং ঋণ আদায়ে স্বচ্ছতার মারাত্মক বিপর্যয় পরিলক্ষিত হয়। দিরাই উপজেলায় ইউসিসিএ এর নিজস্ব পরিদর্শক না থাকায় অন্য কর্মসূচীর মাঠকর্মী দিয়ে কাজ করানোর ফলে ঋণ আদায় ও বিতরণে সমস্যা হচ্ছে। ২০১০ সাল হতে ২০২৩ পর্যন্ত ইউসিসি এর ঋণ বিতরণে ও আদায়ের ক্ষেত্রে সর্বশেষ অবস্থা দেখা যায় যে, সমিতির সদস্যদের নিকট ঋণের টাকা পাওনা ৫৩.৮২ লক্ষ টাকা। একইভাবে পল্লী প্রগতির মাঠ কর্মী না থাকায় গত ১৩ বৎসর কোন ঋণ বিতরণ করা হয় না। পদাবিকের মাঠ কর্মী দিয়ে শুধু কিছু কিছু ঋণ আদায় করে। তথাপি গত ২০১৮ সালের পর কার্যক্রম একদম বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু অফিসিয়াল হিসাবে দেখা যায় এখনও মাঠে ৪.৫৬ লক্ষ টাক খেলাপী ঋণ আছে। দিরাই উপজেলায় স্থায়ীভাবে কোন হিসাব রক্ষক না থাকায় তার মতে ঋণ দাদন এবং আদায়কৃত টাকার সঠিক হিসাব রেজিস্ট্রি কোন খাতায় লেখা হয় না। প্রকৃতপক্ষে আদায়কৃত ঋণের লাভের হার ১১% এবং উক্ত ১১% সেবা সার্ভিস চার্জ এর মধ্য থেকে (৭.৫%) টাকা তারা বেতন নেয়ার কথা কিন্তু কর্মচারীরা যে টাকা আদায় করে তা বেতন হিসাবে নিজেদের কাছে রেখে দেয়। জগন্নাথপুর উপজেলায় ০১ জন অফিস সহায়ক দিয়ে ইউসিসিএ এর প্রাথমিক সমিতির ঋণ আদায় করা হচ্ছে। কত আদায় করেছে, কত টাকা অফিসে জমা দিয়েছে তার সঠিক হিসাব নাই । জগন্নাথপুর উপজেলার পল্লী প্রগতি প্রকল্প স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। গত ১৩ বৎসর অর্থ্যাৎ ২০১০

সালের পর কোন কার্যক্রম চলে না, মাঠে বকেয়া ঋণ খেলাপী আছে ৭,৩৮,৪১৭/- টাকা। বানিয়াচং উপজেলায় মউঅ প্রকল্পের মাঠ কর্মীদের দিয়ে অন্যান্য প্রকল্পের এবং ইউসিসিএ এর বিতরণকৃত ঋণগুলি আদায়ের জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তবে এর মধ্যে ইউসিসিএ র আবর্তক এবং পল্লী প্রগতি প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। মউঅ ছাড়া অন্য কোন কর্মসূচিতে নতুন ঋণ দীর্ঘদিন যাবৎ দেয়া হয় না। এখানে মউঅ- এর কার্যক্রম তুলনামূলকভাবে ভালো। অপরদিকে, ঋণ আদায়ে মাধবপুর উপজেলায় ভিন্নরূপ পরিলক্ষিত হয় যেখানে ইউসিসিএ এর বর্তমান শেয়ার ২৯.৫৫ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় ৫৬.৮৪ লক্ষ টাকা। বর্তমান মূলধন প্রায় ৮৪.১৩ লক্ষ টাকা। এই উপজেলায় ইউসিসিএ এর বিতরণকৃত টাকার ১০০% আদায় হয়েছে। মউঅ প্রকল্পভুক্ত সমিতিটি ১৯৯৫ সালে গঠিত হয়। প্রথম গঠনের সময় ২৮জন সদস্য ছিল। বর্তমানে ২৭জন সদস্য। ০১জন অন্যত্র চলে গেছে। সমিতিতে শেয়ার সঞ্চয় মোট ৯,৮৪,৫৭৫/- টাকা। ইহা ভালো একটি সমিতি। তাদের পাশ বই চেক করে দেখা যায় যে, তাদের হিসাব নিকাশ সব ঠিক মত লিপিবদ্ধ হয়। সঞ্চয়ের উপর লাভও দেয়া হয় এবং তা লিপিবদ্ধ আছে। ১ম ঋনের ২০% সঞ্চয় হিসেবে জমা থাকলে ২৫০০০ টাকা থেকে ঋণ শুরু হয়। এই ভাবে ঋনের ২৫% হারে বৃদ্ধি করে ধাপে ধাপে ঋণ বৃদ্ধি করা হয়।

### ৩। ঋণ আদায়ে জবাবদিহিতার অভাব

দিরাই, জগন্নাথপুর এবং বানিয়াচং উপজেলায় ঋণ আদায়ে জবাবদিহিতার অভাব দেখা যায়। প্রায় তিনটি উপজেলায় সদাবিকের নিজস্ব মাঠকর্মীরা ঋণ দাদন করে কিছু কিছু ঋণ আদায় করে, বেতন হিসাবে টাকা খরচ করে, চাকুরী ছেড়ে চলে যায়। ফলে অন্য কর্মসূচীর মাঠ কর্মীরা ঐ সমিতিতে ঋণ আদায়ের জন্য গেলে সদস্যরা বলে পূর্বের মাঠ কর্মী টাকা নিয়ে গেছে। মাঠ কর্মীরা পুরাতন খেলাপী হওয়া দল বা সমিতি থেকে ঋণ আদায় করে কিন্তু এর সঠিক হিসাব অফিসে না দিয়ে খেলাপী সমিতি বলে প্রচার চালায়। ০১জন হিসাব রক্ষক ০৫টি উপজেলার দায়িত্বে আছে তার পক্ষে সঠিক হিসাব রাখা কখনও সম্ভব নয়, এমনকি প্রতিদিন সে অফিস করে না। ১০/১২ দিন পর পর ০১ বার অফিসে আসে। মাঠ কর্মীদের বদলির সিস্টেম না থাকায় তারাও অফিসে আসে না। কেবল কিস্তি আদায়ের জন্য গ্রামে যাওয়ার অজুহাত দেখায়। নিয়ম অনুযায়ী ইউসিসিএ এর অফিস সহায়ক বেতন পাবার কথা আদায়কৃত ঋণের ১১% সুদের মধ্যে (সাড়ে ৭%) টাকা এবং ইউসিসিএ এর শেয়ার সঞ্চয়ের এফডিআর এর ৬% লাভের ৩% লাভের ০১টি অংশ। কিন্তু জগন্নাথপুর উপজেলায় ২০১৮ সালের পর কোন ঋণ ইউসিসিএ থেকে প্রাথমিক সমিতিতে বিতরণ না করে শুধু পূর্ব ঋণ কিছু কিছু আদায় করে। এখনও ২.৮৭ লক্ষ টাকা খেলাপী ঋণ সদস্যদের নিকট পাওনা। ২০২৩ সালে জগন্নাথপুর উপজেলার ইউসিসিএ এর একজন অফিস সহায়ক মাত্র ১৭,৫০০/- টাকা সমিতি থেকে ঋণ আদায় করে ২০২৩ সালে বেতন নিয়েছে ১,৮৯,৯৯০/- টাকা। তার স্ত্রী সদাবিকের ১জন মাঠকর্মী গত ১ বৎসরে বেতন নিয়োছে ৭০,১৫০/- টাকা, কিন্তু ২০২৩ সালে সে মোট আদায় করেছে ৩,৮১,৭৯০/- টাকা (সাড়ে ৭%) হিসাবে সে পাবে সর্বোচ্চ ২২,০০০ টাকা।

### ৪। প্রকল্পের মাঠ কর্মীদের বেতন-ভাতা প্রদান

মউঅ প্রকল্পের মাঠ কর্মীরা ঋণ কম আদায় করলেও রেভিনিউ থেকে বেতন পায় অথচ একই কাজ করে অন্য প্রকল্পের মাঠ কর্মীরা আয়ের থেকে বেতন নিতে হয়। ইউসিসিএ এর কর্মচারীদের পূর্বে সেলারী সাপোর্ট হিসাবে বেতনের ৭০% হেড অফিস থেকে দেয়া হত তাও গত ৪/৫ বৎসর বন্ধ হয়ে যায়। ফলে এখন নিয়মিত বেতন পায় না এবং বেতন পেলেও তার হিসাবে খুবই নগন্য।

### ৫। ইউসিসিএ এর নিজস্ব স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি

দিরাই উপজেলায় ইউসিসিএ ১৩৭ শতাংশ নিজস্ব ক্রয়কৃত জায়গার মধ্যে বিআরডিবি ভবনটি অবস্থিত। তাছাড়া ১৫ শতাংশ জায়গা ইউএনও স্যার একজন লোক হিন্দু থেকে মুসলমান হয়েছে তার নামে বন্দোবস্ত দিয়েছে। অথচ এই জায়গার মালিক ইউসিসিএ। উক্ত জায়গা নিয়ে হাইকোর্টে মামলা চলমান আছে। এই জায়গার ৪০ শতাংশে একটি পুকুর আছে। পুকুরটি লীজ দিয়ে প্রতি বছর ২৫,০০০/- টাকা আয় হয়। তবে বানিয়াচং উপজেলায় ইউসিসিএ এর বর্তমান শেয়ার সঞ্চয়ের মূলধন মোট ১৫.২০ লক্ষ টাকা। ইউসিসিএ এর সম্পদের মধ্যে আছে হাওরের মধ্যখানে ৩০ শতক জমি যা ঋণ খেলাপীদের নিকট থেকে দলিল মূলে মালিকানা পায় এবং এই সম্পত্তির বর্তমান মূল্য ৫,০০,০০০.০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা হবে। অফিস কক্ষে ২/৩টি

স্টীলের আলমারি ছাড়া আর কোন সম্পদ নাই। অপরদিকে, মাধবপুর উপজেলার ইউসিসিএ এর নামে ০২টি বিল্ডিং আছে যার বর্তমান মূল্য ৮ কোট টাকা। কিন্তু বিআরডিবি-২ নামে প্রকল্পের অফিস হিসাবে এই বিল্ডিং কিছুদিন ব্যবহার করার পর, এখন তারা এই বিল্ডিংগুলি নিজেদের বলে দাবি করে। এক সময়ে এই বিল্ডিংগুলো থেকে ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত আয় ইউসিসিএ-তে জমা হত কিন্তু এখন ইউসিসিএ এর ফান্ডে জমা হয় না। এই টাকা খরচ করতে ইউএনও এবং ইউআরডিও এর অনুমতি নিতে হয় এবং তাদের নামে একাউন্ট খোলা হয়েছে।

**৬। প্রকল্পভুক্ত সমিতিগুলোর বর্তমান অবস্থা**

দিরাই উপজেলার ইউসিসিএ ২০০৪ সালে সরকার হতে আবর্তক ফান্ড হিসেবে ৫৯,৯৫,০০০/- টাকা পায়। আর তাদের নিজস্ব মূলধন (শেয়ার আমানত+সঞ্চয়) মোট ৫১,১৩,০০০/- টাকা আছে। এই আবর্তক টাকা হতে সমিতিগুলোকে চাহিদামত ঋণ দিতে না পারায় পূর্বে সোনালী ব্যাংকে (১৫%+ সার্ভিস চার্জ্য ৩%) ১৮% হারে ঋণ বিতরণ করত। এলাকাটি নিম্নাঞ্চল বিধায় বন্যা ও প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে ঋণের কিস্তি সময়মত দিতে পারে না। তাছাড়া ঋণের সমিতির ১১% সহ ব্যাংকের ১৮% সুদ দিতে তাদের খুব কষ্ট হয়। ব্যাংকের সুদের হার বেশী তাই ব্যাংক থেকে আর ঋণ নিতে চায় না। আর ইউসিসিএ এর আবর্তক ফান্ড কম হওয়ায় চাহিদামত ঋণ দিতে পারে না। তাই সমিতিগুলো তাদের কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে। আনোয়ারপুর বিত্তহীন পুরুষ সমবায় সমিতিটি ১৯৮৫ সালে ২০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। ২০০৯ সালে সর্বশেষ ঋণ দেয় হয়। ২০১০ সাল হতে দলটিতে নতুন ঋণ দেয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। জগন্নাথপুর উপজেলাধীন পূর্ব শাহপুর মহিলা বিত্তহীন সদাবিক দলটি ২০০৯ সালে গঠিত হয়। দলটি গঠনের সময় ৩০জন সদস্য ছিল, বর্তমানে দলটির সদস্য সংখ্যা একই। খেলাপি ঋণের কারণে বর্তমানে দলটিতে ঋণ দেয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। পূর্ব তেহরী কৃষক সমবায় সমিতিটি ৩৩ জন সদস্য নিয়ে ১৯৮৪ সালে গঠিত হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ১৬ জন। সমিতিটিতে বর্তমানে নতুন ঋণ দেয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। অপরদিকে, বানিয়াচং উপজেলাধীন দক্ষিণপূর্ব যাত্রাবাস পুরুষ সদাবিক দলটি ২০০৭ সালে ১৮ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয় এবং উক্ত বছরেই প্রথমবার ঋণ দেয়া হয়। খেলাপী ঋণের কারণে দলটিতে আর নতুন করে ঋণ প্রদান বন্ধ করে দেওয়া হয়। বানিয়াং উপজেলাধীন মজলিশপুর মহিলা সমবায় সমিতিটি ১৭জন সদস্য নিয়ে ২০২১ সালে গঠিত হয়। বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ২১ জন। প্রতিষ্ঠার পর সমিতিটি-তে মাত্র ২ বার সদস্যদের মধ্যে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এ সমিতিতে ঋণ খেলাপী না থাকায় এটি একটি সুশঙ্খল ভালো মানের সমিতি।

## বিভাগ- রাজশাহী
## জেলা- বগুড়া ও নওগা
## উপজেলা- নন্দীগ্রাম,গাবতলী, পত্নীতলা ও সাপাহার

**১। জনবল সংকট**

বিআরডিবি-এর জেলা পর্যায়ে রাজস্ব বেতনভুক্ত পদবী সংখ্যা যথেষ্ঠ হলেও উপজেলা পর্যায়ে পদ সংখ্যার চাহিদা রয়েছে। আবার জেলা পর্যায়ে ৯টি পদ থাকলেও সিংহভাগ শূন্যপদ রয়েছে। যেমন- নওগা জেলার বিআরডিবি-এর জেলা পর্যায়ে জনশক্তি- ডিডি-১ জন, ডিপিডি-১ জন, হিসাব রক্ষণ-১ জন, হিসাব সহকারী-১ জন, অফিস সহকারী-১ জন, অফিস সহায়ক-২ জন, গাড়ীর ড্রাইভার- ১ জন, নৈশ্য প্রহরী- ১ জন । মোট= ৯ জন কিন্তু কর্মে নিয়োজিত আছে ৫ জন। শূন্যপদ আছে- অফিস সহায়ক-২ জন, হিসাব সহকারী-১ জন, অফিস সহকারী-১ জন। বিপরীতে, গাবতলী উপজেলায় ইউআরডিও-১ জন, এআরডিও- ১ জন এবং হিসাব রক্ষক- ১ জন। মাত্র ৩ জন কর্মকর্তা নিয়ে বহুমুখী প্রকল্পের ঋণ আদান-প্রদানে কাজ করতে হয়। নন্দীগ্রাম উপজেলা পর্যায়ের জনবল কাঠামো অনুযায়ী ০১ জন ইউআরডিও, ০১জন হিসাব সহকারী, পরিদর্শক ০৬জন, অফিস সহায়ক ০১জন, সদাবিক প্রকল্পের ০৩জন। পল্লী প্রগতি প্রকল্পের ০১জন জনবল কম আছে। কাঠামো অনুযায়ী জনবল না থাকায় অফিস এবং মাঠ পর্যায়ে কাজ করা খুব কঠিন।

### ২। ঋণ প্রদান

ঋণ প্রদান (ঋণ প্রদান করা হয় কৃষি ভিত্তিক কাজে যেমন মাছ চাষ, আমন, আউস ও বোরো ধান চাষ, গরু মোটাতাজাকরণ ইত্যাদি এবং অপ্রদান কৃষি যেমন- তেল জাতীয়, ডাল, মসলা জাতীয় শস্য উৎপাদনে। এটি দুইভাবে প্রদান করা হয়, একটি প্রাথমিক সমিতির গঠনের মাধ্যমে যেখানে বিআরডিবি-এর ইউআরডিও এবং কেন্দ্রীয় সমিতির সভাপতির স্বাক্ষরের মাধ্যমে ঋণ প্রদান কার্যকর করা হয়। আরেকটি হচ্ছে প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত সুফলভোগীদের নিয়ে দল গঠন করার মাধ্যমে যেখানে ইউআরডিও এবং এআরডিও এর যৌথ স্বাক্ষরের মাধ্যমে ঋণ প্রদান কার্যকর করা হয়। নন্দীগ্রাম উপজেলায় বিআরডিবির অধীনের সদাবিক মহিলা দলের সদস্যরা প্রকল্প হতে বিভিন্ন কারণে ঋণ নিয়ে থাকে যেমন গরু ক্রয়, জমি বন্দক নেয়া, ইজিবাইক ক্রয়, পাওয়ার ট্রিলার ক্রয় ইত্যাদি।

### ৩। আর্থিক ক্ষমতায় সমন্বয়হীনতা

আর্থিক ক্ষমতা সমন্বয়ের ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা যায়। যেমন, প্রাথমিক সমিতির সদস্যদের ঋণ প্রদানে চেক অপারেট-এর ক্ষেত্রে ইউআরডিও এবং ইউসিসিএ সভাপতির যৌথ স্বাক্ষর প্রয়োজন হয়। গাবতলী উপজেলায় এই ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানে দুই জনের মাঝে সমন্বয়হীনতা দেখা যায়। তবে ঋণ আদায়ে ইউসিসিএ-এর সভাপতির দায়বদ্ধতা থাকে না। আবার, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ইউএনও এবং ইউআরডিও- এর যৌথ স্বাক্ষরের প্রয়োজন হয়। এ ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময়ে ইউএনও-এর ব্যস্ততার কারণে চেক অপারেটের ক্ষেত্রে ধীরগতি দেখা যায়। অপরদিকে, নন্দীগ্রাম উপজেলায় ইউসিসিএ এর কোন কমিটি না থাকায় ইউআরডিও নিজেই ইউসিসিএ এর প্রাথমিক সমিতিগুলি পরিদর্শন করেন এবং ঋণ প্রদান এবং আদায়ের কাজ করেন। সাপাহার ও পত্নিতলা উপজেলায় ইউআরডিও এবং ইউসিসিএ এর সভাপতির মধ্যে এক ধরনের সহযোগিতামূলক সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়।

### ৪। প্রশিক্ষণ প্রদান

গাবতলী উপজেলায় কৃষি কাজে প্রশিক্ষণ, সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ বর্তমানে কার্যক্রমটি তেমন একটা সচল না। নন্দীগ্রাম উপলোর রায়পাড়া কেএসএস সমিতির সদস্যরা আইআরডিবি এর মাধ্যমে কৃষকরা বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা পেত। ঐ সময়ে এসটিডাব্লিউ/ডিটিডিব্লিউ এর মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থা ছিল। কৃষকগণ বিভিন্ন পরামর্শসহ সার, বীজ, কীটনাশক ন্যায্যমূল্যে কিনতে পারত। কৃষি ঋণ পেত, প্রশিক্ষণ পেত। কিন্তু গত ১৫ বৎসর সকল সুযোগ সুবিধা বন্ধ হয়ে যায়। শুধু ঋণ কার্যক্রম ছাড়া সমিতির সদস্যদের অন্য কোন কাজ নাই। দলের সদস্যদের মধ্যে থেকে শুধু সভাপতি ও ম্যানেজার গবাদিপশু পালন, সবজি চাষ, মৎস্য চাষ, বৃক্ষরোপন বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে। অন্য সাধারণ সদস্যরা প্রশিক্ষণ পায় না। সাপাহার উপজেলায় শুধু ঋণ ছাড়া অন্য কোন কার্যক্রম নাই। পূর্বে প্রশিক্ষণ দেয়া হত কিন্তু গত ৩/৪ বৎসর কোন প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না।

### ৫। প্রকল্পভুক্ত সমিতিগুলোর বর্তমান অবস্থা

নন্দীগ্রাম উপলোর রায়পাড়া কেএসএস সমিতিটি ১৯৭৯ সালে এবং সাপাহার উপজেলার বাহারপুর পল্লী প্রগতি উত্তরপাড়া মহিলা দল ২০০৬ সালে গঠিত হয়েছে। বর্তমানে এই দুটি সমিতিতে শুধু ঋণ ছাড়া অন্য কোন কার্যক্রম নাই। পূর্বে প্রশিক্ষণ দেয়া হত কিন্তু গত ৩/৪ বৎসর কোন প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না। ঋণের পরিমাণ খুব কম দেয়া হয়। কিছুটা বাড়তি আয় যুক্ত হয়। যে ঋণ দেয়া হয় তা দিয়ে গরুর বাছুরও কিনতে পারে না। সরকারী কোন অনুদান বা অন্যান্য কৃষি উপকরণ প্রকল্প বা বিআরডিবি এর মাধ্যমে পায় না। সাপাহার উপজেলার সমিতির সদস্যরা আম বাগান বেশি করে যা অন্যান্য উপজেলার তুলানায় এই উপজেলার জন্য অনন্য সাধারণ (uniqueness) উদাহরন নিজের জায়গা এবং অন্যের জমি লীজ নিয়ে সদস্যরা আম চাষ করে। তবে আম চাষে প্রচুর খরচ হয় সেই তুলনায় ঋণ পায় না। তাই তাদের একমাত্র ইচ্ছা বেশি পরিমাণ ঋণ দেয়া এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেয়া এবং পল্লী প্রগতির বাজেট বরাদ্ধ বৃদ্ধি করা। অপরদিকে গাবতলী উপজেলার ইউসিসিএ এর গত ১৫ বৎসরের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে কৃষি কাজ করে এবং গবাদিপশু পালন করে সমিতির সদস্যদের কিছুটা আয় বেড়েছে। যা অন্য পেশার আয়ের সাথে তাদেরকে কিছুটা বাড়তি আয় উপার্জনে সহায়তা করছে।

## বিভাগ- রংপুর
## জেলা- গাইবান্দা, কুড়িগ্রাম
## উপজেলা- সুন্দরগঞ্জ, পলাশবাড়ী, চিলমারী ও ভুরুংগামারী

### ক। সমস্যাবলী

রংপুর বিভাগের গাইবান্দা, কুড়িগ্রাম জেলার সুন্দরগঞ্জ, পলাশবাড়ী, চিলমারী ও ভুরুংগামারী উপজেলার বিআরডিবি কার্যক্রমগুলোর সমস্যাবলীর প্রায় একইচিত্র দেখতে পাওয়া যায়।

### ১। জনবলের অভাব

জনবলের মধ্যে কোন কোন উপজেলা অফিসে ইউআরডিও নাই। এআরডিও এর পদ শূন্য এবং ইউসিসিএ আর্বতক ঋণ, বিভিন্ন প্রকল্প বা কর্মসূচীর মাঠকর্মী, সংগঠক না থাকায় সার্বিক কাজ করা যায় না। এক প্রকল্পের কর্মী দিয়ে অন্য প্রকল্পের কাজ করানো হচ্ছে ফলে নতুন মাঠ কর্মী সমিতিতে গেলে ঠিকমত ঋণের কিস্তি আদায় করতে পারে না।

### ২। পর্যাপ্ত ঋণ না পাওয়া

সদস্যরা চাহিদামত ঋণ পায় না যে কোন কর্মসূচী বা ইউসিসিএ থেকে ২০০০ সালে প্রথম ঋণ দেয়া হয়েছিল সদস্য প্রতি ৩-৫ হাজার টাকা। যা গত ২৩ বৎসরে ধাপে ধাপে ৩৫-৪০ হাজারে পৌঁছেছে। একটু দুর্বল সমিতির সদস্যরা এখনও ২৫-৩০ হাজার পর্যন্ত ঋণ পায়। সদস্যরা বলছেন যে, বর্তমানে বাজারের সাথে তুলনা করলে ০২টি ছাগল ক্রয় করলে ২০ হাজার টাকা লাগে এবং ০২ বিঘা কৃষি জমির বোরো মৌসুমের চাষাবাদ খরচ প্রায় ৩০ হাজার টাকা, ফলে ২ বিঘা জমি চাষ করেও সংসার চালানো কষ্টকর।

### ৩। প্রশিক্ষণের অভাব

ইউসিসিএ এবং বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে সমিতি গঠনের পর পর ২/১ বার প্রশিক্ষণ দেয়া হয় বিভিন্ন আইজিএ'র উপর কিন্তু গত ১২/১৩ বৎসর কোন প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না। পূর্বে প্রশিক্ষণ পেয়ে ভাতার টাকা এবং ঋণসহ যৌথ টাকা দিয়ে সদস্যরা ব্যবসা, গরু ক্রয়, ছাগল ক্রয়, কৃষি কাজ, কৃষি কাজের জন্য এসটিডাব্লিউ, পাওয়ার টিলার ক্রয় করে আয় বৃদ্ধি করেছে। বর্তামনে কোন প্রশিক্ষণ না থাকায় নতুন নতুন কোন উদ্ভাবনী বা প্রযুক্তিগত কৃষি কাজ করতে পারেনা।

### ৪। দলগত ঋণ প্রদান সমস্যা

যে কোন সমিতি গঠনের ১ম বা ২য় বৎসর সদস্যদের মধ্যে সমিতির প্রতি প্রবল আগ্রহ থাকে। কিন্তু ২/৩ বৎসর পর সদস্যরা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পায় না বলে দলগত ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে ২/৩ জন পরিশোধ না করতে পারলে, যারা পরিশোধ করেছে তাদের নতুন ঋণ দেয়া হয় না। ফলে ঋণ পরিশোধ করা সদস্যরা প্রয়োজনে অন্যান্য এনজিও-তে সমিতি সদস্য হয়ে ঋণ গ্রহণ করে। এভাবে দিন দিন সমিতিগুলি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে।

### ৫। সরকারী প্রণোদনা বা প্রশিক্ষণ

সরকারী যে কোন অনুদান, বিভিন্ন উপকরন যেমনঃ সেলাই মেশিন, হাঁস-মুরগী, গরু ছাগল, কৃষি যন্ত্রপাতি, কৃষি উপকরণ ইত্যাদি না পাওয়ায় সমিতির সদস্যরা মনোবল হারাচ্ছে।

### ৬। ঋণের সুদ বিভিন্ন রকম হওয়া

বিআরডিবি এর কিছু কিছু প্রকল্প বা সমিতির ঋণের সুদ ১১%, আবার কোন কোন কর্মসুচীর ঋণের সুদ/সার্ভিস চার্জ ৯%। মউঅ, গাইবান্ধা প্রকল্প, উদকনিক কর্মসূচীর প্রথম সমিতি গঠনের সময় স্বল্প সুদে ঋণ দেয়া হয়। কিন্তু বর্তমানে তা বৃদ্ধি করার ফলে সদস্যরা ঋণ গ্রহণে আগ্রহ হারাচ্ছে। কোন কোন প্রকল্পের সদস্যরা যদি সোনালী ব্যাংকের অর্থায়নে বিআরডিবি এর মাধ্যমে ঋণ নেয় তবে সে ক্ষেত্রে সদস্যরা সেবা চার্জ দিতে হয় ১৮%। সুদের এই বৈষম্যের কারণে কর্মসূচীর সমিতিগুলি দুর্বল হয়ে পড়েছে।

**৭। ম্যানেজার ভাতা/কমিশিন না পাওয়া**

প্রকল্পগুলি চালুর সময় সমিতির ম্যানেজারদের মাসিক ভাতা বা ঋণের কিস্তি আদায়ের উপর কমিশিন দেয়া হতো কিন্তু কর্মসূচী হওয়ার পর ঐ ভাতা ঠিকমত পায় না বা বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে কোন সম্মানী ছাড়া তারা এই কাজ করতে আগ্রহী না।

**৮। সঞ্চয়ের লাভ না পাওয়া**

কর্মসূচীর কোন কোনটিতে জমাকৃত সঞ্চয়ের উপর (২.৫%) লাভ দেয়া হয় আবার অনেক কর্মসূচী আছে সঞ্চয়ের উপর কোন লাভ দেয়া হয় না। ফলে সদস্যরা নিয়মিত সঞ্চয় জমা করে না। তাদের দাবি হলো তারা ঋণ নিলে ১১% সুদ দেয় অথচ তাদের সঞ্চয়ে লাভ পায় না।

**৯। কর্মচারীদের চাকুরীর নিশ্চয়তা না থাকা**

শুধু মউঅ প্রকল্পের কর্মচারীরা রাজস্ব বাজেট হতে বেতন ভাতাদি পায় এবং তাদের পেনশন সুবিধা আছে। তবে অন্যান্য সকল প্রকল্পে যেমন ইউসিসিএ এর কর্মচারীদের বেতন নির্ধারন হয় ঋণের সেবা চার্জ হতে। অর্থ্যা ১১% সেবা চার্জের মধ্যে (৭.৫%) টাকা মাঠ সংগঠক পায়। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় একই অফিসে পাশাপাশি টেবিলে বসে কাজ করে অথচ কেউ বেতন পায় ১০০% সরকারী। আর কেউ কেউ আদায়কৃত ঋণের সেবা চার্জ হতে মাসে গড়ে ৭/৮ হাজার টাকাও পায় না। ফলে কোন কোন কর্মচারী সমিতি হতে কিস্তি আদায় করে খরচ করে ফেলে বা সম্পূর্ণ আদায়কৃত টাকা বিআরডিবি এর হিসাব শাখায় জমা দেয় না। কেউ কেউ কিস্তি আদায় করে চাকুরী ছেড়ে চলে যায় ফলে উক্ত ঋণ পরিশোধ করে না। নতুন মাঠ কর্মী বা অন্য প্রকল্পের মাঠকর্মী পাঠালে সদস্যরা অজুহাত দেখায় এই বলে যে, সকল ঋণ পূর্বের মাঠ কর্মীকে দিয়ে দিয়েছে। এভাবে সমিতির ঋণ খেলাপী হয়ে যায় এবং প্রতিটি উপজেলায় গড়ে ৫০-৬০ লক্ষ টাকা অনাদায়ী হিসাবে সমিতিতে খেলাপী পড়ে আছে। ২০১২ সালে বিআরডিবি এর পরিচালনা পষর্দের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২ বৎসর ইউসিসিএ কর্মচারীদের বেতন ৭৫% দেয়া হতে রাজস্ব হতে। পরবর্তীতে তা বন্ধ হয়ে যায় ফলে এখন আর তারা নিয়মিত বেতন পায় না সেবা চার্জ হতে।

১০। ইউসিসিএ এর কার্যকরী কমিটির সাথে কিছু কিছু উপজেলায় বিআরডিবি এর কর্মকর্তাদের সাথে মনমালিন্য দেখা দেয়। গত ৭/৮ বৎসর দলীয়ভাবে কিছু কিছু উপজেলার ইউসিসিএ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয় ফলে ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে পরিচিত এবং নিজস্ব সমিতির সদস্যদের ইচ্ছামত ঋণ দেয়ার সুপারিশ করে। কিন্তু অনাদায়ী হলে তখন আর মাঠ সংগঠকদের সহযোগীতা করে না। কেউ কেউ মনে করে সরকারী টাকা পরিশোধ না করলেও চলবে।

**খ। প্রাথমিক সমিতিগুলোর বর্তমান অবস্থা**

সুন্দরগঞ্জ উপজেলার কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ (ইউসিসি) ১৯৭৪ সালে গঠিত হয়। এই সমিতির শেয়ার- ২২.২৬,,০০০/- , সঞ্চয়:--১৯,৪৪.০০০/-, এবং ২০০৪ সালে সরকারের দেয়া প্রবৃত্তিসহ মোট ঋণ ফান্ড:-৬২,৫৩.০০০/-। ৬২,৫৩.০০০/- টাকা হতে ৫.৮৩.০০০/- (৯%) টাকা সমিতির সদস্যদের মাঝে (মাঠে) ঋণ হিসেবে চলমান আছে আর বাকি ৫৬,৬৭,০০০টাকা ঋণ খেলাপি (৯১%)। এখানে উল্লেখ্য যে, এই ইউসিসি তে, মোট ৩১১ টি সমিতি রয়েছে। (কেএসএস-২৯২ টি + বিএসএস ১৯ টি = ৩১১টি)। ২৬৩ টি সমিতির কার্যক্রম প্রায় বন্ধ । এই সমিতিগুলো নামে মাত্র ইউসিসির সদস্য। এই সমিতিগুলোতে ফান্ডের অভাবে ইউসিসিএ'র ঋণ বিতরণ করা যাচ্ছে না। সমিতির পক্ষ থেকে ম্যানেজার/সভাপতি প্রতি বছর ইউসিসিএ'র এজিএম-এ অংশগ্রহণ করে ও নির্বাচনে ভোট দিয়ে যায়। কোন শেয়ার-সঞ্চয় জমা করে না। সমিতিগুলো ১৯৯০ এর দশকে ফসলি ঋণ নিত। ৪/৫ বার ঋণ নেয়া- দেয়ার পর গ্রুপের ১/২জন ঋণ খেলাপি হওয়ার কারণে আর অন্য সদস্যগণ ঋণ নিতে পারে নাই। ঋনের কিস্তি আদায়ের জন্য গেলে বলে পরিশোধ করবে কিন্তু আজও পরিশোধ করে নাই। এই দিকে নদী ভাঙ্গনের ফলে অনেক সমিতির সদস্যদের বাড়ি-ঘর ভেঙ্গে গেছে। অনেকে এলাকা ছেড়ে চলে গেছে। অনেকের ঋনের সুদসহ অনেক টাকা হয়ে গেছে যা সদস্য পরিশোধ করতে অপারগ। ইউসিসি এর অদ্যবদি সম্পদ: এই ইউসিসি এর ৫০ শতক জায়গা যার উপর পল্লী ভবন। আরডি-২ এর ০৮ শতক জায়গার উপর ১ টি জোড়া বাড়ি ভাড়া দেয়া। ১৫০ আসন বিশিষ্ট ১ টি হল কক্ষ, প্রজেক্টর-১ টি, কম্পিউটার-১ টি, আর কিছু আসবাবপত্র আছে। চিলমারী উপজেলার কেন্দ্রীয় সমবায়

সমিতি ১৯৭৮ সালে গঠিত হয়। এই সমিতির শেয়ার- ২৪,৫৮,০০০/-, সঞ্চয়:--৩০,৯৮,০০০/-, এবং ২০০৪ সালে সরকারের দেয়া প্রবৃদ্ধিসহ মোট ঋণ ফান্ড:-৩৩,৭৯,০০০/-। ৩৩,৭৯,০০০/- টাকা হতে ২৪,৫১,০০০/- (৭৩%) টাকা সমিতির সদস্যদের মাঝে(মাঠে) ঋণ হিসেবে চলমান আছে আর বাকি ৯,২৮,০০০/- টাকা ঋণ খেলাপি (২৭%)। ইউসিসি এর অদ্যবদি সম্পদ: এই ইউসিসি এর ৫০ শতক জায়গা যার উপর পল্লী ভবন, আরডি-২ এর ১০ শতক জায়গার উপর ২ টি জোড়া বাড়ি ভাড়া দেয়া, আর ডি-৯ এর ৫০ শতক জমিসহ ভবন পরিত্যাক্ত ৩০০ আসন বিশিষ্ট ২ টি হল কক্ষ, প্রজেক্টর-১ টি, কম্পিউটার-১ টি. আর কিছু আসবাবপত্র আছে। চিলমারী উপজেলার কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ১৯৮২ সালে গঠিত হয়। এই সমিতির শেয়ার- ১১,৩০,০০০/-, সঞ্চয়:--১৭,২৩,০০০/-, এবং ২০০৪ সালে সরকারের দেয়া প্রবৃত্তিসহ মোট ঋণ ফান্ড:-৯,২৬,০০০/। ৯,২৬,০০০/- টাকা হতে ১,৪৫,০০০/- (১৬%) টাকা সমিতির সদস্যদের মাঝে (মাঠে) ঋণ হিসেবে চলমান আছে আর বাকি ৭,৮১,০০০/- টাকা ঋণ খেলাপি (৮৪%) ।তবে ইউসিসিএ'র অদ্যবদি সম্পদ: এই সমিতির সামান্য কিছু আসবাবপত্র ছাড়া আর কিছুই নাই। ভুরুঙ্গামারী উপজেলার কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিটি ১৯৮০ সালে গঠিত হয়। এই সমিতির শেয়ার- ৪,৩২,০০০/-, সঞ্চয়:--১৫,২৯,০০০/-, এবং ২০০৪ সালে সরকারের দেয়া প্রবৃত্তিসহ মোট ঋণ ফান্ড: ৪০,০০,০০০/- টাকা। ৪০,০০,০০০/- টাকা হতে ৯,৫৪,০০০/- টাকা (২৪%) টাকা সমিতির সদস্যদের মাঝে (মাঠে) ঋণ হিসেবে চলমান আছে আর বাকি ৩০,৪৬,০০০/- টাকা ঋণ খেলাপি (৭৬%)। তবে অন্যান্য সমিতির ইউসিসি এর ম্যানেজিং কমিটি থাকলেও এটি এডহক কমিটি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। গত ২০২২- ২০২৩ অর্থ বছরে ইউসিসি এর ম্যানেজিং কমিটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছিল। নির্বাচন কমিটি বৈধ প্রার্থী বাছাই করতে গিয়ে দেখেন যে, সভাপতি পদে (২জন) প্রার্থীই ঋণ খেলাপি। সুতরাং তারা কেউ বৈধ নন। সভাপতি পদে বৈধ প্রার্থী না পাওয়ায় নির্বাচন কমিশন (সভাপতি-উপজেলা সমবায় অফিসার) নির্বাচন বাতিল বলে ঘোষণা করেন। পরে এই সমস্যা সমাধান না হওয়ায় আরডিও সাহেব উক্ত সমস্যার কথা উল্লেখ করে বিআরডিবি এর ডিজি মহোদয় বরাবর একটি চিঠি লিখেন। কিছুদিন পর গত ২৮/০৪/২০২৪ তারিখে ডিজি অফিস থেকে উপজেলা কৃষি অফিসার-কে সভাপতি করে ০৪ সদস্য বিশিষ্ঠ একটি এডহক কমিটি গঠণ করে ইউসিসি পরিচালনা করার নির্দেশনা প্রদান করেন। ইউসিসি এর অদ্যবদি সম্পদ: ১১ শতাংশ জায়গার উপর ২টি জোড়া বাড়ি - যা থেকে ভাড়া পাওয়া যায়। আর সমিতির সামান্য কিছু আসবাবপত্র ছাড়া আর কিছুই নাই।

### ৩। প্রকল্পভুক্ত সমিতিগুলোর বর্তমান অবস্থা

সুন্দরগঞ্জ, পলাশবাড়ী, চিলমারী ও বুরুঙ্গামারী উপজেলার প্রকল্পভুক্ত মহিলা দলগুলো এসব উপজেলার ইউসিসিএ এর প্রাথমিক সমিতিগুলো এর ঠিক বিপরীত যেখানে প্রত্যেকটা সমিতির সদস্যরা বেশ স্বাবলম্বী এবং সমিতিগুলোতে ঋণ খেলাপি নাই। যেমন- গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন বিআরডিবি পরিচালিত মাঝবাড়ী তালুক মেলকা অপ্রধান শস্য দল সমিতিটি নতুন করে গঠিত হয়েছে। সদস্যদের মধ্যে ঋণের সিলিং নিয়ে অসন্তুষ্টি থাকলেও সদস্যদের পারিবারিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী উপজেলার কুমারগাড়ী উদকনিক মহিলা দলের সদস্য সংখ্যা কম। দলটিতে খেলাপী ঋণ নেই। সদস্যরা ঋণ নিয়ে আজ বেশ স্বাবলম্বী। কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী উপজেলাধীন ছোট কুস্টারী একতা বিত্তহীন মহিলা দলটি পুরাতন। দলটির সদস্যরা ঋণ নিয়ে লাভবান হচ্ছে, তবে ঋণের সিলিং বৃদ্ধি করলে সদস্যরা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে পারবে। কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী উপজেলার ধামেরহাট বিত্তহীন মহিলা দলটি পুরাতন। দলটিতে ঋণ খেলাপী নাই। সদস্য সংখ্যা কম। অপরদিকে, সুন্দরগঞ্জ ও পলাশবাড়ী উপজেলায় দুটি অসাধারণ (uneque) মহিলা সমিতি রয়েছে। যারা বিআরডিবি থেকে ঋণ নিয়ে সমবায় ভিত্তিক ব্যবসা শুরু করে। যেমন- সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী নামে একটি প্রকল্প চালু আছে। উক্ত প্রকল্পের ০১টি সমিতির প্রকল্পের সদস্যরা হাঁস পালন (ডিম ফুটানো, ডিমের বাচ্চা) এর উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে ঐ গ্রামের প্রায় ৭০টি পরিবার ডিমের হ্যাচারীর ব্যবস্থা করে। তারা প্রকল্প থেকে ঋণ নিয়ে উক্ত ব্যবসা শুরু করে। প্রতি পরিবার মাসে প্রায় ৩০-৩৫ হাজার টাকা আয় করে। পলাশবাড়ী উপজেলায় উদকানিক ও গাইবান্ধা প্রকল্পের মাধ্যমে এমব্রয়ডারি প্রশিক্ষণ নিয়ে এলাকায় অনেক মহিলা বাড়ীতে বসেই হাতের সেলাই কাজ করছেন। গাইবান্ধা প্রকল্পের ১টি মহিলা পল্লী উন্নয়ন সমিতির প্রায় ৪০/৪৫ জনের সমিতির সকল সদস্য একটি উঠানে বসে হাতের সেলাই কাজ করছে। বিভিন্ন কাঁথা, শিশুদের জামায় ফুল তোলা ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত। এই সমিতির প্রতি সদস্য মাসে প্রায় ৭/৮ হাজার টাকা আয় করে পাশাপাশি সাংসারিক সকল কাজ কর্ম দেখাশুনা করতে পারে। বর্তমানে

বিআরডিবি এর মাধ্যমে তারা বিভিন্ন মার্কেট, আড়ং, কারুপল্লী ইত্যাদির কাজের অর্ডার পায়। তবে তাদের একমাত্র চাহিদা আরও নতুন ডিজাইনের প্রশিক্ষন প্রয়োজন এবং বেশি পরিমাণ ঋণ প্রয়োজন। একজন সফল উদ্যাক্তাঃ উদ্যোক্তার নাম মিতু বেগম। বিআরডিবি এর গাইবান্ধা প্রকল্পের সমিতির সদস্য হয়ে এমব্রয়ডারী প্রশিক্ষণ পেয়ে হাতের কাজ শুরু করে। বর্তমানে সে মাসে প্রায় ৪০-৫০ হাজার টাকা আয় করছে। সে নিজে ৪০জন মহিলা সদস্যদের দিয়ে চুক্তিতে কাজ করে উৎপাদিত পন্য বিভিন্ন মার্কেট, আড়ং ও কারু পল্লীতে সাপ্লাই দেয়। সকলে এক বাক্যে স্বীকার করে যে গাইবান্ধা প্রকল্পের মাধ্যমে তারা পারিবারিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছে।

**৪। কুড়িগ্রাম জেলায় বিআরডিবি এর অন্যতম সফল প্রকল্প ছিলো উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন, জীবিকায়ন ও সচেতনতা উদ্যোগ প্রকল্প (Initiative for Development, Empowerment, Awareness and Livelihood Project (IDEAL Project, Kurigram)**

কুড়িগ্রাম জেলায় বিআরডিবি এর অন্যতম সফল প্রকল্প ছিলো উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন, জীবিকায়ন ও সচেতনতা উদ্যোগ প্রকল্প (আইডিইএএল)। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ, কারিগরি বিষয়ক আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ যেমন মোবাইল সার্ভিসিং, রেডিও ও টেলিভিশন সার্ভিসিং, ইলেক্ট্রিকেল ও ইলেক্ট্রনিক্স এবং মৌলিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ। এছাড়া, সেলাই ও দর্জি বিদ্যা, কাপড়ের উপর কারুকাজ, হাস, মুরগী, কবুতর পালন, গরু মোটাতাজাকরণ ইত্যাদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হতো। এই প্রকল্পের মাধ্যমে অনেক সুবিধাভোগী স্বাবলম্বী হয়েছে।

**বিভাগ- খুলনা**
**জেলা- যশোর এবং বাগেরহাট**
**উপজেলা- কেশবপুর, ঝিকরগাছা, মংলা ও মোড়লগঞ্জ**

**প্রাথমিক সমিতিসমূহের অবস্থা**

কেশবপুর ও ঝিকরগাছা উপজেলাগুলোর ইউসিসিএ এবং প্রাথমিক সমিতির কার্যক্রমগুলো ভালভাবে চলছে। এখানে বিআরডিবি এবং ইউসিসএ সমন্বয় করে কাজ করে। এই উপজেলাগুলোর প্রাথমিক সমিতিসমূহ এর খেলাপি ঋণ নাই। যেমন- ঝিকরগাছা প্রাথমিক সমিতির গুলো ভালোভাবে কাজ করছে। বর্তমানে ইউসিসিএ এর মোট ঋণ দেওয়া আছে ২১৬ লক্ষ টাকা। আদায়ের হার ৯৫%। তবে, মংলা ও মোড়লগঞ্জ উপজেলার প্রাথমিক সমিতির সদস্যরা মাছের ঘেরের জন্য ঋণ নিয়ে থাকে । তবে এসব উপজেলার প্রাথমিক সমিতিগুলোর বেশিরভাগ ঋণ খেলাপী। এদের ঋণ খেলাপী হওয়ার একমাত্র কারণ ঘূর্ণিঝড়ে সদস্যদের ঘরবাড়ি, ফসলাদি এবং ঘেরের মাছ নষ্ট হয়ে আয় কমে যায়।

**প্রকল্পভুক্ত সমিতিগুলোর অবস্থা**

পল্লী জীকিকায়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) এর অন্তর্ভুক্ত বেনোয়ালী পশ্চিম মহিলা পল্লী উন্নয়ন দলের সদস্যেদের মধ্যে কোনো ঋণ খেলাপী নাই। সুদের হার ৯% সমিতির সদস্যগণ নিয়মিত সময়ে জমা ও কিস্তি প্রদানে সচেতন। তারা নিয়মিত উঠান বৈঠক করে থাকে। সমিতির কার্যক্রম অনেক ভাল। দরিদ্র মহিলাদের সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো) প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত পানিমায়া দুলচাষী পল্লী উন্নয়ন মহিলা সমিতির সকল সদস্য ফলচাষের সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। এই সমিতির কোনো সদস্য ঋণ খেলাপী নাই। এই সমিতির সুদের হার ৮%। সমিতির সদস্যগণ বলেন যেহেতু সবসময় দুলচাষ হয়, তাদেরকে ঋণের সিলিং বাড়িয়ে দেয়ার জন্য প্রস্তাব প্রদান করতে অনুরোধ করেন। কেশবপুরে ইরেসপো প্রকল্পের অন্তর্গত অনেকগুলো সমিতি আছে। এর মধ্যে বিদ্যানন্দকাঠি পূর্বপাড়া মহিলা সমিতি অন্যতম। সমিতির সদস্যরা প্রথমে ২০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে গাভী পালন শুরু করে। এই সমিতির প্রত্যেক সদস্যের প্রায় ৮/৯ টি গরু আছে। এবং গাভীর দুধ বিক্রি করে তারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করেন।

**নারী উদ্যোক্তা**
**নামঃ মেহেরুন আক্তার**
**স্বামীঃ মহিবুর রহমান**
**গ্রামঃ নাগের মহল্লা, ইউনিয়নঃ বানিয়াচং (উত্তর পূর্ব)**
**উপজেলাঃ বানিয়াচং, জেলাঃ হবিগঞ্জ**

১৯৯৮ সালে তার বিবাহ হয়। বিবাহের পর হতে সে গৃহিণী ছিল। স্বামীর ১টি জিপ গাড়ি ছিল। ঐ গাড়ি তার স্বামী নিজেই চালাত। ঐ গাড়ির আয় দিয়ে কোন রকম সংসার চলত। ২০০৫ সালের পূর্বে তার স্বামীর কোন জমি এমনকি বসত বাড়ি কিছুই ছিল না। বাবার বাড়িতে একটি ছোট ঘরে থাকত। মেহেরুন আক্তার প্রথম সমিতিতে ভর্তি হন ২০০৫ সালে। মউ কর্মসূচিতে দলের সদস্য হয়ে সর্বপ্রথম ২০০৫ সালে ১ বৎসর মেয়োদী ১৫,০০০/- (পনেরো হাজার) টাকা ঋণ নেয়। এ ঋণের টাকা এবং স্বামীর কিছু টাকা মিলিয়ে ১টি গরু ক্রয় করে পালন শুরু করে। ১০/১১ মাস গরু পালন করে কোরবানি ঈদে বিক্রি করেন। মোটামুটি ভালো লাভ হয়। পরবর্তী বৎসর ঋণের সিলি বাড়িয়ে ২৫,০০০/- (পঁচিশ) হাজার টাকা ঋণ নেয়। ঐ টাকা এবং পূর্বের বিক্রিত গরুর টাকা মিলিয়ে এবং স্বামী হতে কিছু টাকা নিয়ে ২টি গরু ক্রয় করে পালন করে আবার পরবর্তী কোরবানি ঈদে বিক্রি করেন। পরবর্তী বৎসর আবারও ২টি গরু ক্রয় করেন এবং ঋণের সিলিং বাড়িয়ে বেশি ঋণ নিয়ে ১টি জমি বন্ধক রেখে চাষাবাদ করেন। স্বামীর গাড়ির আয় দিয়ে এবং প্রতি বছর কৃষি জমি বন্ধক রেখে চাষাবাদ করে এবং ২/৩টি করে গরু পালন করে ঈদে বিক্রি করে প্রতি বৎসর প্রায় ১,৫০,০০০/- টাকা লাভ করেন। এভাবে প্রথমে নতুন বসতের জায়গা ক্রয় করে ২০০৬ সালে। নতুন জায়গা আধা পাকা বিল্ডিং তৈরি করে নিজে ঐ বাড়িতে বসবাস শুরু করে। স্বামী ও জিপ গাড়ির আয় দিয়ে বর্তমানে ০৩টি বড় ট্রাক্টর এবং ০১টি জিপ গাড়ির মালিক হয়েছেন। বর্তমানে বসতের জায়গা ০৫ শতক এবং হাওড় ও নিচুর এলাকা বলে গত ১৮ বছরে প্রায় কম দামে ৭২৮ শতক কৃষি জমি ক্রয় করেছ। প্রতি বছর কৃষি জমির আয় দ্বারা এবং গরু বিক্রির আয় দিয়ে জমি ক্রয় করে এবং স্বামীর ট্রাক্টর ক্রয়ের কাজে লাগায়। গত বছর গরু বিক্রি করে ০৪টি ০৪ লক্ষ টাকা । বর্তমানে পুকুর আছে ০১টি ৭৪ শতক। গত বছর ঋণ পায় ১ লক্ষ টাকা। এ বছর ঋণ ১.২৫ লক্ষ টাকা। সে সমিতিতে ভর্তি হয়ে ২ বার গবাদি পশু পালনের প্রশিক্ষণ পায়। এ বছর সে ঋণ চেয়েছিল ৩ লক্ষ টাকা কিন্তু মাত্র ১,২৫,০০০/- টাকা। গত ২০ বছরে তার সম্পদ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে ০২টি আধা পাকা ঘর আছে। প্রতি বছর গরু পালন করেই তার লাভ হয় পায় ৮০/৯০ হাজার টাকা। এ ছাড়াও কৃষি জমির আয় এবং স্বামীর গাড়ির আয়সহ খুব ভালো অবস্থায় আছে। তার ইচ্ছা গাভি পালনের উপর ভাল প্রশিক্ষণ পেলে এবং বেশি পরিমাণ ঋণ পেলে আরও বেশি আয় করতে পারবেন। বিআরডিবি'র মউ প্রকল্পের সদস্য হয়ে সে মনে করে অন্ধকার জগৎ থেকে আলোর জগত খুঁজে পেয়েছে।

**নারী উদ্যোক্তা**
**নামঃ মরিয়াম ঘোষ**
**গ্রাম- বিদ্যানন্দকাঠি**
**কেশবপুর, যশোর।**

মরিয়াম ঘোষের স্বর্নিভর হওয়ার কাহিনী। মরিয়াম ঘোষ যশোর জেলার, কেশবপুর উপজেলার বিদ্যানন্দকাঠি গ্রামের এক দরিদ্র্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সমিতিতে অর্ন্তভুক্ত হওয়ার পূর্বে তার স্বামী এবং তিনি তিন বিঘা জমিতে বসবাস করতেন। সমিতিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্বে তার স্বামী আদেল ঘোষ অন্যের জমিতে কৃষি কাজ করতেন। স্বামী স্ত্রী এবং তাদের ২টি সন্তান নিয়ে খুব কষ্টে জীবনযাপন করতেন। পরবর্তীতে মরিয়াম ঘোষ ২০১২ সালে বিদ্যানন্দকাঠি মহিলা সমিতিতে অন্তর্ভুক্ত হয়। পূর্বে ১১% সুদ দিলেও বর্তমানে ৮% সুদে ঋণ পায়। সমিতিতে অন্তর্ভুক্তিকালীন ১টি গাভী ও তিন বিঘা জমি ছিলো। বর্তমানে ৫ বিঘা জমি ও ৭ টি গাভী আছে।

**গ্রাচুইটি সমস্যা**

কেশবপুর উপজেলার ইউআরডিও এর মতে, ৬ জন কর্মচারী যারা ২০১৭-২০২২ সালের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে রিটায়ার হয়েছেন তারা গ্রাচুইটি পাননি। কারণ গ্রাচুইটি তহবিলে কোন ফান্ড নাই। ২০১৪ সালের পর থেকে কোন একটি কারণে সেলারি সাপোর্ট থেকে কর্মাচারীদের বেতন না দিয়ে ইউসিসিএ এর তহবিল থেকে বেতন-ভাতা দেওয়া হয় । এবং সেলারি সাপোর্টের টাকা এফডিআই করে রাখা হয়েছে। যার পরিমাণ বর্তমানে প্রায় ২৫ লক্ষ্য টাকা। কেশবপুর উপজেলার ইউআরডিও এর দাবি এই যে, হেড অফিস যদি মানবিক দিক বিবেচনা করে পরিপত্র জারি করার মাধ্যমে সেলারি সাপোর্টের টাকা গ্রাচুইটি তহবিলে স্থানান্তর করলে উক্ত ৬ জন কর্মাচারীর গ্রাচুইটি দেওয়া সম্ভব হবে।

**জেলা- টাঙ্গাইল**
**উপজেলা- ঘাটাইল ও কালিহাতী**

টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতি উপজেলাধীন বিআরডিবি পরিচালতি কুষ্টিয়া বিত্তহীন সমিতিটি একটি ভালো মানের পুরাতন সমিতি। সমিতিটিতে ঋণ খেলাপী নাই। উক্ত সমিতির ম্যানেজিং কমিটির ম্যানেজার পূর্বে ম্যানেজার কমিশন পেতেন। বর্তমানে তা বন্ধ। পুনরায় ম্যানেজার কমিশন চালু করা দরকার। বল্লা অপ্রধান শস্য উৎপাদন দলটি একটি নতুন দল। সদস্যদের দেয়া তথ্যমতে উক্ত কর্মসূচীর সুদের হার শুরুতে ৪% ছিল যা বর্তমানে ৮% এ উন্নীত করা হয়েছে। এতে সদস্যদের মনে অসন্তুষ্টি রয়েছে। টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলাধীন বিআরডিবি পরিচালিত পাকুটিয়া পলেপাড়া বিত্তহীন মহিলা সমিতিটি নতুন করে তৈরি হয়েছে। সমিতিটির সদস্য সংখ্যা কম। তবে সমিতির সদস্যদের কোন ঋণ খেলাপী নাই।

## অধ্যায় ৭ম

### বিআরডিবি'র বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির দলের সদস্যদের কার্যকরী কমিটির মতামত

বিআরডিবি'র বিভিন্ন প্রকল্পের ১০টি জেলার ২০টি উপজেলার ৪০টি দলের সুফলভোগীদের নিকট হতে মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পগুলো হলো কেএসএস/বিএসএস, পদাবিক, সদাবিক, পল্লী প্রগতি, অপ্রধান শস্য, গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি, উদকনিক, ইরেসপো, পজীপ, মউঅ ইত্যাদি। প্রকল্পের সুফলভোগীদের মতামত নিম্নে বর্ণিত হলো:

উক্ত প্রকল্পগুলোর সদস্যভুক্তির সময় হলো ১৯৭০ হতে ২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত। এই প্রকল্পের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রধান কারণ ছিল ঋণ নিয়ে আর্থিকভাবে সচ্ছল হওয়া (৮৫%)। ২য় কারণ ছিল সঞ্চয় বৃদ্ধি করে পুঁজি গঠন করা (৬৮%)। ৩য় কারণ ছিল প্রশিক্ষণ নিয়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়া (৬৫%)। ৪র্থ কারণ ছিল পরিবারের সচ্ছলতা আনয়ন করে স্বাবলম্বী হওয়া (৪৮%) এবং অন্যান্য কারণসমূহ টেবিলে দেখা যেতে পারে।

টেবিল: দলে সদস্য হওয়ার উদ্দেশ্যসমূহঃ

| দলে সদস্য হওয়ার উদ্দেশ্যসমূহ | মোট | (%) | ক্রমতালিকা |
|---|---|---|---|
| ১.ঋণ নিয়ে আর্থিভাবে স্বচ্ছল হওয়া | ৩৪ | ৮৫% | ১ম |
| ২.প্রশিক্ষণ নিয়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়া | ২৬ | ৬৫% | ৩য় |
| ৩.সঞ্চয় বৃদ্ধি করে পুঁজি/মূলধন গঠন করা | ২৭ | ৬৮% | ২য় |
| ৪.সরকারি সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়া | ২ | ৫% | ৮ম |
| ৫.সহজ শর্তে কম সুদে ঋণ পাওয়া | ৪ | ১০% | ৬ষ্ঠ |
| ৬.কৃষি কাজে বিনামূল্যে উপকরণ সামগ্রী পাওয়া (সার,বীজ,কীটনাশক ইত্যাদি) | ৪ | ১০% | ৬ষ্ঠ |
| ৭.আর্থিক সুবিধা পাওয়া | ১ | ৩% | ৯ম |
| ৮.সচেতন হওয়া | ৩ | ৮% | ৭ম |
| ৯.আত্মকর্মসংস্থানের জন্য | ২ | ৫% | ৮ম |
| ১০.স্বাবলম্বি হওয়া/স্বচ্ছলতা | ১৯ | ৪৮% | ৪র্থ |
| ১১.আয় করার জন্য | ২ | ৫% | ৮ম |
| ১২.একতাবদ্ধ হওয়ার জন্য | ৫ | ১৩% | ৫ম |
| ১৩.কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য | ১ | ৩% | ৯ম |
| ১৪.ঋণ নিয়ে মাছ চাষ করার জন্য | ১ | ৩% | ৯ম |
| ১৫.বেসরকারি সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য | ৪ | ১০% | ৬ষ্ঠ |
| ১৬.সঞ্চয়ের উপর লাভ পাওয়ার জন্য | ২ | ৫% | ৮ম |
| ১৭.নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করার জন্য | ১ | ৩% | ৯ম |

* একাধিক উত্তর আছে

** মোট উত্তরদাতা ৪০ এর উপর (%) করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, শতকরা ৮০% সুফলভোগী বলেছেন যে, তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। এই সফলতার অন্যতম কারণ হলো সঞ্চয় জমা করে পুঁজি গঠন (৭২%)। ২য় কারণ হলো ঋণ পেয়ে আয় বৃদ্ধি মূলক কাজ করেছে (৬৬%)। ৩য় কারণ হলো পরিবারের সচ্ছলতা এসেছে/আর্থিক সচ্ছলতা এসেছে (৫০%)। ৪র্থ কারণ হলো প্রশিক্ষণ পেয়ে আয়বৃদ্ধিমূলক কাজ করেছে (৩১%)। ৫ম কারণ হলো সঞ্চয়ের উপর লাভ পাচ্ছে (১৬%)।

টেবিল: উদ্দেশ্য সফল হওয়ার কারণসমূহঃ

| কারণসমূহ | মোট | (%) | ক্রমতালিকা |
|---|---|---|---|
| ১.সঞ্চয় জমা করে পুজি গঠন হচ্ছে | ২৩ | ৭২% | ১ম |
| ২.ঋণ পেয়ে আয় বৃদ্ধিমূলক কাজ করছে | ২১ | ৬৬% | ২য় |
| ৩.সমিতি গঠন করে পরস্পর সহযোগিতা পাইতেছে | ২ | ৬% | ৮ম |
| ৪.ঋণ পেয়ে কৃষি কাজে খাটাইতেছে | ৪ | ১৩% | ৬ষ্ঠ |
| ৫.প্রশিক্ষণ পেয়ে আয় বৃদ্ধিমূলক কাজ করছে | ১০ | ৩১% | ৪র্থ |
| ৬.আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে/স্বচ্ছল হচ্ছে | ১৬ | ৫০% | ৩য় |
| ৭. সঞ্চয়ের উপর লাভ পাচ্ছে | ৫ | ১৬% | ৫ম |
| ৮. সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে | ৪ | ১৩% | ৬ষ্ঠ |
| ৯. কম/স্বল্প সুদে ঋণ পেয়ে আয় বৃদ্ধিমূলক কাজ করছে | ১ | ৩% | ৯ম |
| ১০. গবাদিপশু পালনে লাভবান হচ্ছে | ৩ | ৯% | ৭ম |
| ১১. অটো রিক্সা ক্রয় করে চালাইতেছে | ১ | ৩% | ৯ম |
| ১২. কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় করেছে (পাওয়ার টিলার, ধান মাড়াই) | ১ | ৩% | ৯ম |
| ১৩. জমি বন্ধক নিয়ে কৃষি কাজ করছে | ১ | ৩% | ৯ম |
| ১৪. কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে | ১ | ৩% | ৯ম |
| ১৫. ব্যবসার মূলধন সৃষ্টি হয়েছে | ১ | ৩% | ৯ম |
| ১৬. ঘর-বাড়ি মেরামত করেছে | ১ | ৩% | ৯ম |
| ১৭. চাহিদামত ঋণ পেয়েছে | ১ | ৩% | ৯ম |
| ১৮. মাসিক কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করা যায় | ১ | ৩% | ৯ম |

* একাধিক উত্তর আছে

** মোট উত্তরদাতা ৩২ এর উপর (%) করা হয়েছে।

শতকরা ২০% সুফলভোগী মতামত দিয়েছেন যে, তাদের সফল না হওয়ার অন্যতম কারণ হলো প্রশিক্ষণের অভাব (৮৮%)। ২য় কারণ হলো চাহিদা মতো ঋণ না পাওয়া (৫০%)। উপজেলা পর্যায়ে ২৭টি জাতীয় উন্নয়ন সংস্থার (যেমন কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, সমাজ সেবা, মহিলা ও শিশু অধিদপ্তর ইত্যাদি) সেবা না পাওয়া (৩৮%)। ৪র্থ কারণ হলো প্রয়োজনীয় সময় ঋণ না পেয়ে সদস্যগণের চলে যাওয়া/পূর্বের তুলনায় সুদের হার বেশি (২৫%)।

টেবিল: উদ্দেশ্য সফল না হওয়ার কারণসমূহঃ

| কারণসমূহ | মোট | (%) | ক্রমতালিকা |
|---|---|---|---|
| ১.প্রশিক্ষণ পাওয়া যায় না | ৭ | ৮৮% | ১ম |
| ২. সরকারি সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় না | ৩ | ৩৮% | ৩য় |
| ৩. বিআরডিবি হতে ঋণ ছাড়া ন্য কোন সুবিধা পাওয়া যায় না | ১ | ১৩% | ৫ম |
| ৪. চাহিদামত ঋণ পাওয়া যায় না | ৪ | ৫০% | ২য় |
| ৫. প্রয়োজনের সময় ঋণ না পেয়ে সদস্যগণ চলে যায় | ২ | ২৫% | ৪র্থ |
| ৬. পূর্বের তুলনায় সুদের হার বেশী (৯%) | ২ | ২৫% | ৪র্থ |
| ৭. কৃষি উপকরণ পাওয়া যায় না | ১ | ১৩% | ৫ম |
| ৮. কোন সদস্য ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে অন্য সদস্যগণ ঋণ পায় না | ১ | ১৩% | ৫ম |
| ৯. দলগতভাবে ঋণ দেয়া হয়/একক ঋণ দেয়া হয় না | ১ | ১৩% | ৫ম |

* একাধিক উত্তর আছে

**মোট উত্তরদাতা ৮ এর উপর (%) করা হয়েছে।

শতকরা (৭৮%) ভাগ সুফলভোগী প্রশিক্ষণ পেয়েছে। প্রশিক্ষণসমূহ হলো গবাদি পশু পালন মূলত: গরু মোটাতাজা করণ (৫২%), মাছ চাষ (২৯%), হাঁসমুরগী পালন (২৬%), কৃষি উন্নয়ন (২৩%) ইত্যাদি।

টেবিল: প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকলে প্রশিক্ষণের ধরণসমূহঃ

| প্রশিক্ষণের ধরণ | মোট | (%) | ক্রমতালিকা |
|---|---|---|---|
| ১.হাঁস-মুরগি পালন | ৮ | ২৬% | ৩য় |
| ২.সেলাই কাজ | ৪ | ১৩% | ৫ম |
| ৩.গবাদিপশু পালন (গরু মোটাতাজা) | ১৬ | ৫২% | ১ম |
| ৪.মাছ চাষ | ৯ | ২৯% | ২য় |
| ৫.কৃষি কাজ (চাষাবাদ) | ৭ | ২৩% | ৪র্থ |
| ৬.দক্ষতা উন্নয়ন (আইজিএ) | ২ | ৬% | ৭ম |
| ৭.ক্ষুদ্র ব্যবসা | ২ | ৬% | ৭ম |
| ৮.অ-প্রধান শষ্য উৎপাদন ( ডাল, তৈল, মশলা) | ৩ | ১০% | ৬ষ্ঠ |
| ৯.সবজি চাষ | ২ | ৬% | ৭ম |
| ১০.কুটির শিল্প | ১ | ৩% | ৮ম |
| ১১.গাভী পালন | ৩ | ১০% | ৬ষ্ঠ |
| ১২.ফুল চাষ | ১ | ৩% | ৮ম |
| ১৩.হ্যাঁসের ডিম উৎপাদন (হ্যাচারী) | ১ | ৩% | ৮ম |
| ১৪. এমব্রয়ডারী | ২ | ৬% | ৭ম |
| ১৫. নকশী কাঁথা | ২ | ৬% | ৭ম |

* একাধিক উত্তর আছে

** মোট উত্তরদাতা ৩১ এর উপর (%) করা হয়েছে

শতকরা ২২ভাগ সুফলভোগী প্রশিক্ষণ না পাওয়ার কারণসমূহ হলো: সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণ আয়োজন করেননি (৪৪%), প্রশিক্ষণের জন্য ডাকা হয়নি (৩৩%) এবং প্রশিক্ষণে বরাদ্দ না পাওয়া (২২%)।

টেবিল: প্রশিক্ষণ না পেয়ে থাকলে কারণসমূহঃ

| না হলে, কারণ কি | মোট | (%) | ক্রমতালিকা |
|---|---|---|---|
| ১.অফিস প্রশিক্ষণের আয়োজন করে নাই | ৪ | ৪৪% | ১ম |
| ২.প্রশিক্ষণের জন্য ডাকা হয় না | ৩ | ৩৩% | ২য় |
| ৩.সদাবিক কর্মসূচিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নেই | ১ | ১১% | ৪র্থ |
| ৪. অফিসে জায়গার সংকুলান না থাকা | ১ | ১১% | ৪র্থ |
| ৫. অফিস ভালো জানে | ২ | ২২% | ৩য় |
| ৬.প্রশিক্ষণে বরাদ্দ না থাকা | ১ | ১১% | ৪র্থ |

* একাধিক উত্তর আছে

** মোট উত্তরদাতা ৯ এর উপর (%) করা হয়েছে।

দল থেকে সকল সুফলভোগী ঋণ গ্রহণ করেছেন ১০০%। ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রগুলো হলো গবাদি পশু পালন (৪৪%), কৃষি কাজ ৩৫%, ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩০%, অপ্রধান শস্য উৎপাদন ২৫%, মাছ চাষ ২৩% ইত্যাদি।

টেবিল: দল হতে ঋণ পেয়ে কি কাজে ব্যবহার করেনঃ

| হ্যাঁ হলে, কি কি কাজে ঋণ নেন | মোট | (%) | ক্রমতালিকা |
|---|---|---|---|
| ১. মাছ চাষ করার জন্য | ৯ | ২৩% | ৫ম |
| ২. হাঁস-মুরগি পালনের জন্য/হ্যাচারী | ৭ | ১৮% | ৭ম |
| ৩. গবাদিপশু পালনের জন্য ( মোটাতাজা করণ) | ১৬ | ৪০% | ১ম |
| ৪. ক্ষুদ্র ব্যবসা/ব্যবসার জন্য | ১২ | ৩০% | ৩য় |
| ৫. কৃষি কাজ | ১৪ | ৩৫% | ২য় |
| ৬. অ-প্রধান শষ্য উৎপাদন কাজে | ১০ | ২৫% | ৪র্থ |
| ৭. রিক্সা/ভ্যান/অটো ক্রয়ের জন্য | ৮ | ২০% | ৬ষ্ঠ |

| হ্যাঁ হলে, কি কি কাজে ঋণ নেন | মোট | (%) | ক্রমতালিকা |
|---|---|---|---|
| ৮. ঘর-বাড়ি নির্মাণ/মেরামত করার জন্য | ২ | ৫% | ১০ম |
| ৯. জমি বন্ধক নিয়ে কৃষি কাজের জন্য | ৩ | ৮% | ৯ম |
| ১০. কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য (পাওয়ার টিলার) | ৩ | ৮% | ৯ম |
| ১১. গাভী পালনের জন্য | ৭ | ১৮% | ৭ম |
| ১২. ভ্যানের ব্যাটারি ক্রয়ের জন্য | ১ | ৩% | ১১তম |
| ১৩. সেলাই মেশিন ক্রয়ের জন্য | ১ | ৩% | ১১তম |
| ১৪. ছাগল পালনের জন্য | ৩ | ৮% | ৯ম |
| ১৫. নৌকা তৈরীর জন্য | ১ | ৩% | ১১তম |
| ১৬. মাছ ধরার জাল ক্রয়ের জন্য | ১ | ৩% | ১১তম |
| ১৭. ফুল চাষের জন্য | ১ | ৩% | ১১তম |
| ১৮. আম চাষের জন্য | ৩ | ৮% | ৯ম |
| ১৯. কুটির শিল্পের কাজে | ২ | ৫% | ১০ম |
| ২০. বিদেশে গমন | ১ | ৩% | ১১তম |
| ২১. এমব্রয়ডারি/নকশি কাথা | ৪ | ১০% | ৮ম |

* একাধিক উত্তর আছে

** মোট উত্তরদাতা ৪০ এর উপর (%) করা হয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে, শতকরা ৮৫ ভাগ সুফলভোগী চাহিদা মত ঋণ পায় না। ঋণ না পাওয়ার অন্যতম কারণগুলো হলো অফিস নিয়মের বাইরে ঋণ দিতে পারেনা ৩৮%, ঋণের সিলিং কম ২১%, ঋণ ফান্ড কম ২১%, প্রতি বছর ২,০০০-১০,০০০ ঋণের সিলিং বৃদ্ধি করে ১৮% ইত্যাদি।

টেবিল: চহিদামত ঋণ না পাওয়ার কারণসমূহঃ

| না হলে, কারণ কি | মোট | (%) | ক্রমতালিকা |
|---|---|---|---|
| ১.অফিসের নিয়মের বাহিরে ঋণ দিতে পারে না | ১৩ | ৩৮% | ১ম |
| ২.প্রতি বছর দুই থেকে দশ হাজার টাকা করে ঋনের সিলিং বাড়ে | ৬ | ১৮% | ৩য় |
| ৩.বিআরডিবি আইনের বাহিরে ঋণ দিতে পারে না | ২ | ৬% | ৫ম |
| ৪.অফিসিয়্যাল ঋণের সিলিং কম | ৭ | ২১% | ২য় |
| ৫. মূলধনের স্বল্পতা/অভাব | ৩ | ৯% | ৪র্থ |
| ৬. প্রকল্পের ফান্ডে টাকা কম | ৭ | ২১% | ২য় |
| ৭. সদস্যদের ঋণের চাহিদা বেশি | ১ | ৩% | ৬ষ্ঠ |
| ৮. পল্লী প্রগতি প্রকল্পের ফান্ড খুবই কম | ২ | ৬% | ৫ম |
| ৯. দলগত হওয়ার কারণে বেশি ঋণ পাওয়া যায় না | ২ | ৬% | ৫ম |
| ১০. সুদের হার বেশি | ১ | ৩% | ৬ষ্ঠ |
| ১১. নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করতে না পারা | ১ | ৩% | ৬ষ্ঠ |
| ১২.মাঠ কর্মী অর্থ আত্মসাধ করা | ১ | ৩% | ৬ষ্ঠ |
| ১৩. পুনরায় ঋণ দেয়া হয় না/ঋণ কার্যক্রম বন্ধ | ২ | ৬% | ৫ম |
| ১৪. ঋণ খেলাপি থাকায় পুনরায় ঋণ পাওয়া যায় না | ১ | ৩% | ৬ষ্ঠ |

* একাধিক উত্তর আছে

** মোট উত্তরদাতা ৩৪ এর উপর (%) করা হয়েছে।

বর্তমানে শতকরা ৯৭জন সুফলভোগীর ঋণ আছে। ঋণের পরিমাণ দলপ্রতি গড়ে ৬,৫৯,৬১৫/- টাকা (৩৯টি দলের গড়)। গত ৫ বছরে দলের সুফলভোগীদের মাঝে মোট ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৮,৭৮,৬৪,০০০/- যা ১০টি জেলার ৩৭টি দলের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। দল প্রতি গড়ে ২৩,৭৪,৭০০/- ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ঋণ আদায় হয়েছে ৭,০২,৪৯,২৯৫/- টাকা গড়ে ঋণ আদায় হয়েছে ১৮,৯৮,৬৩০/- টাকা অর্থাৎ গত ৫ বছরে আদায়ের হার ৮০%।

টেবিল: গত ৫ বছরে সমিতির ঋণ বিতরণ ও আদায়ের অবস্থা (টাকা)ঃ

| সমিতির ঋণ বিতরণ ও আদায়ের অবস্থা | মোট টাকা | গড়ে |
|---|---|---|
| ঋণ বিতরণ (মোট টাকা) | ৮,৭৮,৬৪,০০০/৩৭ | ২৩,৭৪,৭০২/- |
| ঋণ আদায় (মোট টাকা) | ৭,০২,৪৯,২৯৫/৩৭ | ১৮,৯৮,৬৩০/- |
| আদায়ের হার(%) | ৮০% | |

**প্রকল্পভুক্ত দলের বর্তমান কার্যাবলীসমূহ:**

ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ (৭৩%), সঞ্চয় জমার মাধ্যমে সদস্যদের স্বাবলম্বী করা (৪৫%), প্রশিক্ষণ গ্রহণ (৩৫%), মাসিক সভা করা (৩৩%) এবং উঠান বৈঠকে উপস্থিত হয়ে সঞ্চয় জমা করা (১৮%) ইত্যাদি।

টেবিল: দলের বর্তমান কার্যাবলীসমূহঃ

| সমিতির বর্তমান কার্যাবলীসমূহ | মোট | (%) | ক্রমতালিকা |
|---|---|---|---|
| ১.উপযুক্ত সদস্য ভর্তি করা | ৩ | ৮% | ৬ষ্ঠ |
| ২.উঠান বৈঠকে উপস্থিত ও সঞ্চয় জমা করা | ৭ | ১৮% | ৫ম |
| ৩.ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ | ২৯ | ৭৩% | ১ম |
| ৪. ঋনের টাকা সঠিক খাতে ব্যবহার | ৩ | ৮% | ৬ষ্ঠ |
| ৫. সঞ্চয় জমার মাধ্যমে সদস্যদের স্বাবলম্বী করা | ১৮ | ৪৫% | ২য় |
| ৬. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হাতের কাজের অর্ডার নেয়া | ১ | ৩% | ৮ম |
| ৭. এমব্রয়ডারী কাজ করে ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধি করা | ৩ | ৮% | ৬ষ্ঠ |
| ৮. প্রশিক্ষণ নেয়া | ১৪ | ৩৫% | ৩য় |
| ৯. মাসিক সভা করা | ১৩ | ৩৩% | ৪র্থ |
| ১০. অসহায়দের সাহায্য করা | ১ | ৩% | ৮ম |
| ১১. ঋণ নিয়ে আয় বৃদ্ধিমূলক কাজ করা | ২ | ৫% | ৭ম |
| ১২. একতাবদ্ধ থাকা | ২ | ৫% | ৭ম |
| ১৩. সঞ্চয় হতে লাভ পাওয়া | ৩ | ৮% | ৬ষ্ঠ |
| ১৪. লভ্যাংশ বিতরণ করা | ২ | ৫% | ৭ম |
| ১৫. ৩ বছর পর নির্বাচন করা | ১ | ৩% | ৮ম |
| ১৬. এজিএম করা | ১ | ৩% | ৮ম |
| ১৭. অডিট করা | ১ | ৩% | ৮ম |

* একাধিক উত্তর আছে

** মোট উত্তরদাতা ৪০ এর উপর (%) করা হয়েছে।

**প্রকল্পের দলগুলোর সবল দিকসমূহ:**

সবাই নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করে (৪৩%); সকল সদস্য নিয়মিত সঞ্চয় জমা প্রদান করে (৪০%); ঋণ খেলাপি নেই (১৮%); সহজ শর্তে ঋণ পায় (২৫%); সবাই আন্তরিক (১৫%); স্বাবলম্বী হতে পেরেছে (১৩%); নিয়মিত উঠান বৈঠক করে (১৩%); ঋণ নিয়ে আয়বৃদ্ধিমূলক কাজ করে (১৩%)।

টেবিল: দলের সবল দিকগুলো কী কী

| সমিতির সবল দিকগুলো | মোট | (%) | ক্রমতালিকা |
|---|---|---|---|
| ১.ঋণ খেলাপি নেই | ৭ | ১৮% | ৩য় |
| ২. সবাই নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করে | ১৭ | ৪৩% | ১ম |
| ৩. সদস্য পর্যাপ্ত | ২ | ৫% | ৮ম |
| ৪. সরকারি প্রতিষ্ঠান | ১ | ৩% | ৯ম |
| ৫. আর্থিক স্বচ্ছলতা এসেছে | ২ | ৫% | ৮ম |
| ৬. স্বাবলম্বী হতে পেরেছে | ৫ | ১৩% | ৫ম |
| ৭. সবাই আন্তরিক | ৬ | ১৫% | ৪ম |

| সমিতির সবল দিকগুলো | মোট | (%) | ক্রমতালিকা |
|---|---|---|---|
| ৮. সকল সদস্য মাসিক/সাপ্তাহিক সভায় উপস্থিত হয় | ২ | ৫% | ৮ম |
| ৯. সকল সদস্য নিয়মিত সঞ্চয় জমা করে | ১৬ | ৪০% | ২য় |
| ১০. সুদের হার কম | ২ | ৫% | ৮ম |
| ১১. সঠিক হিসাব বুঝে পায় | ১ | ৩% | ৯ম |
| ১২. সঞ্চয়ের উপর লাভ পায় | ৪ | ১০% | ৬ষ্ঠ |
| ১৩. ঋনের টাকা যথাযথভাবে ব্যবহার করে | ২ | ৫% | ৮ম |
| ১৪. সদস্যরা একতাবদ্ধ | ১ | ৩% | ৯ম |
| ১৫. সবাই আগ্রহি | ৫ | ১৩% | ৫ম |
| ১৬. একে অপরকে ভালো পরামর্শ দেয় | ৩ | ৮% | ৭ম |
| ১৭. প্রশিক্ষণ পায় | ৪ | ১০% | ৬ষ্ঠ |
| ১৮. সহজ সর্তে ঋণ পায় | ৬ | ১৫% | ৪র্থ |
| ১৯. নিয়মিত উঠান বৈঠক করে | ৫ | ১৩% | ৫ম |
| ২০.ঋণ নিয়ে আয় বৃদ্ধিমূলক কাজ করে | ৫ | ১৩% | ৫ম |

* একাধিক উত্তর আছে

** মোট উত্তরদাতা ৪০ এর উপর (%) করা হয়েছে।

**প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ:**

চাহিদামতো ঋণ দেয়া হয় না (৪৮%); দলের সকল সদস্যকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না (৪৩%); দলগত ঋণ প্রদান (৪০%); সুদের হার বেশি (১৮%); দল থেকে প্রাপ্ত সুযোগসমূহ: ঋণ পায় (৮৮%); প্রশিক্ষণ পায় (৬৩%); সঞ্চয়ের লাভ পায় (৩৫%); কৃষি উপকরণ পায় (১৩%); প্রদর্শণী প্লট পায় (১০%)।

টেবিল: দলের দূর্বল দিকসমূহ কী কীঃ

| সমিতির দূর্বল দিকসমূহ | মোট | (%) | ক্রমতালিকা |
|---|---|---|---|
| ১.একই পেশার সদস্য নির্বাচন করা কঠিন | ২ | ৫% | ৮ম |
| ২. সবাই সময়মত ঋণ পরিশোধ করতে পারে না | ৫ | ১৩% | ৫ম |
| ৩. যৌথভাবে ঋণ দেয়/দলগত ঋণ | ১৬ | ৪০% | ৩য় |
| ৪. চাহিদামত ঋণ দেয়া হয় না | ১৯ | ৪৮% | ১ম |
| ৫. শেয়ার সঞ্চয়ের উপর লাভ দেয়া হয় না/কম দেয়া হয় | ৪ | ১০% | ৬ষ্ঠ |
| ৬. সুদের হার বেশি | ৭ | ১৮% | ৪র্থ |
| ৭. মাঠ কর্মীদের বেতন রাজস্ব হতে দেয়া হয় না | ১ | ৩% | ৯ম |
| ৮. দলের সকল সদস্যকে ঋণ দেয়া হয় না | ১ | ৩% | ৯ম |
| ৯. দলের সকল সদস্যকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না | ১৭ | ৪৩% | ২য় |
| ১০. সকল সদস্য ঋণ নিতে চায় না | ২ | ৫% | ৮ম |
| ১১. প্রশিক্ষণ ভাতা কম | ১ | ৩% | ৯ম |
| ১২. সদস্য কম | ৪ | ১০% | ৬ষ্ঠ |
| ১৩. সময়মত ঋণ পায় না/সময় ক্ষেপন | ৩ | ৮% | ৭ম |
| ১৪. স্বল্প মেয়াদি ঋণ | ১ | ৩% | ৯ম |
| ১৫. সাপ্তাহিক কিস্তি দিতে হয় | ১ | ৩% | ৯ম |
| ১৬. কৃষি উপকরণ দেয়া হয় না (বীজ,সার ও কীটনাশক) | ৩ | ৮% | ৮ম |
| ১৭. সঞ্চয়ের বাধ্যবাধকতা | ২ | ৫% | ৭ম |
| ১৮. সঞ্চয়ের টাকা যে কোন সময় দেয়া হয় না | ১ | ৩% | ৯ম |
| ১৯. ঋণ খেলাপি আছে | ১ | ৩% | ৯ম |

* একাধিক উত্তর আছে

** মোট উত্তরদাতা ৪০ এর উপর (%) করা হয়েছে।

**দলের ঝুঁকিসমূহ:**

চাহিদামতো ঋণ পাওয়া যায় না (৪৩%); সুদের হার বেশি (২৮%); দলগত ঋণ দিলে আদায় করতে সমস্যা হয় (২৫%); দলের সদস্য সংখ্যা কমে যাচ্ছে/আগ্রহ হারাচ্ছে (১৮%);

টেবিল: দলের চ্যালেঞ্জ বা ঝুকিগুলো কী কীঃ

| দলের চ্যালেঞ্জ বা ঝুকিগুলোসমূহ | মোট | (%) | ক্রমতালিকা |
|---|---|---|---|
| ১. দলের সদস্যদের কিস্তি আদায়ে সমস্যা হয় | ৬ | ১৫% | ৫ম |
| ২. কাঁচামাল সংগ্রহ করতে না পারলে জিনিস তৈরী করা সম্ভব হয় না | ১ | ৩% | ৯ম |
| ৩. ঋণ খেলাপির সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে | ৩ | ৮% | ৭ম |
| ৪. দলগতভাবে ঋণ দিলে আদায় করতে সমস্যা হয় | ১০ | ২৫% | ৩য় |
| ৫. ঋনের জন্য (২০%-২৫%) হারে সঞ্চয় জমা করতে চায় না | ৩ | ৮% | ৭ ম |
| ৬. চাহিদামত ঋণ পাওয়া যায় না | ১৭ | ৪৩% | ১ম |
| ৭. সদস্যরা ঋণ খেলাপি করায় সভা ডাকলে কেহ আসে না | ১ | ৩% | ৯ম |
| ৮. সুদের হার বেশি নেয়া হয় | ১১ | ২৮% | ২য় |
| ৯. সঞ্চয়ের লাভ কম দেয়া হয় | ৩ | ৮% | ৭ম |
| ১০. দলের সদস্য সংখ্যা কমে যাচ্ছে/ আগ্রহ হারাচ্ছে | ৭ | ১৮% | ৪র্থ |
| ১১. সকল সদস্য ঋণ নিতে চায় না | ১ | ৩% | ৯ম |
| ১২. ঋণ প্রদান প্রকৃয়া জটিল | ১ | ৩% | ৯ম |
| ১৩. প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না | ৭ | ১৮% | ৪র্থ |
| ৪৫. সরকারি সাহায্য-সহযোগিতা পায় না | ১ | ৩% | ৯ম |
| ১৫. সদস্যরা বেশি ঋণ না পেয়ে এনজিওর দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে | ১ | ৩% | ৯ম |
| ১৬. একক ঋণ বেশি না পাওয়ায় সদস্যরা অ-সন্তুষ্ট | ৩ | ৮% | ৭ম |
| ১৭. অফিস হতে সদস্যরা বীজ,সার ও কীটনাশক পায় না | ১ | ৩% | ৯ম |
| ১৮. প্রশিক্ষণের অভাবে ঘেরের মাছ মরে যায় | ১ | ৩% | ৯ম |
| ১৯. ঝড়-বৃষ্টির কারণে ঋনের কিস্তি পরিশোধে সমস্যা হয় | ২ | ৫% | ৮ম |
| ২০.দু-যোগের সময় উপকূলীয় এলাকায় ঘের হতে মাছ বের হয়ে যায় | ১ | ৩% | ৯ম |
| ২১.ম্যানেজারের সম্মানিভাতা চালু না থাকা | ১ | ৩% | ৯ম |
| ২২. প্রশিক্ষণ ভাতা কম দেয়া হয় | ১ | ৩% | ৯ম |
| ২৩.এমব্রয়ডারী পল্লীতে ঘরের অভাবে বাহিরে বসে কাজ করতে হয় | ১ | ৩% | ৯ম |
| ২৪. কোন ঝুকি নাই | ৪ | ১০% | ৬ষ্ঠ |

* একাধিক উত্তর আছে

**মোট উত্তরদাতা ৪০ এর উপর (%) করা হয়েছে।

গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার বিআরডিবি প্রকল্পভুক্ত সুফলভোগীগণের হাঁসের ডিম প্রক্রিয়াকরণের চিত্র।

কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী উপজেলার পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে গবেষকদলকে দেখা যাচ্ছে।

কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী উপজেলার পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা গবেষকদলের সাথে ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে ।

যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার ফুলচাষীগণের সাথে গবেষক দলের মতবিনিময়ের চিত্র।

## অধ্যায়-৮

## প্রাথমিক সমিতি ও দলের উপর বিআরডিবি এর কার্যক্রমের প্রভাব বিশ্লেষণ

বিআরডিবি শক্তিশালীকরণঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ক প্রাথমিক সমিতি ও দলের সদস্যদের মতামত ও বিআরডিবি এর কার্যক্রমের প্রভাব মূল্যায়ন:

বিআরডিবি শক্তিশালীকরণ: সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ক গবেষণার ইম্পেক্ট স্টাডির জন্য ১০ টি জেলার ১৫৪ জন প্রাথমিক ও দলের সদস্য থেকে উত্তর সংগ্রহ করা হয়। যেখানে কুমিল্লা, টাঙ্গাইল, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ও যশোর জেলায় উত্তরদাতার সংখ্যা ছিলো সর্বোচ্চ (১২%)। অপরদিকে, সুনামগঞ্জে উত্তরদাতার সংখ্যা ছিলো সবচেয়ে কম (৬%)। তবে হবিগঞ্জ, নওগাঁ, বগুড়া জেলায় উত্তরদাতার সংখ্যা ছিলো প্রায় সমান (৮%)। এবং বাগেরহাট জেলার উত্তরদাতার সংখ্যা ছিলো ১১%।

### ৭.১ সমিতি/ কর্মসূচী অনুযায়ী উত্তরদাতার সংখ্যা:

উল্লিখিত টেবিল-১ বিআরডিবি ১০ টি সমিতি/ কর্মসূচী অনুযায়ী উত্তরদাতার সংখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে। যেখানে, কেএসএস/বিএসএস সমিতির সদস্য সংখ্যা ছিলো সবচেয়ে বেশি (৫১ জন বা ৩৩%)। বিপরীতে, গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি, উদকনিক, ইরেসপো, পজীপ কর্মসূচীগুলোর উত্তরদাতার সংখ্যা ছিলো সবচেয়ে কম (৬ জন বা ৪%)। তবে, সদাবিক, পদাবিক, মউঅ, অ-প্রধান শস্য এবং পল্লী প্রগতির উত্তরদাতার সংখ্যা ছিলো যথাক্রমে ২১%, ১২%, ৮%, ৬% এবং ৫%।

| সমিতি/ কর্মসূচী অনুযায়ী উত্তরদাতার সংখ্যা: | মোট | (%) |
|---|---|---|
| কেএসএস/বিএসএস | ৫১ | ৩৩% |
| পদাবিক | ১৮ | ১২% |
| সদাবিক | ৩২ | ২১% |
| পল্লী প্রগতি | ৭ | ৫% |
| অ-প্রধান শষ্য | ১০ | ৬% |
| গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি | ৬ | ৪% |
| উদকনিক | ৬ | ৪% |
| ইরেসপো | ৬ | ৪% |
| পজীপ | ৬ | ৪% |
| মউঅ | ১২ | ৮% |
| মোট | ১৫৪ | ১০০% |

### ৭.২ প্রাথমিক সমিতি/কর্মসূচীতে সম্পৃক্ত হওয়ার সাল অনুযায়ী উত্তরদাতার সংখ্যা

উল্লিখিত টেবিল-২ এ প্রাথমিক সমিতি / কর্মসূচীতে সম্পৃক্ত হওয়ার সাল অনুযায়ী উত্তরদাতার সংখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে। যেখানে উত্তর দাতার সংখ্যা ১৯৭০-১৯৮০ সালের ৬% থেকে ক্রমন্বয়ে বেড়ে ২০০১-২০১০ সালে ৪০% এবং ২০১১-২০২৩ সালে ৩৫% উন্নতি লাভ করে।

| প্রাথমিক সমিতি/কর্মসূচীতে সম্পৃক্ত হওয়ার সাল অনুযায়ী উত্তরদাতার সংখ্যা | মোট | (%) |
|---|---|---|
| ১৯৭০-১৯৮০ | ৯ | ৬% |
| ১৯৮১-১৯৯০ | ১৫ | ১০% |
| ১৯৯১-২০০০ | ১৪ | ৯% |
| ২০০১-২০১০ | ৬২ | ৪০% |
| ২০১১-২০২৩ | ৫৪ | ৩৫% |
| মোট | ১৫৪ | ১০০% |

৭.৩ প্রাথমিক সমিতি/কর্মসূচীতে সম্পৃক্ত হওয়ার পর প্রাপ্ত সুবিধাসমূহ:

উল্লিখিত টেবিল-৩ এ সমিতির সদস্যরা প্রাথমিক সদস্য বা কর্মসূচীতে সম্পৃক্ত হওয়ার পর বিআরডিবি থেকে যেসব সুবিধাসমূহ পেয়েছেন সেগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে। যেখানে প্রায় শতভাগ লোক ঋণ পেয়েছেন। এবং সমিতির সদস্যগণ বিআরডিবি থেকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সুবধাটি পেয়েছেন প্রশিক্ষণ যা প্রায় ৬০ শতাংশ সদস্য বিআরডিবি থেকে সুবিধাটি পেয়েছেন। পাশাপাশি সঞ্চয় লাভ এবং শেয়ার সঞ্চয় জমা করেছেন যথাক্রমে ৪১ শতাংশ এবং ২০ শতাংশ সদস্যগণ । বিপরীতে, সমিতির সদস্যগণ বিআরডিবি থেকে সেলাই মেশিন এবং ম্যানেজার কমিশন - এই দুইটি সুবিধা সবচেয়ে কম সদস্য পেয়েছেন যার পরিমাণ মাত্র ১ শতাংশ। এবং প্রায় সমান্তরালভাবে পরামর্শ এবং সভা সেমিনারে উপস্থিত হওয়ার সুবিধা পেয়েছেন মাত্র ২ শতাংশ সমিতির সদস্য। পাশাপাশি, কৃষি উপকরণ, প্রশিক্ষণ ভাতা, প্রদর্শনী প্লট প্রাপ্ত হয়েছেন যথাক্রমে ৭ শতাংশ, ৫ শতাংশ এবং ৩ শতাংশ সদস্যগণ।

| প্রাথমিক সমিতি/কর্মসূচীতে সম্পৃক্ত হওয়ার পর প্রাপ্ত সুবিধাসমূহ | মোট | (%) |
|---|---|---|
| ঋণ পেয়েছে | ১৫৩ | ৯৯% |
| প্রশিক্ষণ পেয়েছে | ৯৩ | ৬০% |
| শেয়ার-সঞ্চয় জমা করেছে | ৩১ | ২০% |
| পরামর্শ পেয়েছে | ৩ | ২% |
| একতাবদ্ধ হয়েছে | ১০ | ৬% |
| সভা সেমিনারে ডাকে | ৩ | ২% |
| সচেতনতা বেড়েছে | ৮ | ৫% |
| সঞ্চয়ের লাভ পেয়েছে | ৬৩ | ৪১% |
| ম্যানেজার কমিশন পেয়েছে | ২ | ১% |
| কৃষি উপকরণ পেয়েছে | ১১ | ৭% |
| প্রদর্শনী প্লট পেয়েছে | ৪ | ৩% |
| প্রশিক্ষণ ভাতা পেয়েছে | ৭ | ৫% |
| সেলাই মেশিন পেয়েছে | ১ | ১% |

** (%) মোট উত্তরদাতা ১৫৪ এর উপর করা হয়েছে

৭.৪ প্রাথমিক সমিতি/কর্মসূচীতে সদস্য হওয়ার পর প্রথম ঋণ নেওয়ার পরিমাণ

উল্লিখিত টেবিল-৪ সমিতির সদস্যগণ প্রাথমিক সমিতি বা কর্মসূচীতে অন্তর্ভক্ত হওয়ার পর কত টাকা ঋণ নিয়েছেন তা উপস্থাপন করা হয়েছে। সদস্যগণ প্রাথমিক সমিতিতে বা কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর সর্বোচ্চ ৩,৪৫,০০০ টাকা ঋণ নিয়েছেন। এবং সর্বোচ্চ গড় ঋণের পরিমাণ ১৯,১৬৭ টাকা। বিপরীতে, সদস্যগণ সবচেয়ে কম ৭১,০০০ টাকা ঋণ নিয়েছেন। এবং সর্বনিম্ন গড় ঋণের পরিমাণ ৬,৫৬৬ টাকা।

| প্রথম ঋণ নিয়েছেন | মোট = ১৫৩ জন |
|---|---|
| মোট টাকা | ১৯,৪২,৪০০/ |
| গড় | ১২,৬৯৫/- |

৭.৫ প্রথম ঋণের টাকা যে সব কাজে ব্যবহার করা হয়েছে:

উল্লিখিত টেবিল ৫- এ সদস্যগণ প্রাথমিক সমিতি বা কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর প্রাপ্ত ঋণের টাকা যে সব কাজে ব্যবহার করেছেন তা উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রাথমিক সমিতির সদস্যগণ বা কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত সদস্যগণ বিআরডিবি থেকে প্রাপ্ত ঋণের টাকা সবচেয়ে বেশি কৃষি কাজে ব্যবহার করেছেন। যেখানে ৩৯ শতাংশ সদস্য তাদের প্রাপ্ত ঋণ কৃষি কাজে ব্যবহার করেছেন। পাশাপাশি, সদস্যগণ তাদের প্রাপ্ত ঋণ দ্বিতীয় সর্বোচ্চ (২২%) ব্যাবসার কাজে ব্যবহার করেছেন।

এছাড়া, সদস্যগণ মাছ চাষ, গবাদিপশু পালন এবং হাঁস-মুরগি পালন কাজে প্রাপ্ত ঋণ ব্যবহার করেছেন যথাক্রমে ১১%, ১০% এবং ৫%। অপরদিকে, সদস্যগণ বিআরডিবি থেকে প্রাপ্ত ঋণ চিকিৎসা, সন্তানদের লেখা-পড়ার খরচ, অ-প্রধান শস্য উৎপাদন, বিদেশ গমন, ঘর তৈরি এবং সাংসারিক খরচে সবচেয়ে কম ব্যয় করেছেন যা মাত্র ১ শতাংশ। এছাড়া, সদসস্যগণ প্রাপ্ত ঋণের টাকার ২ শতাংশ টাকা সেলাই মেশিন ক্রয়, কুটির শিল্প, জমি ক্রয় বা বন্ধক এবং ফুল চাষে ব্যয় করেন। এবং সদস্যগণ প্রাপ্ত ঋণের ৩ শতাংশ টাকা রিক্সা বা ভ্যান ক্রয়ে খরচ করেছেন।

| প্রথম ঋণের টাকা ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ | মোট | (%) |
|---|---|---|
| কৃষি কাজে | ৫৯ | ৩৯% |
| ব্যাবসা | ৩৪ | ২২% |
| সেলাই মেশিন ক্রয় | ৩ | ২% |
| মাছ চাষ | ১৭ | ১১% |
| চিকিৎসা | ১ | ১% |
| রিক্সা/ভ্যান ক্রয় | ৪ | ৩% |
| হাঁস-মুরগি পালন | ৭ | ৫% |
| ছেলে-মেয়ের লেখাপড়া | ২ | ১% |
| অ-প্রধান শষ্য উৎপাদন | ২ | ১% |
| বিদেশ গমন | ১ | ১% |
| কুটির শিল্প | ৩ | ২% |
| গবাদিপশু পালন | ১৬ | ১০% |
| জমি ক্রয়/বন্ধক | ৩ | ২% |
| ঘর তৈরী | ২ | ১% |
| সাংসারিক খরচ | ১ | ১% |
| ফুল চাষ | ৩ | ২% |

** একাধিক উত্তর আছে

** (%) মোট উত্তরদাতা ১৫৩ এর উপর করা হয়েছে

৭.৬ ঋণের টাকা ব্যবহারে লাভের পরিমাণ (টাকা):

| ঋণের টাকা ব্যবহারে লাভ | মোট = ১৪৬ জন |
|---|---|
| মোট লাভ টাকা | ৬,৫৯,৪৯০/ |
| গড় | ৪,৫১৭/- |

উল্লিখিত টেবিল-৬ এ সমিতির সদস্যগণ প্রাপ্ত ঋণ ব্যবহারে লাভের পরিমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। যেখানে কুড়িগ্রাম জেলার প্রাথমিক সমিতির সদস্যগণ ২,১৮,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে সর্বোচ্চ ১,৭৫,৯০০ টাকা লাভ করেছেন। এবং গাইবান্ধা জেলার প্রাথমিক সমিতির সদস্যরা ৩,১০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে লাভ পেয়েছেন ১,৬৬,৮০০ টাকা । অপরদিকে, হবিগঞ্জ জেলার প্রাথমিক সমিতির সদস্যরা ৭৮,৮০০ টাকা ঋণ নিয়ে সর্বনিম্ন ১৪০৫০ টাকা লাভ পেয়েছেন। কিন্তু কুমিল্লা জেলার প্রাথমিক সমিতির সদস্যরা ৩,৪৫,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে লাভ পেয়েছেন মাত্র ৫৪,০০০ টাকা। এখানে কুমিল্লা জেলার প্রাথমিক সমিতি সদস্যদের ঋণের পরিমাণ হবিগঞ্জ জেলার প্রাথমিক সদস্যদের ঋণের পরিমাণ কম হলেও তাদের লাভের পরিমাণ বেশি যা হবিগঞ্জ জেলার প্রাথমিক সমিতিগুলোর সবল দিক নির্দেশ করছে।

৭.৭ সমিতিতে ভর্তি হওয়ার পর এ পর্যন্ত (কতবার) ঋণ গ্রহণ অনুযায়ী উত্তরদাতার সংখ্যা (২০১০ এর পরে) :

| সমিতিতে ভর্তি হওয়ার পর এ পর্যন্ত (কতবার) ঋণ গ্রহণ | মোট | (%) |
|---|---|---|
| ১-৩ বার | ৩৮ | ২৬% |
| ৪-৬ বার | ৩০ | ২০% |
| ৭-১০ বার | ১২ | ৮% |
| ১১-১৩ বার | ৬৮ | ৪৬% |
| মোট | ১৪৮ | ১০০% |

উল্লিখিত টেবিল-৭ এ সমিতির সদস্যরা সমিতিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর কতোবার ঋণ নিয়েছেন তার নমুনা উপস্থাপন করা হয়েছে। সমিতির সদস্যরা সবচেয়ে বেশি ১১-১৩ বার ঋণ নিয়েছেন যেখানে ৪৬ শতাংশ সমিতির সদস্যরা ১১-১৩ বার বিআরডিবি থেকে ঋণ নিয়েছেন। ১-৩ বার ঋণ নিয়েছেন এমন সদস্যের সংখ্যা ২৬ শতাংশ। তবে সবচেয়ে কম ৭-১০ বার ঋণ নিয়েছেন মাত্র ৮ শতাংশ সমিতির সদস্যরা ।

**৭.৮ সর্বোমোট ঋণের পরিমাণঃ**

উল্লিখিত টেবিল-৮ এ সমিতির শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রাথমিক সমিতি বা কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত সমিতির সদস্যরা কতো টাকা ঋণ নিয়েছেন তা উপস্থাপন করা হয়েছে। কুমিল্লা জেলার প্রাথমিক সমিতির সদস্যরা বিআরডিবি থেকে সর্বোচ্চ ঋণ নিয়েছেন যার পরিমাণ প্রায় ৭২,১৫,০০০ টাকা। এবং যার গড় পরিমাণ ৪,০০,৮৩৩ টাকা। বাগেরহাটের সমিতির সদস্যরা বর্তমান সময় পর্যন্ত ঋণ নিয়েছেন ৬৩,১৪,০০০ টাকা এবং যার গড় পরিমাণ ৩,৭১,৪১১ টাকা। অপরদিকে, সুনামগঞ্জের সমিতির সদ্যরা ঋণ নিয়েছেন সবচেয়ে কম যার পরিমাণ ৭৩,০০০ টাকা এবং গড় ঋণ ১৮,২৫০ টাকা। গাইবান্ধা জেলার সমিতির সদস্যরা দ্বিতীয় সর্বনিম্ন ঋণ নিয়েছেন যার পরিমাণ ২২,০৯,০০০ টাকা।

| সর্বমোট ঋণ নিয়েছেন | মোট = ১৪৮ জন |
|---|---|
| সর্বমোট কত টাকা ঋণ নিয়েছেন | ৩,৫৫,০২,০০০/- |
| গড় | ২,৩৯,৮৭৮/- |

৭.৯ সমিতি হতে ঋণ গ্রহণ করে বাৎসরিক আয় বৃদ্ধির পরিমাণ

উল্লিখিত টেবিল-৯ এ সমিতির সদস্যরা এক বৎসরে প্রাপ্ত ঋণ থেকে যে লভ্যাংশ পেয়েছেন তা উপস্থাপন করা হয়েছে। গাইবান্ধা জেলার প্রাথমিক সমিতির সদস্যরা বা কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত সমিতির সদস্যরা এক বৎসরে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২২,০৯০০০ টাকা ঋণ নিয়ে সর্বোচ্চ ১১,০৫,০০০ টাকা লভ্যাংশ পেয়েছেন। কুড়িগ্রাম জেলার সমিতির সদস্যরা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৫,২২,০০০ টাকা লভ্যাংশ পেয়েছেন। অপরদিকে, সুনামগঞ্জ সমিতির সদস্যরা সবচেয়ে কম ঋণ নিয়ে সবচেয়ে কম লভ্যাংশ পেয়েছেন।

| সমিতি হতে ঋণ গ্রহণ করে বাৎসরিক আয় বৃদ্ধি হয়েছে | মোট = ১৪৮ জন |
|---|---|
| সর্বমোট কত টাকা আয় বৃদ্ধি হয়েছে | ৩১,০৫,৪৫০/- |
| গড় | ২০,৯৮২/- |

৭.১০ গত ১৩ (তের) বছরে ঋণ ব্যবহার করে আয়ের পরিমাণ

| | |
|---|---|
| গত ১৩ (তের) বছরে ঋণ ব্যবহার করে আয় হয়েছে | মোট = ১৪৮ জন |
| সর্বমোট কত টাকা আয় বৃদ্ধি হয়েছে | ২,৩১,০৮,৮৫০/- |
| গড় | ১,৫৬,১৪০/- |

**৭.১১ অর্জিত আয়ের টাকা যেসব কাজে ব্যবহার করা হয়েছে (উত্তরদাতার সংখ্যা)**

উল্লিখিত টেবিল-১১ এ এক বছরে সমিতির সদস্যরা বিআরডিবি থেকে প্রাপ্ত ঋণ এর লভ্যাংশ যেসব কাজে ব্যবহার করেছেন সেগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রাথমিক সমিতি বা কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত সমিতির সদস্যগণ বিআরডিবি থেকে প্রাপ্ত ঋণের লভ্যাংশ সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছেন শিক্ষা ক্ষেত্রে উপরের টেবিল অনুযায়ী ৬৫ শতাংশ সমিতির সদস্য তাদের লভ্যাংশ শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। একইভাবে ৬৪ শতাংশ সমিতির সদস্য তাদের ঋণের লভ্যাংশ তাদের প্রাত্যহিক খাদ্য ক্রয়ে ব্যয় করেন এবং ৫৭ শতাংশ সমিতির সদস্য ঋণের লভ্যাংশ পুনঃবিনিয়োগ করেছেন। সমিতির সদস্যদের এই তিনটি ক্ষেত্রে ব্যয়কে ইতিবাচক ব্যয় হিসেবে ধরা যেতে পারে। কারণ এই তিনটি ক্ষেত্রে লভ্যাংশের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটেছে। অপরদিকে, গরু ক্রয়, সিএনজি ক্রয় এবং বিদেশ পাঠানো এসব ক্ষেত্রে সব চেয়ে কম সদস্যরা ব্যয় করেছেন। যেটি তাদের পেশার পরিবর্তন এবং উন্নত জীবন প্রাপ্তির ইচ্ছার প্রতিফলন করছে। এ ছাড়া, সাংসারিক খরচ, ব্যবসা, জমি ক্রয়, চিকিৎসা, ঘর মেরামত এবং কৃষি কাজে ব্যয় যথাক্রমে ১২%, ৭%, ১৪%, ৭% এবং ৩% সমিতির সদস্যরা ব্যয় করেছেন।

| অর্জিত আয়ের টাকা কি কাজে ব্যবহার করেছেন | মোট | (%) |
|---|---|---|
| খাদ্য ক্রয় | ৯৪ | ৬৪% |
| শিক্ষা | ৯৬ | ৬৫% |
| পুনঃ বিনিয়োগ | ৮৪ | ৫৭% |
| সাংসারিক খরচ | ১৮ | ১২% |
| ব্যবসা | ১১ | ৭% |
| জমি ক্রয়/ বন্ধক | ২০ | ১৪% |
| চিকিৎসা | ১৮ | ১২% |
| বিদেশ পাঠানো | ১ | ১% |
| ঘর মেরামত /তৈরী | ১১ | ৭% |
| মাছ চাষ | ৪ | ৩% |
| কৃষি কাজ | ১১ | ৭% |
| সিএনজি ক্রয় | ২ | ১% |
| গরু ক্রয় | ১ | ১% |

** একাধিক উত্তর আছে।

** (%) মোট উত্তরদাতা ১৪৮ এর উপর % করা হয়েছে।

৭.১২ সমিতিতে সদস্য হওয়ার পূর্বে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সদস্যের সংখ্যা

উল্লিখিত টেবিল-১২ এ সমিতির সদস্যরা প্রাথমিক সমিতি বা কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্বে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কিনা তা উপস্থাপন করা হয়েছে। যেখানে সমিতিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর মাত্র ১২ শতাংশ সমিতির সদস্য প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন। অপরদিকে, ৮৮ শতাংশ সমিতির সদস্য কোন ধরনের প্রশিক্ষণ পান নাই।

| ধরণ | মোট | (%) |
|---|---|---|
| হ্যাঁ | ১৯ | ১২% |
| না | ১৩৫ | ৮৮% |
| মোট | ১৫৪ | ১০০% |

৭.১৩ হ্যাঁ হলে, প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের ধরণ:

উল্লিখিত টেবিল ১৩ এ সমিতির সদস্যরা সমিতির সদস্য হওয়ার পূর্বে যেসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন তা উপস্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪৭ শতাংশ, ৩২ শতাংশ এবং ২৬ শতাংশ সমিতির সদস্য যথাক্রমে কৃষি কাজ, হাস-মুরগি পালন এবং মাছ চাষের উপর প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। অপরদিকে, দক্ষতা উন্নয়ন, সেচ ব্যবস্থাপনা, সেলাই কাজ এবং গবাদি পশুপালনের উপর মাত্র ৫ শতাংশ এবং ১১ শতাংশ সমিতির সদস্যরা প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন।

| হ্যাঁ হলে, প্রাপ্ত প্রশিক্ষনের ধরণ | মোট | (%) |
|---|---|---|
| দক্ষতা উন্নয়ন | ১ | ৫% |
| হাঁস-মুরগি পালন | ৬ | ৩২% |
| মাছ চাষ | ৫ | ২৬% |
| গবাদিপশু পালন | ২ | ১১% |
| কৃষি কাজ/ ফুল চাষ | ৯ | ৪৭% |
| সেচ ব্যবস্থাপনা | ১ | ৫% |
| সেলাই কাজ | ১ | ৫% |
| মোট | | |

** একাধিক উত্তর আছে।

** (%) মোট হ্যাঁ উত্তরদাতা ১৯ এর উপর করা হয়েছে।

৭.১৪ সদস্য হওয়ার পর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সদস্যের সংখ্যাঃ

টেবিল-১৪ এ সমিতির সদস্যরা সমিতিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির সংখ্যা উপস্থাপন করা উপস্থাপন করা হয়েছে। যেখানে প্রাথমিক সমিতি বা কর্মসূচীর সদস্যরা সমিতিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া পর ৬২ শতাংশ সদস্য বিআরডিবি থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন এবং ৩৮ শতাংশ সমিতির সদস্য কোন ধরনের ট্রেনিং পান নাই।

| ধরণ | মোট |
|---|---|
| হ্যাঁ | ৯৫ |
| না | ৫৯ |
| মোট | ১৫৪ |

৭.১৫ হ্যাঁ হলে, প্রাপ্ত প্রশিক্ষনের ধরণ:

উল্লিখিত টেবিল-১৫ এ সমিতির সদস্যগণ সমিতিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর সেসব ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন সেগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে। সমিতিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর সমিতির সদস্যরা সবচেয়ে বেশি ট্রেনিং পেয়েছেন গবাদিপশু পালন এবং কৃষি কাজ বিষয়ক। যেখানে গবাদিপশুপালন, কৃষি কাজ এবং হাঁস মুরগি পালন বিষয়ে যথাক্রমে ৪৩% , ৪১% এবং ১৭% সমিতির সদস্য প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। সমিতিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্বে সদস্যরা এসব বিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণ ট্রেনিং পান নাই। অপরদিকে, বৃক্ষ রোপন, সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন মাত্র ১ শতাংশ সদস্য। দক্ষতা উন্নয়ন, ফুল চাষ, সেলাই কাজ, এবং অ-প্রধান শস্য উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন যথাক্রমে ২%, ৩%, ৪%, ৭% এবং ১১% সমিতির সদস্য।

| প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের ধরণ | মোট | (%) |
|---|---|---|
| ব্যবসা ব্যবস্থাপনা | ১ | ১% |
| মাছ চাষ | ২৫ | ২৬% |
| কৃষি কাজ | ৩৯ | ৪১% |
| গবাদিপশু পালন | ৪১ | ৪৩% |
| কুটির শিল্প | ৩ | ৩% |
| হাঁস মুরগি পালন | ১৬ | ১৭% |
| সচেতনতা বৃদ্দি | ১ | ১% |
| অ-প্রধান শষ্য উৎপাদন | ১০ | ১১% |
| নক্সী কাঁথা/ এমব্রডারী | ৭ | ৭% |
| দক্ষতা উন্নয়ন | ২ | ২% |
| বৃক্ষ রোপন | ১ | ১% |
| ফুল চাষ | ৩ | ৩% |
| সেলাই কাজ | ৪ | ৪% |

** একাধিক উত্তর আছে।

** (%) মোট হ্যাঁ উত্তরদাতা ৯৫ এর উপর করা হয়েছে।

৭.১৬ ভবিষ্যতে আরো প্রশিক্ষণের প্রয়োজন।

উল্লিখিত টেবিল-১৬ এ ভবিষ্যতে সমিতির সদস্যদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উপস্থাপন করা হয়েছে। যেখানে সর্বোচ্চ সংখ্যক সমিতির সদস্য (৯৬%) ভবিষ্যতে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে বলে মতামত দিয়েছেন। অন্যদিকে, মাত্র ৪ শতাংশ সমিতির সদস্য ভবিষ্যতে প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন না।

| ধরণ | মোট | (%) |
|---|---|---|
| হ্যাঁ | ১৪৮ | ৯৬% |
| না | ৬ | ৪% |
| মোট | ১৫৪ | ১০০% |

৭.১৭ ভবিষ্যতে কী ধরনের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন?

| প্রাপ্ত প্রশিক্ষনের ধরণ | মোট | (%) |
|---|---|---|
| কৃষি কাজ/সবজি চাষ | ৫৯ | ৪০% |
| গবাদিপশু পালন | ৮৫ | ৫৭% |
| হাঁস মুরগি পালন | ৩৪ | ২৩% |
| কম্পিউটার/ তথ্য-প্রযুক্তি | ৪ | ৩% |
| এমব্রয়ডারী | ৫ | ৩% |
| সেলাই | ৩৬ | ২৪% |
| মাছ চাষ | ৫১ | ৩৪% |
| অন-লাইন ব্যবসা | ১ | ১% |
| গরুর চিকিৎসা/ ডিএমএপ | ২ | ১% |
| কুটির শিল্প | ৬ | ৪% |
| ব্যবসা ব্যবস্থাপনা | ৫ | ৩% |
| ড্রাইভিং | ১ | ১% |
| ফুল চাস | ৩ | ২% |
| বিউটি পার্লার | ২ | ১% |
| অ-প্রধান শষ্য উৎপাদন | ৫ | ৩% |
| আম চাষ | ৫ | ৩% |
| প্রাথমিক চিকিৎসা | ১ | ১% |
| মোট | ৩০৫ | |

** একাধিক উত্তর আছে

** (%) মোট উত্তরদাতা ১৪৮ এর উপর করা হয়েছে।

উল্লিখিত টেবিল ১৭ এ ভবিষ্যতে যেসব ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে সেগুলো উপস্থাপন করা হলো। সমিতির সদস্যরা গবাদিপশু পালন এবং কৃষি কাজ বিষয়ক প্রশিক্ষণ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বলে মতামত দিয়েছেন। ৫৭ শতাংশ এবং ৪০ শতাংশ সমিতির সদস্য গবাদিপশু পালন এবং কৃষি কাজ বিষয়ক প্রশিক্ষণের গুরুত্বারোপ করেছেন। ৩৪ শতাংশ এবং ২৪ শতাংশ সমিতির সদস্য মাছ চাষ এবং সেলাই বিষয়ক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন বলে মতামত দিয়েছেন। অপরদিকে, প্রথমিক চিকিৎসা, বিউটি পার্লার, ড্রাইভিং, গরুর চিকিৎসা, অন-লাইন ব্যবসা বিষয়ক প্রশিক্ষণে মাত্র ১ শতাংশ সসদ্য প্রয়োজন আছে বলে মতামত দিয়েছেন। এ ছাড়াও, আম চাষ , ফুল চাষ, অ-প্রধান শষ্য উৎপাদন, ব্যবসা ব্যবস্থাপনা এবং কুটির শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রয়োজন আছে বলে যথাক্রমে ৩%, ২% এবং ৪% সদস্য গুরত্বারোপ করেন।

অন্যান্য মতামত:

| প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের ধরণ | মোট | শতকরা (%) |
|---|---|---|
| চাহিদামত ঋণ দিতে হবে | ৬৪ | ৪২% |
| আইডি কার্ড এবং ছবি দিয়ে ঋণ দিতে হবে/ সহজ শর্তে ঋণ দিতে হবে | ১০ | ৬% |
| গ্রামে এসে ঋণ বিতরণ দরকার | ৫ | ৩% |
| আবেদনের ২/৩ দিনের মধ্যে ঋণ বিতরণ করা দরকার/ দ্রুত ঋণ বিতরণ দরকার | ১ | ১% |
| একক ঋণ দিতে হবে | ৩০ | ১৯% |
| নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিতে হবে | ৫৩ | ৩৪% |
| নিয়মিত সমিতি পরিদর্শন করতে হবে | ১ | ১% |
| সমিতির অফিস ঘর সরকারিভাবে তৈরী করে দিতে হবে | ৬ | ৪% |
| ম্যানেজার কমিশনের উপর শর্ত বাদ দিয়ে নিয়মিত ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা | ৪ | ৩% |
| সরকারি সেবা-সহায়তাগুলো সমিতির মাধ্যমে দিলে ভালো হবে | ৬ | ৪% |
| সুদের হার (৫-৮%) করা দরকার/ কমানো দরকার | ৪৪ | ২৯% |
| সদস্যে মৃত্যু হলে ঋণ মওকুপ করা দরকার | ২ | ১% |
| কৃষি উপকরণ সমিতির মাধ্যমে বিতরণ করা দরকার | ১৭ | ১১% |
| মাসিক কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ ব্যবস্থা দরকার | ৬ | ৪% |
| সেলাই মেশিন বিতরণ করা দরকার | ১ | ১% |
| নতুনভাবে ঋণ বিতরণ করা দরকার | ৮ | ৫% |
| একাউন্টের মাধ্যমে কিস্তি পরিশোধ ব্যবস্থা দরকার | ১ | ১% |
| ঋনের বিপরিতে সঞ্চয়/শেয়ারের পরিমান কমানো দরকার | ১ | ১% |
| বছরের যে কোন সময় ঋণ বিতরণ করা দরকার | ৩ | ২% |
| সমিতির মাধ্যমে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি দেয়া দরকার | ১ | ১% |
| সকল সদস্যকে ঋণ দেয়া দরকার | ১ | ১% |
| মাঠ কর্মীদের বেতন বৃদ্দি দরকার | ১ | ১% |
| সঞ্চয়-শেয়ারের উপর লাভ দেয়া দরকার | ৯ | ৬% |
| প্রশিক্ষনের মেয়াদ ও ভাতা বাড়ানো দরকার | ৪ | ৩% |

** একাধিক উত্তর আছে

** (%) মোট উত্তরদাতা ১৫৪ এর উপর করা হয়েছে।

উল্লিখিত টেবিলে সমিতির সদস্যরা অন্যান্য বিষয়ের উপর যে মতামত দিয়েছেন সেগুলো উপস্থাপন করা হলো। প্রাথমিক সমিতির সদস্যরা বা কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত সমিতির সদস্যরা সবচেয়ে বেশি নিয়মিত প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। যেখানে ৩৪% সদস্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ পেতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি, ২৯% সদস্য সুদের হার কমানো উচিত বলে মতামত দিয়েছেন। এছাড়াও, ১৯% সদস্য একক ঋণের এবং ১১% সদস্য সমিতির মাধ্যমে কৃষি বিতরণের উপর মতামত প্রদান করেছেন। অন্যদিকে, মাঠ কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি, সকল সদস্যদের ঋণ প্রদান, সমিতির মাধ্যমে

আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি প্রদান, ঋণের বিপরীতে সঞ্চয়/ শেয়ারের পরিমাণ কমানো, সেলাই মেশিন বিতরণ, সঞ্চয়-শেয়ারের উপর লাভ প্রদান এবং প্রশিক্ষণের মেয়াদ এবং ভাতা বাড়ানর প্রতি মতামত প্রদান করেছেন।

সমিতি/প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার আগে/পরের পারিবারিক অবস্থা (২০১০ সালের আগে এবং ২০২৩ সালের অবস্থা)

| ধরণ | | আগের অবস্থান (২০১০) সংখ্যা/পরিমাণ | পরের অবস্থান (২০২৩) সংখ্যা/পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| পেশা | কৃষি | ৪২ | ৪৮ |
| | চাকুরি | ৮ | ৯ |
| | ব্যবসা | ১৯ | ২৪ |
| | দিনমজুর (কৃষি/অকৃষি) | ৭ | ৪ |
| | গৃহিণী | ৪৩ | ৩৬ |
| | প্রবাসি | ১ | ০ |
| | গবাদিপশু পালন | ৬ | ৮ |
| | সেলাই/এমব্রয়ডারি | ৩ | ১৩ |
| | ছাত্র/ছাত্রী | ১০ | ০ |
| | মাছ চাষ | ৩ | ৫ |
| | গ্রাম্য ডাক্তার | ০ | ১ |
| | রিক্সা/ভ্যান চালক | ৩ | ০ |
| | ইলেকট্রিশিয়ান | ১ | ১ |
| | রাজমিস্ত্রি/ কাঠমিস্ত্রি | ৪ | ৩ |
| | কামার/ কুমার | ১ | ১ |
| | বেকার | ৩ | ১ |
| | মোট | ১৫৪ | ১৫৪ |

উল্লিখিত টেবিলে ২০১০ সালের পূর্বে এবং ২০২৩ সালে সমিতির ১৫৪ জন সদস্যদের পেশা, পারিবারিক অবস্থা, বসতবাড়ির অবস্থা, কৃষিযন্ত্রপাতি, নিরাপদ খাবার পানি, চিকিৎসা ও সামাজিক অবস্থার চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। পেশার ক্ষেত্রে ২০১০ সালের পূর্বে ৪২ জন সদস্য কৃষি কাজে সম্পৃক্ত ছিলো যেখানে ২০২৩ সালে ৪৮ জন সদস্য এই পেশায় কাজ করছেন। ২০১০ সালের পূর্বে ৮ জন সদস্য চাকুরি করত, ২০২৩ সালে ৯ জন সদস্য চাকুরিকে পেশা হিসেবে গ্রহন করেছেন। ২০১০ সালের পূর্বে ১৯ জন সদস্য ব্যবসার কাজে সম্পৃক্ত ছিলো , তবে ২০২৩ সালে এই সদস্যদের বড় একটি অংশ এই পেশায় জড়িত হয় যেখানে ২৪ জন সদস্য ব্যবসাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ২০১০ সালের পূর্বে ৭ জন সদস্য দিন- মুজুরের কাজ করলেও ২০২৩ সালে সদস্য সংখ্যা কমে সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ৪ জন। ২০১০ সালের পূর্বে ৪৩ জন নারী সদস্য গৃহিণীর কাজ করতেন কিন্তু ২০২৩ সালে ৩৬ জন সদস্য গৃহিণীর কাজের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন। ২০১০ সালের পূর্বে ৬ জন সদস্য সেলাই কাজ করতেন, ২০২৩ সালে ৮ জন সদস্য এই পেশায় কাজ করছেন। ২০১০ সালের পূর্বে ৩ জন সদস্য মাছ চাষ পেশায় সম্পৃক্ত ছিলেন কিন্তু ২০২৩ সালে ৫ জন সদস্য এই পেশায় সম্পৃক্ত হয়েছেন। ২০১০ সালের পূর্বে গ্রাম্য ডাক্তার ছিলো না কিন্তু ২০২৩ সালে ১ জন সদস্য গ্রাম্য ডাক্তারের পেশায় নিয়োজিত হয়েছেন। ২০১০ সালের পূর্বে ৩ জন সদস্য রিক্সা/ভ্যান চালানোর সাথে সম্পৃক্ত থাকলেও ২০২৩ সালে একজন সদস্যও এই কাজে নিয়োজিন হননি। ২০১০ সালের পূর্বে ৩ জন সদস্য বেকার থাকতেন কিন্ত ২০২৩ সালে মাত্র ১ জন সদস্য বেকার রয়েছেন।

| ধরণ | | আগের অবস্থান (২০১০) সংখ্যা/পরিমাণ | পরের অবস্থান (২০২৩) সংখ্যা/পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| জমির পরিমান (শতক) | | ১১৩২৬শতক | ১৩৮২৭ শতক |
| গড়ে (শতক) | | ৭৩ শতক | ৯০ শতক |
| ঘরের অবস্থা | পাকা | ০৭ | ২৯ |
| | আধা পাকা | ১৬ | ৫৭ |
| | মাটির ঘর | ৩৬ | ২২ |
| | টিনসেড | ৭১ | ৭৮ |
| | ছনের ঘর | ৩৮ | ১ |

উল্লিখিত টেবিলে জমির পরিমাণের বিবেচনায় ২০১০ সালের পূর্বে সদস্যদের মোট জমির পরিমাণ ছিলো ১১৩২৬ শতক যা গড়ে ৭৩ শতক এবং ২০২৩ সালে জমির পরিমাণ বেড়ে ১৩৮২৭ শতক যা গড়ে ৯০ শতক হয়েছে। ঘরের অবস্থার দিক থেকে, ২০১০ সালের পূর্বে পাকা ঘর ছিলো ০৭ জন সদস্যের কিন্তু ২০২৩ সালে ২৯ জন সদস্য পাকা ঘরে বসবাস করছে। ২০১০ সালের পূর্বে আধা-পাকা ঘর ছিলো ১৬ জন সদস্যের কিন্তু ২০২৩ সালে ৫৭ জন সদস্য আধা- পাকা ঘরে বসবাস করছে। ২০১০ সালের পূর্বে টিনশেড ঘর ছিলো ৭১ জন সদস্যের কিন্তু ২০২৩ সালে ৭৮ জন সদস্য টিনশেড ঘরে বসবাস করছে। অপরদিকে, ২০১০ সালের পূর্বে ছনের ঘর ছিলো ৩৮ জন সদস্যের কিন্তু ২০২৩ সালে মাত্র ০১ জন সদস্য ছনের ঘরে বসবাস করছে।

| ধরণ | | আগের অবস্থান (২০১০) সংখ্যা/পরিমাণ | পরের অবস্থান (২০২৩) সংখ্যা/পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| ঘরের আসবাবপত্র | ফ্রিজ | ১৫ | ১০৭ |
| | টিভি | ৩৪ | ১১১ |
| | খাট | ১৭৫ | ৩৮৭ |
| | আলমিরা | ৪২ | ১৩৬ |
| | সুকেজ | ৪৭ | ১৫৬ |
| | অন্যান্য (সোফা সেট) | ০ | ১৬ |

ঘরের আসবাবপত্র মালিকানা বিবেচনায়, ২০১০ সালের পূর্বে ফ্রিজ ছিলো ১৫ জন সদস্যের কিন্তু ২০২৩ সালে ১০৭ জন সদস্যের ফ্রিজ রয়েছে। ২০১০ সালের পূর্বে টিভি ছিলো ৩৪জন সদস্যের কিন্তু ২০২৩ সালে ১১১জন সদস্য সদস্যের টিভি রয়েছে। ২০১০ সালের পূর্বে খাট ছিলো ১৭৫জন সদস্যের কিন্তু ২০২৩ সালে ৩৮৭জন সদস্য সদস্যের খাট রয়েছে। ২০১০ সালের পূর্বে আলমিরা এবং সুকেজ ছিলো যথাক্রমে ৪২ জন এবং ৪৭ জন সদস্যের কিন্তু ২০২৩ সালে তা যথাক্রমে বেড়ে দাড়ায় ১৩৬জন এবং ১৫৬ জন সদস্যের। অপরদিকে ২০১০ সালে কোন সদস্যের সোফা সেট ছিলো না কিন্তু ২০২৩ সালে সোফা ব্যবহারকারীর সংখ্যা দাড়ায় ১৬ জন সদস্যের।

| ধরণ | | আগের অবস্থান (২০১০) সংখ্যা/পরিমাণ | পরের অবস্থান (২০২৩) সংখ্যা/পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| কৃষি যন্ত্রপাতি | খ্রেসার মেশিন | ১৩ | ১৫ |
| | স্প্রে মেশিন | ২৬ | ৫১ |
| | ট্রাক্টর | ৩ | ৩ |
| | পাওয়ার টিলার | ৯ | ৯ |
| | অন্যান্য (রাইচ মিল, স্যালো টিউবয়েল ডীপ টিউবয়েল) | ৪ | ৮ |

কৃষি যন্ত্রপাতি মালিকানা বিবেচনায়, ২০১০ সালের পূর্বে স্প্রেসার মেশিন ছিলো ১৩ জন সদস্যের কিন্তু ২০২৩ সালে মাত্র ১৫ জন সদস্যের স্প্রেসার মেশিন রয়েছে। ২০১০ সালের পূর্বে স্প্রে মেশিন ছিলো ২৬ জন সদস্যের কিন্তু ২০২৩ সালে ৫১ জন সদস্যের স্প্রে মেশিন রয়েছে। একইভাবে, ২০১০ সালের পূর্বে শ্যালো টিউবয়েল ছিলো ০৪ জন সদস্যের কিন্তু ২০২৩ সালে মাত্র ০৮ জন সদস্যের শ্যালো টিউবয়েল রয়েছে।

| ধরণ | | আগের অবস্থান (২০১০) সংখ্যা/পরিমাণ | পরের অবস্থান (২০২৩) সংখ্যা/পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| যানবাহন | সাইকেল | ৪২ | ৫৭ |
| | রিক্সা/অটো/ভ্যান | ১২ | ৫ |
| | মটর সাইকেল | ১১ | ৪৩ |
| | সিএনজি | ২ | ৮ |
| | অন্যান্য (গাড়ি, ট্রাক, পিক-আপ) | ০ | ২ |

যানবাহনের মালিকানা বিবেচনায়, ২০১০ সালের পূর্বে ৪২ জন সদস্যের সাইকেল ছিলো এবং ২০২৩ সালে ৫৭ সদস্যের সাইকেল রয়েছে। ২০১০ সালের পূর্বে ১১ জন সদস্যের মটর সাইকেল ছিলো কিন্তু ২০২৩ সালে এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৩ জন সদসের মটর সাইকেল রয়েছে। ২০১০ সালের পূর্বে ০২ জন সদস্যের সিএনজি ছিলো কিন্তু ২০২৩ সালে ৮ জন সদস্যের সিএনজি রয়েছে। অপরদিকে, ২০১০ সালের পূর্বে ১২ জন সদস্যের রিক্সা/ ভ্যান/ অটো ছিলো কিন্তু ২০২৩ সালে এই সংখ্যা কমে মাত্র ৫ জন সদস্যের রিক্সা/ ভ্যান/ অটো রয়েছে।

| ধরণ | | আগের অবস্থান (২০১০) সংখ্যা/পরিমাণ | পরের অবস্থান (২০২৩) সংখ্যা/পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| নিরাপদ খাবার পানি | হ্যান্ড টিউবয়েল | ১১৯ | ৮৯ |
| | বোতল সাপ্লাই | ০ | ২ |
| | পুকুর/কূয়া/কুপ | ১৯ | ৩ |
| | নদীর পানি | ৬ | ০ |
| | সাব-মার্সিবল পাম্প/ স্যালো টিউবয়েল/ ডিপ টিউবয়েল/সাপ্লাই | ৬ | ৫৩ |
| | বৃষ্টির পানি/ড্রাম | ৪ | ১৩ |

নিরাপদ খাবার পানি ব্যবহারের বিবেচনায়, ২০১০ সালের পূর্বে হ্যান্ড টিউবয়েল ব্যবহার করেছিলো ১১৯ জন সদস্য কিন্তু ২০২৩ সালে ৮৯ জন সদস্য হ্যান্ড টিউবয়েল ব্যবহার করছেন। অপরদিকে, ২০১০ সালের পূর্বে পুকুর বা কুয়া ব্যবহার করেছিলো ১৯ জন সদস্য কিন্তু ২০২৩ সালে ৩ জন সদস্য পুকুর বা কুয়া ব্যবহার করছেন। তবে ২০১০ সালের পূর্বে স্যাল/ ডিপ টিউবয়েল ব্যবহার করেছিলো মাত্র ০৬ জন সদস্য কিন্তু ২০২৩ সালে ৫৩ জন সদস্য স্যালো/ডিপ টিউবয়েল ব্যবহার করছেন। এবং ২০১০ সালের পূর্বে ০৪ জন সদস্য বৃষ্টির পানি ব্যবহার করেছিলেন কিন্তু ২০২৩ সালে ১৩ সদস্য বৃষ্টির পানি ব্যবহার করছেন।

| ধরণ | | আগের অবস্থান (২০১০) সংখ্যা/পরিমাণ | পরের অবস্থান (২০২৩) সংখ্যা/পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| চিকিৎসা ব্যবস্থা | হাসপাতাল | ৪৯ | ৫৮ |
| | কমিউনিটি ক্লিনিক | ০ | ২১ |
| | প্রাইভেট ক্লিনিক | ২৮ | ১০৪ |
| | গ্রাম্য ডাক্তার | ১০৬ | ১৯ |
| | ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র | ৩ | ৩ |
| | কবিরাজ | ০ | ০ |

চিকিৎসা ব্যবস্থা ক্ষেত্রে, ২০১০ সালের পূর্বে চিকিৎসার জন্য ৪৯ জন সদস্য হাসপাতালে যেতেন কিন্তু ২০২৩ সালে ৫৮জন সদস্য চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যাচ্ছেন। ২০১০ সালের পূর্বে কোনো সদস্য চিকিৎসার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিকে যেতেন না কিন্তু ২০২৩ সালে ২১ জন সদস্য চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যাচ্ছেন। অপরদিকে, ২০১০ সালের পূর্বে ১০৬ জন সদস্য চিকিৎসার জন্য গ্রাম্য ডাক্তারের কাছে যেতেন কিন্তু ২০২৩ সালে ১৯জন সদস্য চিকিৎসার জন্য গ্রাম্য ডাক্তারের কাছে যাচ্ছেন।

| ধরণ | | আগের অবস্থান (২০১০) সংখ্যা/পরিমাণ | পরের অবস্থান (২০২৩) সংখ্যা/পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| সামাজিক অবস্থান | খুব ভালো | ০ | ৩৬ |
| | ভালো | ৩২ | ১০৩ |
| | মোটামুটি | ১০৩ | ১১ |
| | খারাপ | ২০ | ০৪ |
| | মোট | ১৫৪ | ১৫৪ |
| ব্যাংক/সমিতি/দলে/ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে জমানো টাকা | | ৯,৭৬,০০০/- | ৭৭,৯১,১৭৭/- |
| অন্যান্য স্থায়ী সম্পদ | | ০ | ০ |

সামাজিক অবস্থার দিক থেকে, ২০১০ সালের পূর্বে কোনো সদস্যের সামজিক অবস্থা খুব ভালো ছিলো না কিন্তু ২০২৩ সালে ৩৬জন সদসের সামাজিক অবস্থা খুবই ভালো। ২০১০ সালের পূর্বে ৩২জন সদস্যের সামজিক অবস্থা ভালো ছিলো কিন্তু ২০২৩ সালে ১০৩জন সদসের সামাজিক অবস্থা ভালো বলে বিবেচিত হচ্ছে। অপরদিকে, ২০১০ সালের পূর্বে ১০৩ জন সদস্যের সামজিক অবস্থা মোটামুটি ভালো ছিলো কিন্তু ২০২৩ সালে ১১জন সদসের সামাজিক অবস্থা মোটামুটি ভালো। এবং একইভাবে, ২০১০ সালের পূর্বে ২০ সদস্যের সামজিক অবস্থা খারাপ ছিলো কিন্তু ২০২৩ সালে ০৪জন সদসের সামাজিক অবস্থা খারাপ বলে বিবেচিত হচ্ছে। ২০১০ সালের পূর্বে সমিতির সদস্যের জমানো টাকা ছিলো ৯,৭৬,০০০ টাকা কিন্তু ২০২৩ সালে টাকার পরিমাণ বেড়ে ৭৭,৯১,১৭৭ টাকা হয়েছে।

উপরের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, অধিকাংশ সূচকেই সমিতির সদস্যদের পূর্বের অবস্থা থেকে বর্তমান অবস্থা ভালো হয়েছে। অর্থাৎ বিআরডিবি'র একটি ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে।

কুড়িগ্রাম জেলার উপ-পরিচালক মহোদয় ভুরুঙ্গামারী উপজেলায় গবেষকদলের সাথে তথ্য সংগ্রহে সহায়তা করছেন।

যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্পের চিত্র।

যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার বিআরডিবি'র প্রকল্পভুক্ত মহিলাগণের টেইলারিং কাজ করার চিত্র।

বিআরডিবি শক্তিশালীকরণঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা শীর্ষক গবেষণার গবেষকদ্বয়ের সৈয়দপুর বিমান বন্দরে উপস্থিতি।

## অধ্যায়-৯
## বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের কেআইআই ফলাফল বিশ্লেষণ

বিআরডিবি'র বর্তমান ভূমিকা, চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যত করণীয় বিষয়ে বাংলাদেশের কয়েকজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, বিআরডিবি'র ২ জন প্রাক্তন মহাপরিচালক ও বর্তমান মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে কেআইআই পরিচালনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। উক্ত আলোচনার সার সংক্ষেপ নিম্নে উস্থাপন করা হলোঃ

### সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু, সাবেক মহাপরিচালক, বিআরডিবি-এর মতামত

সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু, সাবেক মহাপরিচালক, বিআরডিবি, বলেন যে, বিখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী ড. আখতার হামিদ খাঁন কর্তৃক উদ্ভাবিত চারটি স্বতন্ত্র উপাদান যে গুলো একসাথে কুমিল্লা মডেল নামে পরিচিত। "কুমিল্লা পদ্ধতিকে" একটু বিস্তারিতভাবে বললে বলা যায় যে, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা (টিটিডিসি), পল্লী পূর্ত কর্মসূচী (আরডব্লিউপি), থানা সেচ কর্মসূচী (টিআইপি), এবং একটি দ্বি-স্তরযুক্ত সমবায় ব্যবস্থা। বর্তমানে প্রাথমিক সমবায় গ্রামে চালু রয়েছে এবং ফেডারেশনগুলি থানা পর্যায়ে কাজ করছে। ড. আখতার হামিদ খাঁন কর্তৃক উদ্ভাবিত বিশ্ব নন্দিত 'কুমিল্লা মডেল' এর মাধ্যমে সৃজিত ''দ্বি-স্তর সমবায় সমিতির নামে প্রথমে কাজ শুরু করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) বা ''দ্বি-স্তর সমবায় ব্যবস্থা'' এর সফলতার প্রেক্ষাপটে পল্লী উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং তাঁহার নির্দেশে পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি)'কে সারা দেশে সম্প্রসারিত করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সরকার কর্তৃক গৃহীত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আইআরডিপি এর বিশাল অবদানের স্বীকৃতি এবং পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণে কৌশল নেওয়া হয়। ফলে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে এর কার্যক্রম বিশেষভাবে গ্রামীণ সংগঠন সৃষ্টি, নেতৃত্বের বিকাশ, কৃষির আধুনিকায়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি, দারিদ্র বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং নিজস্ব সঞ্চয় জমানোর মাধ্যমে পুঁজি গঠন করে ক্ষুদ্র ঋণের ভিত্তি রচনায় ব্যাপক সফলতা অর্জন করে। জাতির পিতার মৃত্যুর এর পর সমবায় আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। ফলে বিআরডিবি সমবায় সমিতির পাশাপাশি গ্রাম পর্যায়ে অনানুষ্ঠানিক দল গঠনের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করে কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে। পল্লীর ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলা জনগোষ্ঠিকে সমবায় সমিতি ও অনানুষ্ঠানিক দলে সংগঠিত করে প্রয়োজনীয় সেবা ও উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে বিআরডিবি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্মকর্মসংসহান সৃষ্টির মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন, দারিদ্র্য নিরসন এবং নারীর ক্ষমতায়নে নিরলসভাবে কাজ করছে। তবে বর্তমানে বিআরডিবি-এর আইন এবং সমবায় আইন বিআরডিবি'র কাজের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তথাপি বিআরডিবি "ওয়ান পল্লী, ওয়ান প্রোডাক্ট" নিয়ে কাজ করতে পারে। বিআরডিবি দ্বি-স্তর পদ্ধতি ছাড়া বহুমুখী কাজ না করলে প্রতিষ্ঠানটিকে টিকানো কঠিন হয়ে যাবে।

### হুমায়ুন খালিদ, প্রাক্তন মহাপরিচালক, বিআরডিবি-এর মতামত

- **বিআরডিবি ম্যান্ডেট অনুযায়ী কাজ করছে নাঃ** জনাব হুমায়ুন খালিদ, প্রাক্তন মহাপরিচালক, বিআরডিবি, বলেন যে, আইআরডিপি থেকে বিআরডিবির সৃষ্টি হয়। আইআরডিপি'র মূল লক্ষ্য ছিল গ্রামীণ মাঝারি, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য সমবায় সমিতি গঠন করে সংগঠিত করা। গ্রামভিত্তিক এ সকল সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে

কৃষির আধুনিকায়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে প্রয়াস নেয়া। সত্তরের দশকে 'অধিক খাদ্য ফলাও' আন্দোলন থেকে শুরু করে বর্তমান 'পল্লী উন্নয়নে সোনালী সোপান' হিসেবে বিআরডিবি'র অনেক কাজ ঐ সময়ে প্রশংসিত ছিল। সত্তরের দশকে কৃষি উৎপাদন দ্বিগুণ হওয়ার পিছনে বিআরডিবি'র অবদান সর্বজন স্বীকৃত। সে সময় বিআরডিবি বিভিন্ন ধরনের হস্তচালিত নলকূপ ও গভীর নলকূপ কৃষকদের মাঝে বিতরণের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থা গতিশীল করা এবং এর মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা সক্ষম হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে বিআরডিবি তার ম্যান্ডেট অনুযায়ী কাজ করছে না। বিআরডিবি'র ম্যান্ডেট অনুযায়ী এটি একটি কর্পোরেট বডি। এই কর্পোরেট বডি কি তা আমাদের বুজতে হবে। এ প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতা সরকার দেয় কিন্তু সেটা হওয়ার কথা ছিল না। কোন সংস্থার যথেষ্ট স্বায়ত্তশাসন না থাকলে ঐ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাটি দূর্বল হবে এটাই স্বাভাবিক। বর্তমান বিআরডিবি একবারে একটি অধিদপ্তরের মতো আচরণ করছে যা কাংখিত নয়।

❖ **বিআরডিবি'র অধিদপ্তর হওয়া প্রসংগেঃ** সরকার সবসময় চিন্তা করে কীভাবে এসব প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক লাভ নেওয়া যায়। যেমন মিল্ক ভিটা অধিদপ্তর হিসাবে কোনো উন্নতি করতে পারছে না। একটা অধিদপ্তর হলে মন্ত্রণালয়কে কতোগুলো গাড়ি দিতে হয়, কত লিটার তেল দিতে হয় তাহলে এই বিবেচনায় বিআরডিবি তার কাজটা করতে পারবে? তাদের খুশি না রাখলে তারা সরকারকে অস্থির করে রাখে। প্রকৃত অর্থে তাদের কাজের প্রতি মনোযোগ নাই। তাদের নিজেদের চাহিদার প্রতি মনোযোগ বেশি। এখন তারা কর্পোরেট বডিও না অধিদপ্তরও না। এই দুইয়ের মাঝামাঝি একটা প্রতিষ্ঠান।

❖ **দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায় সমিতিকে শক্তিশালি করতে হবেঃ** মানুষের উপকারের জন্য টু-টায়ার পদ্ধতিটা সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি। শুধু কৃষকদের সমবায় থাকবে কেনো বরং সকল পেশার মানুষের জন্য সমবায় থাকতে হবে। যেমন ভিক্ষুকদের সমবায় সমিতি এবং ছাত্রদের সমবায় সমিতি থাকতে পারে। ড. আখতার হামিদ খানের সমবায় সমিতি বর্তমান সময়েও প্রাসঙ্গিক। একটা গ্রামে মানুষের কত সম্পদ আছে তা একত্র করার সুন্দর কৌশল হলো সমবায় পদ্ধতি। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে সমবায় সমিতি হতে পারে। আবার শিক্ষকদের নিয়ে সমবায় সমিতি হতে পারে। এদেরকে নিয়ে কেন্দ্রীয় পর্যায়ের সমিতি হতে পারে। জেলা পর্যায়ে বা বিভাগীয় পর্যায়ের সমিতি নিয়ে ফেডারেল সমবায় সমিতি হতে পারে। সমবায়ের ৭টি নীতিমালা অনুসরণ করলে সমবায় সমিতি সঠিকভাবে চলবে যেখানে গণতান্ত্রিক বিধি বিধান মেনে মানুষের স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ থাকবে।

❖ **বিআরডিবি-এর প্রকল্প প্রসঙ্গেঃ** প্রকল্পের মাধ্যমে বিআরডিবি গ্রুপ সৃষ্টি করে ঋণ প্রদান করছে। কিন্তু প্রকল্প শেষ হলে গ্রুপগুলো শেষ হয়ে যায়। এর ফলে বিআরডিবি'র মূল কাজ ব্যাহত হচ্ছে। প্রকল্প শেষ হওয়ার মাধ্যমে গ্রুপগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে আরো লোক অনুৎসাহিত হচ্ছে। প্রজেক্ট পদ্ধতিটা সমবায়কে শেষ করে দিচ্ছে। মাইক্রোক্রেডিট এর জন্য প্রজেক্টের প্রয়োজন নাই। প্রজেক্ট হচ্ছে যা আমার বিদ্যমান আছে তা দিয়ে না হলে প্রজেক্ট প্রয়োজন হয়। প্রকল্পভুক্ত দলগুলোর মধ্যে তাদের কার্যক্রমের ভিত্তিতে একজনও স্বাবলম্বী হতে পারে না।

❖ **প্রাথমিক সমিতিগুলোর পরিচর্চা করাঃ** প্রাথমিক সমিতিগুলোর যথাযথ পরিচর্চা করতে হবে যাতে প্রাথমিক সমিতিগুলোর টাকা দিয়ে ইউসিসিএ চলতে পারে। প্রাথমিক সমিতির সদস্যদের বীজ দিতে হবে কেনো। এমন

ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সে তার একখন্ড জমিতে বীজ উতপাদন করতে পারে। এর পাশাপাশি বিআরডিবি সমিতির সস্যদের মার্কেট লিংকেজ তৈরি করে দিবে।

- **বিআরডিবি'র সমিতিসমূহ অডিট প্রসঙ্গেঃ** বিআরডিবি'র সমিতিসমূহ অডিট করানোর জন্য একটি নিরপেক্ষ ও স্বাধীন অডিট গ্রুপ থাকতে পারে। ডিজি চাইলে যে কাউকে অডিট করার জন্য অনুমোদন দিতে পারে। অবসরপ্রাপ্ত অডিটদের মাধ্যমেও অডিট কাজ করাতে পারে। অথবা বিআরডিবি'র কর্মকান্ডকে ডিজাটালাইজ করার মাধ্যমে অডিট কার্যক্রমকে সহজিকরণ করতে পারে। যেখানে অনলাইনের মাধ্যমে খুব সহজে রেজিস্ট্রেশন করা যেতে পারে।

**জনাব আঃ গাফ্ফার খান, মহাপরিচালক, বিআরডিবি-এর মতামত**

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের কাজ হচ্ছে পল্লীর গরীব মানুষকে সংগঠিত করে একটি গ্রুপ তৈরি করার মাধ্যমে তাদের ট্রেনিং দেওয়া এবং ট্রেনিং অনুযায়ী তাদের একটি ঋণ প্রদান করা। এর মাধ্যমে তার কর্মসংস্থান হতে পারে।

**বিআরডিবি'র চ্যালেঞ্জসমুহঃ**

- **জনবলের অভাব:** জনবল বিআরডিবি এর একটি বিরাট সমস্যা । অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে, জনবলের মধ্যে কোন কোন উপজেলা অফিসে ইউআরডিও নাই। এআরডিও এর পদশূন্য এবং ইউসিসিএ আবর্তক ঋণ, বিভিন্ন প্রকল্প বা কর্মসূচির মাঠকর্মী, সংগঠক না থাকায় সার্বিক কাজ ভালোভাবে করা যাচ্ছে না। এক প্রকল্পের কর্মী দিয়ে অন্য প্রকল্পের কাজ করানো হচ্ছে ফলে নতুন মাঠ কর্মী সমিতিতে গেলে ঠিকমতো ঋণের কিস্তি আদায় করতে পারে না।
- **পর্যাপ্ত ঋণ না পাওয়া:** সমিতির সদস্যরা চাহিদামতো ঋণ পায় না। ঋণের সিলিং কম হওয়ায় তারা ঋণের টাকা সঠিক খাতে খরচ করতে পারে না। সে জন্য ঋণের সিলিং বৃদ্ধি করে সমিতির সদস্যদের একটি নির্দিষ্ট কাজে উৎসাহিত করার মাধ্যমে তাদের স্বাবলম্বী করা যেতে পারে।
- **প্রশিক্ষণের অভাব:** বর্তমান সময়ে প্রশিক্ষণ খাতে বাজেটের স্বল্পতার কারণে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় না। অনেক সময় সমিতির সভাপতি কিছু সংখ্যক প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকেন। ফলে প্রশিক্ষণ খাতে বরাদ্ধ বাড়িয়ে আইজিএ প্রশিক্ষণ বাড়ানো যেতে পারে।
- **সরকারী প্রণোদনা বা প্রশিক্ষণ:** সরকারী যে কোন অনুদান, বিভিন্ন উপকরন যেমনঃ সেলাই মেশিন, হাঁস-মুরগী, গরু ছাগল, কৃষি যন্ত্রপাতি, কৃষি উপকরণ ইত্যাদি না পাওয়ায় সমিতির সদস্যরা মনোবল হারাচ্ছে।
- **ঋণের সুদ বিভিন্ন রকম হওয়া:** বিআরডিবি এর কিছু কিছু প্রকল্প বা সমিতির ঋণের সুদ ১১%, আবার কোন কোন কর্মসূচির ঋণের সুদ/সার্ভিস চার্জ ৯%। মউঅ, গাইবান্ধা প্রকল্প, দৈনিক কর্মসূচির প্রথম সমিতি গঠনের সময় স্বল্প সুদে ঋণ দেয়া হয়। কিন্তু বর্তমানে তা বৃদ্ধি করার ফলে সদস্যরা ঋণ গ্রহণে আগ্রহ হারাচ্ছে। কোন কোন প্রকল্পের সদস্যরা যদি সোনালী ব্যাংকের অর্থায়নে বিআরডিবি এর মাধ্যমে ঋণ নেয় তবে সে ক্ষেত্রে সদস্যরা সেবা চার্জ দিতে হয় ১৮%। সুদের এই বৈষম্যের কারণে কর্মসূচির সমিতিগুলি দুর্বল হয়ে পড়েছে।

- **ম্যানেজার ভাতা/কমিশিন না পাওয়া:** প্রকল্পগুলি চালুর সময় সমিতির ম্যানেজারদের মাসিক ভাতা বা ঋণের কিস্তি আদায়ের উপর কমিশিন দেয়া হতো কিন্তু কর্মসূচী হওয়ার পর ঐ ভাতা ঠিকমত পায় না বা বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে কোন সম্মানী ছাড়া তারা এই কাজ করতে আগ্রহী না।

**বিআরডিবি'র সম্ভাবনাঃ**

- আমরা বিআরডিবিকে অধিদপ্তর হিসেবে দেখতে চাই কারণ প্রতিবছর আমাদের পেনশন নিয়ে মন্ত্রণালয়ের সাথে দেন দরবার করতে হয়। আমাদের প্রকল্পগুলো খুব দেরিতে পাশ হয়। ফলে অধিদপ্তর হলে প্রকল্প শুরু এবং বাস্তবায়ন খুব দ্রুত হতে পারে;
- বিআরডিবি লিংক মডেল এবং কৃষি উপকরণ নিয়ে কাজ করতে পারে;
- বিআরডিবি'র ঋণ কার্যক্রমগুলো তুলে আনার জন্য প্রকল্পগুলো কর্মসূচি হয়ে চলমান থাকে। এর মাধ্যমে উপকারভোগীরা উপকার পায়। বিআরডিবিকে বড় বড় প্রকল্প দিলে গ্রাম অঞ্চলে স্কুল স্থাপন, সেনিটেশন স্থাপনের মতো কাজগুলো করা যেতে পারে;
- চর অঞ্চলের মানুষকে ট্রেনিং দেওয়ার মাধ্যমে তাদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং তাদের উৎপাদিত ফসল নিয়ে কাজ করতে পারে;
- হাওড় এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী মানুষের জন্য কাজ করা যেতে পারে;
- নারী নেতৃত্ব বিকাশ ঘটানোর জন্য ইরেসপো প্রজেক্ট নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যেখানে প্রায় ৬০ শতাংশ নারী রয়েছে;
- নারীদের মার্কেট লিংকেজ, এফ-কমার্স, ই-কমার্স এর মাধ্যমে মার্কেট লিংকেজ বাড়ানো যেতে পারে;
- বিআরডিবি-এর গোডাউনগুলো মেরামত করা যেতে পারে যাতে করে এগুলো কৃষকরা কাজে লাগাতে পারে;
- জোড়াবাড়িগুলো মেরামত করে ইউসিসিএ-এর কর্মীদের বেতন-ভাতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে;
- বিভাগীয় কার্যালয় দরকার, বিভাগীয় অফিসের মাধ্যমে বিভিন্ন বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। জেলা অফিসগুলো নিজস্ব হওয়া উচিত;
- জনবল নিয়োগের সাথে আমাদের বেতন-কাঠামো নিয়ে চিন্তা করতে হবে।

**ইমিরেটাস প্রফেসর সাত্তার মন্ডল, গবেষণা ফেলো, বিআইডিএস, ঢাকা এর মতামত**

৬০ ও ৭০ এর দশকে সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ যথা-মাটি ও পানির সুষ্ঠু ব্যবহার ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে অধিক খাদ্য উৎপাদন, দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়নের জন্য একটি প্রয়াস নেওয়া হয়। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি যথা- উচ্চ ফলনশীল বীজ, চাষ যন্ত্র, সার, সেচ যন্ত্র ইত্যাদি সমবায় সমিতির মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে সম্প্রসারিত করা হয়। পরবর্তীতে IRDP প্রকল্পের মাধ্যমে আলোচ্য কৃষি প্রযুক্তিগুলি সম্প্রসারিত হয়। আশির দশকের দিকে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি উপকরণসমূহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হয়। বিএডিসি, বিআরডিবি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ইত্যাদি এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। ৮০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে এ সকল কার্যক্রমের মূল্যায়নের ভিত্তিতে চাষ যন্ত্র, ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, সেচযন্ত্র, সার, বীজ ইত্যাদি বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রদান করা হয়। সে সময় প্রকল্প

সহায়তার মাধ্যমে বিভিন্ন গভীর নলকূপ ভিত্তিক এবং উৎপাদন উপকরণ বিতরণে সফল কৃষি সমবায় সমিতি গড়ে উঠেছিলো যার মধ্যে বামাইল, দিদার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সে সময় সমিতির ব্যবস্থাপনা খরচ বিবেচনায় আনা হয়নি বিধায় উপকরণ সহায়তার জন্য স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে মানুষ কাজ করতো।

উন্নয়নের ক্রমধারায় এবং কৃষি উপকরণের প্রাপ্যতা বেসরকারিকরণের ফলেই কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যক্তি পর্যায়ে চলমান রয়েছে যেমন- পাওয়ার টিলার বা ট্রাক্টর, অগভীর নলকূপের মালিকগণ একটি নির্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে জমি চাষ ও সেচ প্রদান করে। বর্তমানে কৃষি শ্রমিক অন্য পেশায় চলে যাওয়ায় শ্রমিক স্বল্পতা দেখা যায় এবং বিভিন্ন পর্যায়ে কৃষক তাদের জমি বর্গা বা লীজ প্রদান করছে। ফলে নতুন ধারার কৃষি খামারকরণ পদ্ধতি প্রচলন দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ খরপোস কৃষি থেকে বাণিজ্যিক কৃষির প্রসার ঘটেছে। এখানে রেন্টিয়ার (Renteir) এবং চুক্তিভিত্তিক কৃষির উন্মেষ ঘটেছে। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, কোন কোন কৃষি উদ্যোক্তা অন্যের জমির লীজ নিয়ে পেয়ারা, আম, পুকুরে মৎস্য চাষ, তরমুজ, বাঙ্গী ইত্যাদি চাষ করছে। বর্তমানে ভাড়াভিত্তিক উন্নত কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহারের (চাষ ও সেচ যন্ত্র) পাশাপাশি বিভিন্ন গ্রামে Rural Township গড়ে উঠেছে এবং আস্তে আস্তে বাজার-ঘাট গড়ে উঠেছে (Growth centre) যেখানে গ্রামীণ উৎপাদিত পণ্যের বাজার গড়ে উঠেছে। পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে রেন্টিয়ার ও চুক্তিভিত্তিক কৃষি, Rural Township, বাণিজ্যিক কৃষি, ভাড়াভিত্তিক কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে বিবেচনা করে বিআরডিবি'র ম্যান্ডেট পুনঃ বিবেচনা করা যেতে পারে। বর্তমান Context এর আলোকে নতুন নতুন ধ্যানধারণা নিয়ে বিআরডিবি নব উদ্যোগে তাদের কাজ শুরু করতে পারে। বিআরডিবি'র ঋণ কার্যক্রম আরও লাভজনক করার জন্য নতুন নতুন এরিয়াতে কাজ করার সুযোগ আছে এবং নতুন নতুন পণ্য সৃজন ও বাজারজাতকরণে বিআরডিবি ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশের দারিদ্র্য প্রবন এলাকাসমূহে (Poverty stricken areas) সেখানে সমিতি বা দল ভিত্তিক কার্যক্রম কার্যকর (feasible) সে সব এলাকাসমূহে বিশেষত: হাওর, উপকূলীয় অঞ্চল, চর এলাকা, নদী ভাংগন এলাকা বর্তমানে চলমান কার্যক্রমের সাথে প্রয়োজন অনুযায়ী (Need based) নতুন নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। পল্লী উন্নয়নে বিশেষজ্ঞ প্যানেল দ্বারা বিআরডিবি'র কার্যক্রম পুর্নবিন্যাসে একটি রিভিউ কর্মশালা সংগঠন করা যেতে পারে।

**ড. বিনায়ক সেন, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস), ঢাকা এর মতামত**

সমবায় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ খুব একটা সফল হয়নি। এটি কি এ কারণে যে, আমাদের দেশের মানুষের সমবায়ের চেতনা (cooperation instinct) নেই - বিষয়টি তেমন নয় কারণ বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে সমবায়ের চেতনা অবশ্যই রয়েছে। ড. বিনায়ক সেন মনে করেন যে, একই ধরনের জমির মালিকদের (similar land size), একই ধরনের পেশার, একই ধরনের সমস্যা নিয়ে সমবায় হতে পারে। সে অর্থে ধনী, মাঝারি, ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীনদের নিয়ে সমবায় করলে তা সফল হবে না কারণ এখানে অনেক বৈপরিত্ত ও ভিন্নতা (heteroginity) রয়েছে। কিন্তু একই ধরনের ভূমির মালিকদের মধ্যে (similar land size) সমবায় হতে পারে। আমাদের দেশেতো কোন ভূমি

সংস্কার হয়নি এবং জমির পরিমানে যথেষ্ট ভিন্নতা রয়েছে। Land Size ভীষণ fragmentd, তাই সমবায়ের ধারণা যথার্থভাবে এখানে প্রয়োগ করা কঠিন।

ড. বিনায়ক সেন বলেন যে, এ বিষয়ে তাঁর উপর ড. মাহাবুব হোসেনের চিন্তার যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। তিনি মূলত: social marketing economy'র উপর গুরুত্বারোপ করেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন যে, গ্রামীণ সমাজে বিভিন্ন জায়গায় ইউজার গ্রুপ (user group) হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে একজন অন্যজনকে সাহায্য করছে। সেচ ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে সমবায় সমিতি হচ্ছে। একটা জমিকে (Plot) কেন্দ্র করে সমবায় হতে পারে তবে এটা হয়তো অনানুষ্ঠানিক (informal) সমবায় কিন্তু আনুষ্ঠানিক বা formal cooperative এর ক্ষেত্রে আমাদের সফলতা কম। তবে এ কথার মধ্যে দিয়ে আমাদের সংবিধানে যে সমবায় মালিকানার কথা বলা হয়েছে তাকে আমি অস্বীকার করছি না।

উদাহরণস্বরূপ তিনি ভারতের আমুল দুগ্ধ সমবায়ের কথা বলেন। ড্যানিস ও অন্যান্য দেশের সমবায়ের সফলতার প্রসঙ্গ তুলে এনে তিনি আরও বলেন যে, আমাদের দেশে আনুষ্ঠানিক সমবায় প্রতিষ্ঠানের সে ধরনের সফলতার উদাহরণ নেই। কিন্তু সেটা আমাদের দেশে কেন করা গেল না সেটাই বড় প্রশ্ন। এনজিওরা যদি সমবায় নিয়ে experiment করে তাহলে আমরা তাদের কাছ থেকে অভিজ্ঞতা শিখতে পারবো। Individual family তাদের স্ব স্ব উন্নয়নের জন্য তারা Land Rent করেছে। বাংলাদেশে বর্গা নেয়া জমির প্রায় ৫০% ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি। এখানে individual peasants, landless farmer দের আরও ক্ষমতায়িত করা, ভূমিহীনদের আরও নানাভাবে strengthen করা প্রয়োজন যাতে তারা individually ক্রমশঃ উপরের দিকে যেতে পারে।
বিআরডিবি আমাদের বোর্ড মেম্বার কিন্তু আমরা জানি না তারা কি করেছে। তাদের কাজের পরিধি কি - সাম্প্রতিক সময়ে তারা কি করছে - তা আমার ধারণা নাই। বিআরডিবির ভূমিকা নিয়ে আমার ঘোরতর প্রশ্ন রয়ে গেছে। বিআরডিবির উপরে আমরা কোন গবেষণা করিনি। আমার সময়েতো কোনো গবেষণা হয়নি, আমার আগের মহাপরিচালকও বিআরডিবির উপর কোন গবেষণা করেছে বলে আমার জানা নাই। কোন নতুন বীজ বাজারে আসলে এটার ভাল-মন্দ কি, এটা ভাল হলে চাষিকে extension service এর মাধ্যমে তা জানাতে হবে। এটা public good, এর জন্য এটা সরকারকেই করতে হবে। আর একটা বিষয় হলো যে, Unless you are sure that your organisation works perfectly in the merket set up, you shouldn't go for it। মোট কথা যেটা কাজ করবে না সেটার পিছনে ছোটার কোন দরকার নেই।

বিআরডিবি'র Rural Poor Project খুবই সফল একটি প্রকল্প ছিল। এটি কানাডিয়ান সিডা (CIDA) অর্থায়ন করেছিল। এটি সফল হওয়ার প্রধান কারণ ছিল এটি এনজিওদের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছিল। আমরা মনে করি যেখানে অন্যরা ভালো করেছে সেখানে সরকার বিনিয়োগ করবে কেন। আমরা ২০০৪ সালে হাফিজউদ্দীন খানের নেতৃত্বে একটা কাজ করেছিলাম। সেখানে আমরা দেখলাম ১৩/১৪ টা মিনিস্ট্রি একই কাজ করছে। আমাদের সুপারিশ ছিল যেগুলো এনজিওরা করতে পারে সেগুলো সরকারি মিনিস্ট্রি করার দরকার নেই। মিনিস্ট্রি থেকে সে-সব প্রোগাম বাদ দিয়ে তাদের অন্য কাজে মনোনিবেশ করা দরকার। আমাদের সুপারিশ বাস্তবায়ন হয়নি কেননা মন্ত্রণালয়ের ঐ সব কাজে উৎসাহ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন যে, সরকার কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে কাজ করছে। অন্যদিকে এনজিও,

ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংকসহ অন্যান্যরা ক্ষুদ্র ঋণ কার্যাক্রম চালাচ্ছে খুব সফলভাবে। সরকারের চেয়ে ঐ সকল বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম অনেক সফল, কার্যকরি ও পেশাগত দক্ষতা নিয়ে পরিচালনা করছে। এখানে সরকারি সংস্থার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম চালানো বাহুল্য।

ড. সেন মনে করেন যে, ড. আখতার হামিদ খানের কো-অপারেটিভ না থাকলে ষাটের দশক, আশি দশক এবং ৯০ দশকে এত তাড়াতাড়ি গ্রামের মানুষ মাইক্রোক্রেডিট মুভমেন্ট এ যেতে পারত না। এজন্য অনেকে বলে এ আন্দোলনগুলো হওয়াতেই আমাদের দেশের মানুষ ক্ষুদ্র ঋণ বিষয়ে সচেতন হয়েছে। বার্ডের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ গ্রামে চালু করার ফলেই ঋণ আদান-প্রদান কালচারটি ৮০ ও ৯০ দশকে গড়ে উঠেছিল সুতরাং আমি পল্লী উন্নয়নের সামগ্রিক ব্যর্থতাকে পুরোপুরি ব্যর্থতা বলি না। ব্যর্থতার মাধ্যমে আমরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, সেটার ফলেই মাইক্রোক্রেডিট যখন আসলো সেটাকে কেউ বিজাতীয় মনে করে নাই। যদিও এনজিওদের ক্ষুদ্র ঋণের ধারণা সরকারি ক্ষুদ্র ঋণের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন স্টাইলের ছিল তবুও গ্রামবাসী সেটাকে তারা গ্রহণ করেছে। সেটা যদি না থাকতো তাহলে ডক্টর ইউনুস সাহেবের বা ফজলে আবেদ খানের পক্ষে ক্ষুদ্র ঋণের এই movement টা এগিয়ে নেওয়া সম্ভব ছিল না।

বিআরডিবি'র প্রাক্তন মহাপরিচালক জনাব সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু মহোদয়ের সাথে কেআইআই পরিচালনার চিত্র।

বিআরডিবি'র বর্তমান মহাপরিচালক জনাব আঃ গাফ্ফার খান মহোদয়ের সাথে কেআইআই পরিচালনার চিত্র।

বিআরডিবি'র বর্তমান মহাপরিচালক জনাব আঃ গাফ্ফার খান মহোদয়ের সাথে কেআইআই পরিচালনার চিত্র।

বিআরডিবি'র প্রাক্তন মহাপরিচালক জনাব হুমায়ুন খালিদ মহোদয়ের সাথে কেআইআই পরিচালনার চিত্র।

## অধ্যায়-১০
## উপসংহার ও সুপারিশসমূহ

### ১০.১ উপসংহার

বিআরডিবি'র সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং প্রকল্পের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে মত বিনিময়ের মাধ্যমে গবেষণা ফলাফল থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামোতে উল্লেখিত জনবলের ৪১%-৫২% পদ সারাবছর শূন্য থাকে। অধিকন্তু উপজেলাসমূহে মূল কাঠামোর বাহিরে বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রমে জড়িত জনবলের শূন্যতা এবং তাদের পেনশন ও বেতন সংক্রান্ত সমস্যাজনিত কারণে পদ শূন্যতার ফলে প্রকল্প কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে। অপরদিকে, বিআরডিবি'র মূল ধারা ও প্রকল্পের বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রমের জন্য অতিরিক্ত কাজের চাপে সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়। অতএব, বিআরডিবি-কে শক্তিশালীকরণ ও কাজের গতিশীলতা আনয়নে কাজের পরিধি অনুযায়ী সঠিক জনবল পরিকল্পনা ও সমন্বয় সাধন অতীব জরুরী। এক্ষেত্রে মূলধারা ও প্রকল্পের কর্ম পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিচালনা করে অতিরিক্ত চাপ সামাল দেয়া যেতে পারে। অধিদপ্তর করার ক্ষেত্রে মূল সাংগঠনিক কাঠামো পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের সাথে প্রধান অফিসের প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়াবলী ডিজিটাল পদ্ধতি সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা প্রয়োগ ডিসেন্ট্রালাইজ করার প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয়েছে বিশেষ করে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ঋণ প্রদান নীতিমালা সমন্বয়ের ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রয়োগে ধারাবাহিক নীতি সহায়তা প্রয়োজন। উন্নয়ন কার্যক্রমের সকল ক্ষেত্রে মূলধনের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে যা যৌক্তিকীকরণ আবশ্যক। সকল স্তরের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও প্রকল্পভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা নগদ অর্থ প্রদান না করে যন্ত্রপাতি বা বস্তু ভিত্তিক সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে। বিআরডিবিভুক্ত সমিতিসমূহের রেজিস্ট্রেশন ও অডিট, ইউসিসিএ এর ঋণ বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত বিষয়ে উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং ইউসিসিএ এর সভাপতির মধ্যে দ্বন্দ্ব সমন্বয়, প্রকল্পভুক্ত কর্মচারীদের বেতন ও পেনশন সংক্রান্ত বৈষম্য নিরসন, সমিতি ও দলের ম্যানেজারদের মাসিক প্রণোদনা, সকল প্রকল্পের ঋণের হার সমন্বয়, বিআরডিবি'র সম্পদসমূহের বিশেষত সংরক্ষণাগার, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠান, গভীর নলকূপ ইত্যাদি ধারাবাহিক নীতি সহায়তার মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রমের সুনির্দিষ্টকরণের প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তার অভাবে বর্তমানে অর্ধেকের বেশি প্রাথমিক ও ইউসিসিএ সমিতি কার্যকর নেই যা বিবেচনা করা যেতে পারে। বিআরডিবি'র অনেক প্রতিশ্রুতিশীল প্রকল্প ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে যার প্রয়োজনীয়তা এখনও রয়েছে যেমন আইডেল, উদকানিক, পিআরডিবি ইত্যাদি প্রকল্পকে ভিন্ন পরিসরে নতুনভাবে শুরু করা যায়। কৃষি ও অকৃষি পণ্য উৎপাদনে জড়িত সমিতিসমূহের বাজারজাতকরণে বিশেষত আম, নকশী কাথা, হাঁসের বাচ্চা, ইত্যাদি সুফলভোগীদের কাজের লিংকেজ তৈরিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। মাঠ পর্যায়ে যানবাহন সুবিধা প্রদান করা প্রয়োজন হতে পারে। গত ১০ বছরে বিআরডিবি'র সাথে সম্পৃক্ততার কারণে গবেষণা এলাকার প্রাথমিক সমিতি ও দলের সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অনেক পরিবর্তন এসেছে। ঋণ ও প্রশিক্ষণ পাওয়ার ফলে বিভিন্ন প্রকার কৃষি ও অকৃষি কাজে তাদের আয় ও কর্ম সংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের পণ্য বাজারজাতকরণে লিংকেজ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের অর্জিত আয়ের সিংহভাগ অর্থ খাদ্য, শিক্ষা ও পুনঃ বিনিয়োগে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু পর্যাপ্ত ঋণ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হলে তাদের আর্থ-সামাজিক রূপান্তর আরও বহুগুনে বৃদ্ধি পেতে পারে। তাদের ঋণ আদায়ের হার প্রায় ৯০%। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে জানা যায় যে, প্রয়োজনীয় জনবল, সুলভ অথচ প্রয়োজনীয় ঋণ ও প্রণোদনামূলক প্রশিক্ষণ এবং বাজারজাতকরণে সুবিধা প্রদান করা গেলে বিআরডিবি বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে তার হৃত গৌরব ফিরিয়ে এনে দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। এ জন্য প্রয়োজন সঠিক কর্মপরিকল্পনা ও বাজেট সহায়তা এবং এ ক্ষেত্রে সরকারের সুদৃষ্টি ও নীতি সহায়তা আবশ্যক। আলোচ্য গবেষণার ফলাফলের আলোকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হলে সরকারের একটি কাংঙ্খিত উন্নয়ন পরিকল্পনা সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি পণ্য উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অভিষ্ট লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব এবং বাংলাদেশে দারিদ্যের হার কমপক্ষে ৫% কমিয়ে এনে জিডিপি উল্লেখ্যযোগ্য অবদান রাখতে পারবে। এ জন্য দেশী ও বিদেশী সহায়তার মাধ্যমে ব্যাপক বিনিয়োগ প্রয়োজন। এভাবে বিআরডিবি শক্তিশালীকারণের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা ২০৪১ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা কঠিন কিছু হবে না।

## ১০.২ সুপারিশসমূহঃ

- **পর্যাপ্ত জনবল নিয়োজন:** মাঠ পর্যায়ের তথ্যের আলোকে দেখা যাচ্ছে যে, সারা বছর বিআরডিবি-এর জনবল সংখ্যা ৪১-৫২ শতাংশ শূন্য থাকে। এক্ষেত্রে বর্তমান অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী বিআরডিবি-এর প্রয়োজনীয় জনবল নিয়মিত নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। আশা করা যায় যে, পর্যাপ্ত জনবল থাকলে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে বিআরডিবি আরো কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারবে।

- **একক ঋণ ও ঋণের সিলিং বৃদ্ধি করা:** প্রাথমিক সমিতির সদস্য এবং প্রকল্পভুক্ত দলগুলোর প্রদেয় উত্তরের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, প্রাথমিক সমিতির সদস্য এবং প্রকল্পভুক্ত দলগুলোর চাহিদা মাফিক ঋণ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমান বাজার মূল্যের সাথে ভারসাম্য বজায় রেখে ঋণের সিলিং বৃদ্ধি করা যেতে পারে এবং ঋণের সুদের হার নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে সকল প্রকল্পের জন্য অভিন্ন সুদের হার নির্ধারন করা যেতে পারে।

- **প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং প্রশিক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত ফান্ড প্রদান:** প্রাথমিক সমিতির সদস্য এবং প্রকল্পভুক্ত দলগুলোর প্রদেয় উত্তরের ভিত্তিতে ৯০ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন যে, সমিতির সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত ফান্ডের অভাবে সমিতির সদস্যদের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় না। এ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ খাতে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করে সদস্যদের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।

- **নিবন্ধন ও অডিট:** ইউসিসিএ'র প্রাথমিক সমিতিগুলোর বাজেট অনুমোদন, রেজিস্ট্রেশন ও অডিট কার্যক্রম উপজেলা সমবায় অফিস করে থাকে বিধায় দীর্ঘ সময় এবং অতিরিক্ত টাকা খরচ হয়। বিআরডিবি-এর সমিতিগুলোর নিবন্ধন ও অডিট সংক্রান্ত বিষয়ে সমবায় অধিদপ্তরের সাথে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব নিরসনে বিআরডিবি এবং সমবায় অধিদপ্তর মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নতুন নীতি (Policy) গ্রহণ করতে পারে যেখানে বিআরডিবি তাদের আনুষ্ঠানিক সমিতিগুলোর নিবন্ধন, অডিট সহ সকল কার্যক্রম নিজেরাই পরিচালিত করতে পারে। অথবা পেশাদার অডিট ফার্ম দিয়েও অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে। এমনকি বিআরডিবি দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমিতির ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে নিজেরা অনানুষ্ঠানিক দল গঠন করার মাধ্যমে দলসমূহের নিবন্ধন এবং অডিট কার্যক্রম নিজেরা পরিচালনা করতে পারে।

- **ইউআরডিও এবং ইউসিসিএ-এর সভাপতির দায়বদ্ধতা**
  ইউসিসিএ'র সমিতিসমূহের সদস্যদের ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতা ইউআরডিও এবং ইউসিসিএর সভাপতির দ্বায়বদ্ধতা থাকলেও ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে শুধু মাত্র ইউআরডিও এর দায়বদ্ধতা রয়েছে। এমতাবস্থায়, ইউআরডিও এবং ইউসিসিএর-এর সভাপতিকে ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতা নিয়ে আসা যেতে পারে।

- **দলীয় ঋণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা:** ঋণ বিতরণ ও আদায়ের কার্যক্রম বিশেষ করে প্রাথমিক সমিতি ও দলের ক্ষেত্রে ১-২ জন সদস্যদের কারণে যেন ঋণ কার্যক্রম ব্যহত না হয় সে বিষয়ে শিথিলতা আনয়নের জন্য উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং উপ-পরিচালক-কে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত প্রয়োগের ক্ষমতা অর্পণ করা যেতে পারে।

- **প্রকল্পসমূহে ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োগ:** উপজেলা পর্যায়ে বিআরডিবি'র নিজস্ব এবং অন্যান্য প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম সমন্বিতভাবে এক জায়গা থেকে (ওয়ান স্টপ সার্ভিস) পরিচালনা করতে ডিজিটাল পদ্ধতির প্রবর্তন করা যেতে পারে।

❖ **প্রকল্পের কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও চাকুরীর স্থায়িত্ব:** গবেষণার মাঠ পর্যবেক্ষণের আলোকে দেখা যাচ্ছে যে, শুধুমাত্র মউঅ প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা রাজস্বভুক্ত বেতন-ভাতা পেয়ে থাকেন। ফলে অন্যান্য প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা রাজস্বভুক্ত না হওয়ায় তাদের মধ্যে একধরনের হতাশা কাজ করে এবং কর্মের প্রতি অনাগ্রহ তৈরি হয়। এক্ষেত্রে মউঅ প্রকল্পের মতো বিভিন্ন প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজের সমন্বয় করে তাদের বেতন, চাকুরীর স্থায়িত্ব, পেনশনের নিশ্চয়তা বিধান করতে নীতি প্রণয়ন করা যেতে পারে।

❖ **স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ:** মাঠ পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, পল্লী ভবন, জোড়া বাড়ি, সমিতির গুদাম ঘর, হল রুম, প্রজেক্টর, কম্পিউটার, গভীর নলকূপ, চেয়ার, টেবিল সহ প্রাথমিক সমিতি ও কেন্দ্রীয় সমিতির বিভিন্ন ধরণের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ রয়েছে। বিআরডিবি'র সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

❖ **কেন্দ্রীয় তদারকি অথবা প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যক্রমের বিকেন্দ্রীকরণঃ** উপজেলা পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালনায় প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় অফিস তদারকি করতে পারে অথবা বিভাগীয় অফিস স্থাপনের মাধ্যমে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করা যেতে পারে।

❖ **পিআরডিপি-৩ লিংক মডেলের বাস্তবায়নঃ** বিআরডিবি'র একটি শক্তিশালী প্লাটফর্ম হলো পিআরডিপি-৩ লিংক মডেল। ইতোপুর্বে জাইকার সহায়তায় পিআরডিপি-১ ও ২ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে । এ প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও সরকারী সেবা বৃহৎ জনগোষ্টির মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার ফলে বিআরডিবি দেশের পল্লী উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে বিধায় আগামীতে পিআরডিবি-৩ সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে বিআরডিবি'র কার্যক্রমকে আরও বেগবান করা যেতে পারে।

❖ **ইউনিয়ন পর্যায়ে বিআরডিবি-এর স্তর কাঠামো সংযুক্তকরণঃ** বিআরডিবি এর জীবিকায়ন পল্লী প্রকল্প অর্থাৎ একটি গ্রাম, একটি পণ্য নিয়ে কাজ করতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানটিকে শক্তিশালী করতে হলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের প্রতি বিশেষ মনোনিবেশ করা যেতে পারে। এছাড়া, যেহেতু বিআরডিবি এর কার্যক্রম গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত ফলে ইউনিয়ন পর্যায়ে বিআরডিবি এর একটি স্তর সংযুক্ত করা যেতে পারে।

❖ **বিআরডিবি-কে বৈচিত্রময় কর্মে সম্পৃক্তকরণঃ** বর্তমানে ঋণ ব্যতীত বিআরডিবি-এর অন্য কোন কাজ নেই। অন্যান্য জাতি গঠনমূলক বিভাগের ন্যায় ( কৃষি, বীজ, সেচ সুবিধা, সমাজসেবা, উচ্চ ফলনশীল জাতের চাষাবাদ (HYV) প্রবর্তন, যৌথ খামার ও কৃষি যান্ত্রিকীকরন ইত্যাদি) বৈচিত্রময় কর্মে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

❖ **বিআরডিবিকে অধিদপ্তরে রুপান্তরঃ** মাঠ ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে দলীয় আলোচনার ভিত্তিতে দেখা যায় যে, অধিকাংশ উত্তরদাতার, বিআরডিবিকে অধিদপ্তরে রুপান্তর করা প্রয়োজন বলে মতামত প্রদান করেন। উপজেলা সৃষ্টি হওয়ার পর উপজেলা পর্যায়ে ২৪ টি ডিপার্টমেন্টকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এর মধ্যে ২৩ টি অধিদপ্তর ও ১ টি বোর্ড। আবার উপজেলা পরিষদে ১৭ টি ডিপার্টমেন্ট আছে তার মধ্যে ১৬ টি অধিদপ্তর ও ১ টি বোর্ড । ফলে উপজেলা পর্যায়ে বিআরডিবিকে মূল্যায়ন করা হয় না। এ ছাড়াও, বিআরডিবি কোন সিদ্ধান্ত নিতে গেলে বিআরডিবি সরাসরি মন্ত্রী পর্যায়ে যেতে পারে না। ফলে বিআরডিবি-এর প্রকল্পের ফাইল অনুমোদনে যথেষ্ট কাল ক্ষেপন হয়। বিআরডিবি

অধিদপ্তর হলে তাদের কার্যক্রম খুব দ্রুত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে বিধায়বিআরডিবিকে অধিদপ্তর হিসেবে ঘোষণা করা যায় কি না ভেবে দেখা যেতে পারে।

- **পরিবহণ সুবিধাঃ** মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা উপজেলা থেকে ইউনিয়নে গিয়ে প্রকল্পের কাজ করতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের জন্য পরিবহণ সুবিধা থাকে না। এমনকি তাদেরকে অনেক সময় টিএ বিল দেওয়া হয় তা যাতায়াতের জন্য পর্যাপ্ত নয়। ফলে অধিকাংশ প্রকল্পের কাজে অনাগ্রহ দেখায়। এমতাবস্থায়, বিভিন্ন প্রকল্পে মাঠ কর্মীদের জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন সরবরাহ করা বিশেষত সাইকেল বা মোটর সাইকেলের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

- **স্যালারী সাপোর্ট পুনঃস্থাপনঃ** মাঠ পর্যায়ের তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে যে, ইউসিসিএ-এর কর্মচারীদের পূর্বে স্যালারী সাপোর্ট হিসাবে বেতনের ৭০% হেড অফিস থেকে দেয়া হতো। কিন্তু গত ৪/৫ বছর যাবত তা বন্ধ রয়েছে। ফলে এখন নিয়মিত বেতন পায় না এবং বেতন পেলেও তা হচ্ছে খুবই নগণ্য। এমতাবস্থায়, কর্মচারীদের পূর্বের ন্যায় রাজস্ব বাজেটের মাধ্যমে ৭৫% স্যালারি সার্পোট এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

- **ম্যানেজার ভাতা/কমিশিন না পাওয়াঃ** প্রকল্পগুলি চালুর সময় সমিতির ম্যানেজারদের মাসিক ভাতা বা ঋণের কিস্তি আদায়ের উপর কমিশিন দেয়া হয় কিন্তু প্রকল্প অবস্থা থেকে কাজ শুরু করে কর্মসূচী হওয়ার পর ঐ ভাতা ঠিকমত পায় না বা বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে কোন সম্মানী ছাড়া তারা এই কাজ করতে আগ্রহী না। এক্ষেত্রে সমিতির ম্যানেজারদের মাসিক ভাতা বা ঋণের কিস্তি আদায়ের উপর কমিশিন দেয়া যেতে পারে।

- **ঋণের শর্তাবলী সহজিকরণঃ** প্রাথমিক সমিতির সদস্য এবং প্রকল্পভুক্ত দলগুলোর প্রদেয় উত্তরের ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে যে, বিআরডিবি থেকে ঋণ নিতে বিভিন্ন ধরণের কাগজপত্র জমা দিতে হয় (জমির খতিয়ান/দলিল, আবেদন পত্র,ডিমান্ড নোট,স্টাম্পে চুক্তিনামা ইত্যাদি) কঠিন শর্তারোপ করা হয়। ফলে অনেকে বিআরডিবি থেকে ঋণ না নিয়ে এনজিও থেকে ঋণ নিতে আগ্রহী হয়ে উঠে। এমতাবস্থায়, ঋণ কার্যক্রমে ঋণের শর্তাবলী সহজিকরণ করা যায় কি না তা ভেবে দেখা যেতে পারে।

- **ইনষ্টিটিউশনাল রিভিউ করা প্রয়োজনঃ** বর্তমান যুগ বিশ্বায়নের যুগ। এখানে নানা ধরনের নিত্য নতুন ধারণা, কৌশল, নীতি সহায়তার উপাদান কাজে লাগিয়ে গ্রামীণ উন্নয়ন করা সম্ভব। বর্তমানে জটিল আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায়, তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে এবং নিত্য পরিবর্তনশীল বিশ্বায়ন এবং বাজারভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে বিআরডিবির ভূমিকা কি হতে পারে এটা নিয়ে একটা Institutional Review হতে পারে। এই Institutional Review'র কাজটি বাংলাদেশের বিশিষ্ট গবেষকদের নিয়ে সম্পন্ন করা সমীচীন হবে বলে বার্ড মনে করে। এটি একটি In-depth গবেষণার দাবি রাখে।

**প্রধান সুপারিশসমূহের সারাংশঃ**

- অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী বিআরডিবি-এর প্রয়োজনীয় জনবল নিয়মিত নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে।
- চাহিদা মাফিক ঋণ প্রদান ও প্রণোদনাসহ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে। এজন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।
- সমবায় আইনের পরিপন্থি নহে এমন বিষয় বিবেচনা করে শুধু বিআরডিবিভুক্ত সমিতিসমূহের রেজিস্ট্রেশন ও অডিট কার্যক্রমে দ্বৈততা পরিহার করে বিআরডিবি'র হাতে ন্যস্ত করা যেতে পারে।
- ইউসিসিএ'র সমিতিসমূহের সদস্যদের ঋণ প্রদান ও আদায়ের ক্ষেত্রে ক্ষমতা অর্পণে উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ও সভাপতি, ইউসিসিএ এর মধ্যে যৌক্তিক সমন্বয় সাধন করা যেতে পারে।

- বর্তমান বাজার মূল্যের সাথে ভারসাম্য বজায় রেখে ঋণের সিলিং বৃদ্ধি করা যেতে পারে এবং ঋণের সুদের হার নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে সকল প্রকল্পের জন্য অভিন্ন সুদের হার নির্ধারন করা যেতে পারে।
- ঋণ বিতরণ ও আদায়ের কার্যক্রম বিশেষ করে প্রাথমিক সমিতি ও দলের ক্ষেত্রে ১-২ জন সদস্যদের কারণে যেন ব্যহত না হয় সে বিষয়ে শিথিলতা আনয়নের জন্য উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং উপ-পরিচালক-কে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা এবং সিদ্ধান্ত প্রয়োগের ক্ষমতা অর্পণ করা যেতে পারে।
- উপজেলা পর্যায়ে বিআরডিবি'র এবং প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম সমন্বিতভাবে এক জায়গা থেকে (ওয়ান স্টপ সার্ভিস) পরিচালনা করতে ডিজিটাল পদ্ধতির প্রবর্তন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে জেলা ও উপজেলা কর্মকর্তাকে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা প্রদান করা যেতে পারে।
- বিভিন্ন প্রকল্পে/কর্মসূচিতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজের সমন্বয় করে প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় তাদের বেতন, চাকুরীর স্থায়িত্ব, পেনশনের নিশ্চয়তা বিধান করা যেতে পারে।
- বিআরডিবি'র সকল স্থায়ী সম্পদের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান করার পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।
- সকল জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে স্থায়ী অফিস স্থাপন করা যেতে পারে।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে কার্যক্রম গ্রহণ, জনবল নিয়োগ ও মাঠ সংগঠকদের পরিবহণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- প্রাথমিক সমিতি/দলের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে অনুঘটক হিসেবে ম্যানেজারকে ভাতা প্রদান করা যেতে পারে।
- উপজেলা পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালনায় প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রধান অফিসের মাধমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে হলে কালক্ষেপন কম হবে অথবা উহা বিভাগীয় পর্যায়ে নিস্পত্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- পিআরডিপি-৩ প্রকল্পটি সকল উপজেলায় বাস্তবায়নের জন্য একটি ডিপিপি গ্রহণ করা যেতে পারে।
- খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।
- পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প একটি গ্রাম, একটি পণ্য নিয়ে কাজ করতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানটিকে শক্তিশালী করতে হলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের প্রতি বিশেষ মনোনিবেশ করতে হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদে বিআরডিবি এর একটি স্তর সংযুক্ত করা যেতে পারে।
- বিআরডিবিকে শক্তিশালি করতে হলে এর কার্যক্রমে বৈচিত্র্য নিয়ে আসা যেতে পারে।
- সমিতির সদস্যদের বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- বর্তমানে বিআরডিবি সমবায় সমিতির কাজ ছাড়াও একক ঋণ প্রদানের কাজ করছে। বিআরডিবি এর কাজকে link মডেলের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে।
- বিআরডিবি 'একটি পল্লী একটি পণ্য' এর মতো বিভিন্ন মডেল নিয়ে কাজ করার চিন্তা করতে পারে।
- অনেক ক্ষেত্রে প্রাথমিক সমিতিসমূহের অডিটের ডকুমেন্ট থাকে না। ইউসিসিএ থেকে সিডিএফ এর মাধ্যমে ৩% লাভ সমবায়কে দিতে হয় কিন্তু বিআরডিবি এর কল্যাণে তা ব্যয় হয় না। এ অর্থ বিআরডিবিভুক্ত সমবায়ীদের কল্যাণে ব্যয় করা যেতে পারে।
- ইউসিসিএ কে রাজনীতিমুক্ত রেখে আরডিও কে কিভাবে ক্ষমতায়ন করা যায় তা ভেবে দেখা যেতে পারে।

- উপজেলা সৃষ্টি হওয়ার পর উপজেলা পর্যায়ে ২৪টি ডিপার্টমেন্টকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এর মধ্যে ২৩টি অধিদপ্তর ও ১টি বোর্ড। আবার উপজেলা পরিষদে ১৭টি ডিপার্টমেন্ট আছে তার মধ্যে ১৬টি অধিদপ্তর ও ১টি বোর্ড । ফলে উপজেলা পর্যায়ে বিআরডিবিকে মূল্যায়ন করা হয় না। এ ছাড়াও, বিআরডিবি কোন সিদ্ধান্ত নিতে গেলে বিআরডিবি সরাসরি মন্ত্রী পর্যায়ে যেতে পারে না। ফলে বিআরডিবি-এর প্রকল্পের ফাইল অনুমোদনে যথেষ্ট কাল ক্ষেপন হয়। বিআরডিবি অধিদপ্তর হলে তাদের কার্যক্রম খুব দ্রুত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে বিধায় বিআরডিবিকে অধিদপ্তর করণের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।
- বাংলাদেশের বিশিষ্ঠ অর্থনীতিবিদ, গবেষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সরকারের নীতি নির্ধারক, সংশ্লিষ্ট পেশাজীবি ও অংশীজনদের (স্টেক হোল্ডার) সমন্বয়ে একটি ইনস্টিটিউশনাল রিভিউ শীর্ষক গবেষণা করার মাধ্যমে বিআরডিবি'র বর্তমান ভূমিকা বিশ্লেষণ করে পরবর্তী নির্ধারণী নিরুপন করা যেতে পারে।

## রেফারেন্স


Asaduzzaman, M, (2007), Institutional Analysis of Rural Development: A Study of Bangladesh Rural Development Board (BRDB), Dhaka, Osder Publications.

মোল্লা, দেলোয়ার হোসেন (২০১৮), **আইআরডিপি প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও আজকের বিআরডিবির কার্যক্রম**, দৈনিক যুগান্তর, ঢাকা। **https://www.jugantor.com/todays-paper/visibility/42008**

বাংলাদেশ সরকার (২০২৩), বিআরডিবি'র বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩, ঢাকা, বিআরডিবি'র প্রধান কার্যালয়।

brdb.portal.gov.bd

বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, বিআরডিবি।

বাংলাদেশ সরকার (২০২৩), সমবায় সমিতি আইন, ২০০১, পউসবি, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।

বাংলাদেশ সরকার (২০২৩), সমবায় সমিতি আইন সংশোধনী ২০১৩, পউসবি, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা । ।

সংযোজনী-১

প্রশ্নমালা সেট-১

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)
কোটবাড়ী, কুমিল্লা

বিআরডিবি শক্তিশালীকরণ: সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ক গবেষণার প্রশ্নপত্র
(প্রাথমিক সমিতির চেক লিষ্ট/প্রশ্নপত্র)

সমিতির নামঃ গ্রামের নামঃ

ইউনিয়নের নামঃ উপজেলার নামঃ জেলার নামঃ

সমিতির বয়সঃ উত্তর দাতার সংখ্যাঃ

সমিতির শেয়ারঃ সমিতির সঞ্চয়ঃ ঋণের পরিমানঃ

ঋণ আদায়ের পরিমানঃ আদায়ের হার (%):

অনাদায়ী ঋণের পরিমানঃ অনাদায়ী ঋনের হার (%):

১। গত এক বছরে সমিতির ঋণ বিতরণ (টাকা)-

২। গত এক বছরে সমিতির ঋণ আদায়ের পরিমাণ (টাকা)- আদায়ের হার কত (%)-

৩। কি কি কাজে ঋণ নিয়ে থাকে সদস্যরা?

৪। যে কাজে ঋণ নেয় সেই কাজে ব্যবহার করে কি না? ১। হ্যাঁ ২। না

না হলে কারণ কি

৫। ঋণ নিয়ে সদস্যরা উপকৃত হচ্ছে কি না?

৬। চাহিদা মোতাবেক ঋণ পাওয়া যায় কি না?

৭। যেই কাজে সদস্যরা ঋণ নেয় সেই কাজের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয় কি না?

৮। উপজেলা কেন্দ্রীয় সমিতির সাথে আপনাদের প্রাথমিক সমিতির সম্পর্ক কেমন?

ক। ভালো (ভালো হওয়ার কারণ) .....
খ) খারাপ (কারণ).....
গ) মোটামোটি (কারণ).....

৯। আপনার সমিতির বর্তমান কার্যাবলী কি কি?

১০। আপনার সমিতির সবল দিকগুলো কি কি?

১১। আপনার সমিতির দুর্বল দিকগুলো কি কি ?

১২। আপনার সমিতির কোন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ রয়েছে কিনা? ক. হ্যাঁ খ. না

১৩। উত্তর হ্যাঁ হলে তার বিবরিণ দিন।

১৪। আপনার সমিতির চ্যালেঞ্জ বা ঝুঁকিগুলো কি কি?

১৫। সমিতির ঝুঁকি এবং দুর্বল দিকগুলো মোকাবেলায় আপনার পরামর্শগুলো কি কি?

১৬। সমিতি সম্পর্কে অন্য কোন মতামত থাকলে বলুন।

তথ্যসংগ্রহকারীর নামঃ
তারিখঃ

প্রশ্নমালা সেট-২

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)
কোটবাড়ী, কুমিল্লা

বিআরডিবি শক্তিশালীকরণ: সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ক গবেষণার প্রশ্নপত্র
(ইউসিসিএ-এর জন্য প্রশ্নাবলী)

উপজেলার নাম-  জেলার নাম-

কেন্দ্রীয় সমিতির নামঃ  কেন্দ্রীয় সমিতি গঠনের সালঃ

১। উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির কার্যাবলিগুলো কি কি?

২। কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির বর্তমান শেয়ার কত=  সঞ্চয় কত=

৩। কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির মাধ্যমে ঋণ ব্যবস্থাপনার বর্তমান চিত্র?

| আপনার সমিতির বর্তমান মোট ঋন কত | আদায়কৃত টাকা | আদায়ের হার (%) | অনাদায়ীকৃত টাকা | অনাদায়ী হার (%) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

৩। আপনার সমিতি অদ্যবদি কি কি সম্পদ সৃজন করেছে।

৪। কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির সরকারী সেবা গ্রহণ ও বহমুখী কার্যক্রম কি কি?

৫। কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির সরকারী সেবা গ্রহণ ও বহমুখী কার্যক্রম গ্রহণের বর্তমান অবস্থা কি?

৬। কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির কৃষিতে ব্যবহৃত প্রযুক্তি গ্রহণ ও কৃষি পণ্য বাজারজাতকরনের অবস্থা কি?

৭। ইউসিসিএর মাধ্যমে প্রাথমিক সমিতির সদস্যদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের ধরন কি?

৮। ইউসিসিএর মাধ্যমে প্রাথমিক সমিতির সদস্যদের প্রশিক্ষণ গ্রহণে সমস্যাগুলো কি কি?

৯। উপজেলা কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্যদের সেবা, সরবরাহ ও সহযোগিতা প্রদানে বিআরডিবি এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমুহের যোগাযোগের ধরন কি?

১০। উপজেলা কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্যদের সেবা, সরবরাহ ও সহযোগিতা প্রদানে বিআরডিবি এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমুহের যোগাযোগের সমস্যাগুলো কি কি?

১১। বর্তমানে ইউসিসি এর সমস্যাসমূহ কি কি?

১২। উপজেলা কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্যদের সেবা, সরবরাহ ও সহযোগিতা প্রদানে বিআরডিবি এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমুহের যোগাযোগের সমস্যাগুলো সমাধানের উপায় কি?

১৩। অন্য কোন মতামত থাকলে পেশ করুন।

তথ্যসংগ্রহকারীর নামঃ
তারিখঃ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)
কোটবাড়ী, কুমিল্লা

বিআরডিবি শক্তিশালীকরণ: সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ক গবেষণার প্রশ্নপত্র
(দলের সদস্য/সুফলভোগীদের জন্য প্রশ্নাবলী)

সদস্যের নাম- সদস্যের বয়সঃ- মোবাইল নাম্বারঃ
সমিতি বা দলের নাম- গ্রাম- ইউনিয়ন-
উপজেলা- জেলা-
সমিতি বা দলে অন্তর্ভুক্তির সাল-
১। কি উদ্দেশ্যে সমিতি বা দলের সদস্য হয়েছেন?

২। উদ্দেশ্য সফল হয়েছে কিনা?
ক। হ্যাঁ (কারণ).....

খ। না (কারণ).....

৩। প্রশিক্ষণ পেয়েছে কিনা?
ক। হ্যাঁ হলে প্রশিক্ষণের ধরণ.....

খ। না (কারণ) .....

৩। সমিতি বা দল হতে ঋণ গ্রহন করেন কিনা?
ক। হ্যাঁ। হলে, কি কি কাজে ঋণ নেন?

খ। না হলে (কারণ).....

৪। চাহিদা মত ঋণ পান কিনা?
ক। হ্যাঁ
খ। না হলে (কারণ)

৫। বর্তমানে আপনার ঋণ আছে কি?
ক। হ্যাঁ হলে, কত টাকা?
খ। না।

৬। গত পাঁচ বছরে কত বার ঋণ নিয়েছেন?
কত টাকা ঋণ নিয়েছেন?
কত টাকা পরিশোধ করেছেন।

৭। আপনাদের দল/সমিতির কার্যাবলীগুলো কি কি?

৮। আপনাদের দল/সমিতির সবল দিকগুলো কি কি?

৯। আপনাদের দল/সমিতির দুর্বল দিকগুলো কি কি ?

১০। আপনাদের দল/সমিতি বিআরডিবি থেকে কি কি সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে?

১১। আপনাদের দলের চ্যালেঞ্জ বা ঝুঁকিগুলো কি কি?

১২। দল পরিচালনের ক্ষেত্রে ঝুঁকিগুলো কি কি?

১৩। দলের ঝুঁকি এবং দুর্বল দিকগুলো মোকাবেলায় আপনার পরামর্শগুলো কি কি?

১৪। আপনার সমিতির কোন স্থাবর/অস্থাবর সম্পদ রয়েছে কিনা?
ক. হ্যাঁ খ. না

১৫। উত্তর হ্যাঁ হলে স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ দিন।

১৬। উত্তর হ্যাঁ হলে অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ দিন।

১৭। পল্লী উন্নয়ন দলের সদস্যদের প্রশিক্ষণ গ্রহণে সমস্যাগুলো কি কি?

১৮। পল্লী উন্নয়ন দলের সদস্যদের সেবা, সরবরাহ ও সহযোগিতা প্রদানে বিআরডিবিএবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমুহের যোগাযোগের ধরন কি?

১৯। পল্লী উন্নয়ন দলের সদস্যদের সেবা, সরবরাহ ও সহযোগিতা প্রদানে বিআরডিবি এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমুহের যোগাযোগের সমস্যাগুলো কি কি?

২০। উপরোক্ত সমস্যাগুলো সমাধানে আপনার পরামর্শ কি?

তথ্যসংগ্রহকারীর নামঃ
তারিখঃ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)
কোটবাড়ী, কুমিল্লা

বিআরডিবি শক্তিশালীকরণ: সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ক গবেষণার প্রশ্নপত্র
(উপপরিচালক, ইউআরডিও, এআরডিও, হিসাবরক্ষক-এর জন্য চেক লিষ্ট)

উপজেলার নাম-

জেলার নাম-

কর্মকর্তার নাম- পদবী- মোবাইল নং-

১। বর্তমানে বিআরডিবি-এর জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পদবী অনুযায়ী সংখ্যা কত?

২। বিআরডিবি-এর বর্তমান পদ সংখ্যা অনুযায়ী সম-পরিমান জনশক্তি কর্মে নিয়োজিত আছে কি?

৩। বিআরডিবি-এর বর্তমান পদসংখ্যা সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনায় যথেষ্ট কি? পদসংখ্যা বৃদ্ধি বা কমানোর প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করেন কি?

৪। উপজেলা পর্যায়ে আর্থিক ক্ষমতা অর্পণে বর্তমান অবস্থা কি?

৫। উপজেলা পর্যায়ে আর্থিক ক্ষমতা অর্পণে সমস্যাগুলো কি কি?

৬। উপজেলা পর্যায়ে আর্থিক ক্ষমতা অর্পণে আপনার সুপারিশ কি?

৭। উপজেলা পর্যায়ে প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পণে বর্তমান অবস্থা কি?

৮। উপজেলা পর্যায়ে প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পণে সমস্যাগুলো কি কি?

৯। উপজেলা পর্যায়ে প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পণে আপনার সুপারিশ কি?

১০। জেলা পর্যায়ে আর্থিক ক্ষমতা অর্পণে বর্তমান অবস্থা কি?

১১। জেলা পর্যায়ে আর্থিক ক্ষমতা অর্পণে সমস্যাগুলো কি কি?

১২। জেলা পর্যায়ে আর্থিক ক্ষমতা অর্পণে আপনার সুপারিশ কি?

১৩। জেলা পর্যায়ে প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পণে বর্তমান অবস্থা কি?

১৪। জেলা পর্যায়ে প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পণে সমস্যাগুলো কি কি?

১৫। জেলা পর্যায়ে প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পণে আপনার সুপারিশ কি?

১৬। প্রাথমিক সমিতির সদস্যদের ঋন বিতরণের ধরন কি?

১৭। প্রাথমিক সমিতির সদস্যদের ঋন বিতরণে কোন সমস্যা আছে কি?

১৮। প্রাথমিক সমিতির সদস্যদের ঋন বিতরণে সমস্যাসমূহ হতে উত্তোরনের উপায় কি?

১৯। প্রাথমিক সমিতির সদস্যদের আয় বৃদ্ধিমুলক কোন প্রশিক্ষণ দেয়া হয় কিনা। হ্যাঁ হলে কি ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

২০। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের কোন সমস্যা আছে কি না।

২১। উক্ত সমস্যা মোকাবেলা আপনাদের করণিয় কি।

২২। বিআরডিবি সকল কার্যক্রম অফিস ও মাঠ পর্যায়ে/প্রকল্প পর্যায়ে ডিজিটাইল করা সম্ভব কিনা?

২৩। বিআরডিবি এর কাজের সবল দিকগুলি কি?

২৪। বিআরডিবি এর কাজের দুর্বলতা দিকগুলি কি?

২৫। বিআরডিবি এর কাজের সম্ভাবনা কি?

তথ্যসংগ্রহকারীর নামঃ
তারিখঃ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)
কোটবাড়ী, কুমিল্লা

বিআরডিবি শক্তিশালীকরণ: সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ক গবেষণার প্রশ্নপত্র
(ইউএনও, উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউপি চেয়াম্যান, ইউপি মেম্বার জন্য চেক লিষ্ট)

উপজেলার নাম-
জেলার নাম-
উত্তর দাতার নাম- পদবী- মোবাইল নং-

১। বিআরডিবি-এর কার্যবলি সম্পর্কে আপনার মতামত।

২। বিআরডিবি-এর সম্ভাবনার দিকগুলো কি কি?

৩। বিআরডিবি-এর সবল দিকগুলো কি কি?

৪। বিআরডিবি-এর সমস্যাগুলো কি কি?

৫। বিআরডিবি শক্তিশালীকরণে আপনার পরামর্শগুলো কিকি?

তথ্যসংগ্রহকারীর নামঃ
তারিখঃ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)
কোটবাড়ী, কুমিল্লা

বিআরডিবি শক্তিশালীকরণ: সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ক গবেষণার প্রশ্নপত্র
(বিআরডিবি'র পরিচালক মহোদয়গণের প্রশ্ন)

নামঃ পদবীঃ মোবাইল নং:

১। বিআরডিবি-এর কার্যবলি সম্পর্কে বলুন।

২। বিআরডিবি-এর সম্ভাবনার দিকগুলো কি কি?

৩। বিআরডিবি-এর সবল দিকগুলো কি কি?

৪। বিআরডিবি-এর সমস্যাগুলো কি কি?

৫। বিআরডিবি শক্তিশালীকরণে আপনার পরামর্শগুলো কি কি?

৬। বোর্ডের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রস্তুতির বর্তমান অবস্থা কি?

৭। বোর্ডের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রস্তুতির সমস্যাগুলো কি কি?

৮। বোর্ডের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রস্তুতিতে আপনার সুপারিশ কি?

৯। বার্ষিক বাজেট প্রণয়নের ধরন কি?

১০। বার্ষিক বাজেট প্রণয়নের সমস্যাগুলো কি?
১১। বার্ষিক বাজেট প্রণয়নে আপনার সুপারিশ কি?

১২। বিআরডিবির পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক প্রণীত প্রকল্প , কর্মসূচি ও পল্লী উন্নয়ন মডেলের বর্তমান সংখ্যা কয়টি?

১৩। বিআরডিবির পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক প্রণীত প্রকল্প , কর্মসূচি ও পল্লী উন্নয়ন মডেলের বর্তমান অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন কয়টি?

১৪। পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক প্রণীত প্রকল্প , কর্মসূচি ও পল্লী উন্নয়ন মডেলের বাস্তবায়নাধীনের সংখ্যা কয়টি?

১৫। বোর্ড কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প কর্মসূচি সমূহের অগ্রগতি , সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও মূল্যায়নের জন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান নিয়োগের সংখ্যা কয়টি ? এবং এর অগ্রগতি কেমন?

১৬। বিআরডিবি-এর আইনের উদ্দেশ্যপূরণে প্রয়োজনীয় কর্মসম্পাদনের বর্তমান অবস্থা কি?

১৭। বিআরডিবি-এর আইনের উদ্দেশ্যপূরণে ভবিষ্যৎ কর্মসম্পাদনে আপনার মতামত কি?

১৮। অনুমোদিত বাজেটের মধ্যে কার্যসম্পাদনের সংখ্যা ও ব্যয় নির্বাহের সংখ্যা কত?

১৯। অনুমোদিত বাজেটের মধ্যে পণ্যসেবা ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহের সংখ্যা কত?

২৮। প্রয়োজনীয় সমঝোতাচুক্তি সম্পাদনের ধরন কি? এবং সংখ্যা কত?

২১। প্রয়োজনীয় সমঝোতাচুক্তি সম্পাদনের সমস্যাগুলো কি কি?

২২। প্রয়োজনীয় সমঝোতাচুক্তি সম্পাদনে আপনার সুপারিশ কি?

২৩। বিদেশি সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এর সহযোগিতা বা পরামর্শ গ্রহনের ধরন কি?

২৪। বিদেশি সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এর সহযোগিতা বা পরামর্শ গ্রহনে সমস্যাগুলো কি কি?

২৫। পল্লী উন্নয়নের জন্য সরকার কর্তৃক প্রণীতমালার বাস্তবায়ন ও কার্যবলি সমন্বয় সাধনের বর্তমান অবস্থা কি?

২৬। পল্লী উন্নয়নের জন্য সরকার কর্তৃক প্রণীতমালার বাস্তবায়ন ও কার্যবলি সমন্বয় সাধনের বর্তমান সমস্যাগুলো কি কি?

২৫। বিআরডিবি-এর সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যক্রমের ডিজিটাল প্রক্রিয়ার বর্তমান অবস্থা কি?

২৬। বিআরডিবি-এর সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যক্রমের ডিজিটাল প্রক্রিয়ার সমস্যাগুলো কি কি?

২৭। বিআরডিবি-এর সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যক্রমের ডিজিটাল প্রক্রিয়ার সমস্যা সমাধান আপনার সুপারিশ কি?

২৮। প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার ডিজিটাল ব্যবস্থা পদ্ধতি আছে কি?

১। হ্যাঁ ২। না ৩। মোটামোটি

২৯। প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থপনা ডিজিটাইলেশনের প্রয়োজন আছে কি?

১। হ্যাঁ ২। না

যদি হ্যাঁ হয় কিভাবে ডিজিটাইলেশন করা যায় আপনার মতামত দিন।

তথ্যসংগ্রহকারীর নামঃ
তারিখঃ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)
কোটবাড়ী, কুমিল্লা

বিআরডিবি শক্তিশালীকরণ: সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ক গবেষণার প্রশ্নপত্র
(দলের সদস্য/সমিতির সদস্যদের জন্য ইম্প্যাক্ট স্টাডি)

১। নামঃ গ্রামঃ ইউনিয়নঃ

উপজেলাঃ জেলাঃ বয়সঃ মোবাইল নং-

২। প্রকল্পের নামঃ সমিতির নামঃ

৩। সমিতির/প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সাল-

৪। সমিতি/প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার আগে/পরে আপনার পারিবারিক অবস্থা?

| | সমিতিতে সদস্য হওয়ার আগের অবস্থান | সমিতিতে সদস্য হওয়ার পর বর্তমান অবস্থান |
|---|---|---|
| পেশা- | | |
| জমির পরিমান (বসত, পুকুরসহ)- | | |
| ঘরের অবস্থা- | পাকা-<br>আধাপাকা-<br>মাটির ঘর-<br>টিনসেড-<br>ছনেরঘর- | পাকা-<br>আধাপাকা<br>মাটির ঘর-<br>টিনসেড-<br>ছনেরঘর- |
| ঘরের আসবাবপত্র- | ফ্রিজ-<br>টিভি-<br>খাট-<br>আলমিরা-<br>সুকেচ-<br>অন্যান্য- | ফ্রিজ-<br>টিভি-<br>খাট-<br>আলমিরা-<br>সুকেচ-<br>অন্যান্য- |
| কৃষি যন্ত্রপাতি- | থ্রেসার মেশিন-<br>স্প্রে মেশিন-<br>ট্রাক্টর-<br>পাওয়ার টিলার-<br>অন্যান্য- | থ্রেসার মেশিন-<br>স্প্রে মেশিন-<br>ট্রাক্টর-<br>পাওয়ার টিলার-<br>অন্যান্য- |
| যানবাহন- | সাইকেল-<br>রিক্সা-<br>মটরসাইকেল-<br>সিএনজি-<br>অন্যান্য গাড়ী- | সাইকেল-<br>রিক্সা-<br>মটরসাইকেল-<br>সিএনজি-<br>অন্যান্য গাড়ী- |
| নিরাপদ খাবার পানি অবস্থা | | |
| চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা | | |
| সামাজিক অবস্থা | | |
| ব্যাংক/অন্যান্য কোন প্রতিষ্ঠানে জমানো টাকা। | | |

| | সমিতিতে সদস্য হওয়ার আগের অবস্থান | সমিতিতে সদস্য হওয়ার পর বর্তমান অবস্থান |
|---|---|---|
| অন্যান্য স্থায়ী সম্পদ | | |

৫। সমিতি/প্রকল্পের সদস্য হওয়ার পর কি কি সুবিধা পেয়েছেন।

৬। সমিতি/প্রকল্পে সদস্য হওয়ার পর প্রথম কত টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন ।

৭। উক্ত ঋণের টাকা কি কাজে ব্যবহার করেছেন।

৮। উক্ত ঋনের টাকা ব্যবহার করে কত টাকা লাভ হয়েছে।

৯। সমিতিতে সদস্য হওয়ার পর হতে এ পর্যন্ত কত বার ঋণ নিয়েছেন।

১০। সর্বমোট কত টাকা ঋণ নেয়া হয়েছে।

১১। সমিতি হতে ঋণ গ্রহণ করে বাৎসরিক কত টাকা আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

১২। গত ১০ (দশ) বছরে ঋণ ব্যবহার করে কত টাকা আয় হয়েছে।

১৩। অর্জিত আয়ের টাকা কি কাজে ব্যবহার করেছেন?
ক) খাদ্য ক্রয়ে
খ) শিক্ষা
গ) পুনঃ বিনিয়োগ
ঘ) অন্যান্য

১৪। সমিতির সদস্য হওয়ার পূর্বে কোন প্রশিক্ষন পেয়েছেন কি?
যদি পেয়ে থাকেন। কি ধরনের প্রশিক্ষন পেয়েছেন।

১৫। সমিতির সদস্য হওয়ার পরে কোন প্রশিক্ষন পেয়েছেন কি?
যদি পেয়ে থাকেন। কি ধরনের প্রশিক্ষন পেয়েছেন।

১৬। ভবিষ্যতে আপনার আরও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে কি।
হ্যাঁ হলে কি ধরনের প্রশিক্ষন প্রয়োজন।

১৭। আপনার অন্য কোন মতামত থাকেলে বলুন।

তথ্যসংগ্রহকারীর নামঃ
তারিখঃ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)
কোটবাড়ী, কুমিল্লা

বিআরডিবি শক্তিশালীকরণ: সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ক গবেষণার প্রশ্নপত্র
(বাংলাদেশের কয়েকজন বিশিষ্ঠ অর্থনীতিবিদ, বিআরডিবি'র প্রাক্তন মহাপরিচালক ও বর্তমান মহাপরিচালক মহোদয়গণের জন্য)

বিআরডিবি'র প্রাক্তন মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে কেআইআই এর চেকলিস্ট

১। বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে বিআরডিবি'র সমস্যা ও সম্ভাবনা কী কী? অনুগ্রহ করে আপনার মতামত দিন।

২। বিআরডিবি'র বর্তমান যে সাংগঠনিক কাঠামো আছে এ সম্পর্কে আপনার মতামত কী? অনেকে মনে করেন, বিআরডিবি একটি অধিদপ্তর হলে বিআরডিবি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আরো শক্তিশালী হবে- এ বিষয়ে আপনার মতামত জানতে চাই।

৩। বিআরডিবি'র ঋণ কার্যক্রম ছাড়া আর তেমন কোন প্রোডাক্ট নাই বিষয়টিকে আপনি কিভাবে দেখেন।এখানে নতুন কি করা যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন।

৪। অদ্যাবধি বিআরডিবি অনেকগুলো সফল প্রকল্প সম্পন্ন করেছে। কিছু কিছু প্রকল্প আলাদাভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এটি কি বিআরডিবি এর মূল কার্যক্রমকে ব্যাহত করছে কিনা? অনুগ্রহ করে এ বিষয়ে আপনার মতামত দিন।

৫। বর্তমান প্রেক্ষাপটে দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায়ের মাধ্যমে পল্লীর দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব কিনা। এ সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি?

৬। বিআরডিবি'র সমিতির রেজিস্ট্রেশন এবং অডিট কার্যক্রম করে সমবায় অধিদপ্তর। এতে করে অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। সমবায় অধিদপ্তর ছাড়া অন্য কোন পেশাগত সিএ ফার্ম দ্বারা বিআরডিবি এর অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করা সমীচীন হবে কিনা? অনুগ্রহ করে এ বিষয়ে আপনার মতামত দিন।

৭। ইউসিসিএ এর কার্যকরী কমিটির সাথে কিছু কিছু উপজেলায় বিআরডিবি এর কর্মকর্তাদের সাথে মনমালিন্য দেখা দেয়। গত ৭/৮ বৎসর দলীয়ভাবে কিছু কিছু উপজেলার ইউসিসিএ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয় ফলে ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে পরিচিত এবং নিজস্ব সমিতির সদস্যদের ইচ্ছামত ঋণ দেয়ার সুপারিশ করে। কিন্তু অনাদায়ী হলে তখন আর মাঠ সংগঠকদের সহযোগীতা করে না। এ ক্ষেত্রে ঋণ আদায়ে ইউসিসিএর সভাপতির দায়বদ্ধতা কিভাবে আনা যায় বলে আপনি মনে করেন?

৮। বিআরডিবি এর ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্পের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সুদের হার নির্ধারন করা আছে। প্রত্যেকটা প্রকল্পের জন্য একটি মাত্র সুদের হার নির্ধারনে আপনার মতামত জানতে চাই।

৯। মউঅ প্রকল্পের মাঠ কর্মীরা ঋণ কম আদায় করলেও রেভিনিউ থেকে বেতন পায় অথচ একই কাজ করে অন্য প্রকল্পের মাঠ কর্মীরা আয়ের থেকে বেতন নিতে হয়। ইউসিসিএ এর কর্মচারীদের পূর্বে সেলারী সাপোর্ট হিসাবে বেতনের ৭০% হেড অফিস থেকে দেয়া হত তাও গত ৪/৫ বৎসর বন্ধ হয়ে যায়। ফলে এখন নিয়মিত বেতন পায় না এবং বেতন পেলেও তার হিসাবে খুবই নগন্য। বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে আপনার সুপারিশ জানতে চাই।

তথ্যসংগ্রহকারীর নামঃ

তারিখঃ

**সংযোজনী-২**

বিআরডিবি শক্তিশালীকরণঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা শীর্ষক গবেষণায় বাংলাদেশের কয়েকজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, বিআরডিবি'র ২ জন প্রাক্তন মহাপরিচালক ও বর্তমান মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে কেআইআই পরিচালনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয় তাদের নামের তালিকা।

১. জনাব হুমায়ুন খালিদ, প্রাক্তন মহাপরিচালক, বিআরডিবি-এর মতামত
২. জনাব সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু, সাবেক মহাপরিচালক, বিআরডিবি-এর মতামত
৩. জনাব আঃ গাফ্‌ফার খান, মহাপরিচালক, বিআরডিবি-এর মতামত
৪. ইমিরেটাস প্রফেসর সাত্তার মন্ডল, গবেষণা ফেলো, বিআইডিএস, ঢাকা এর মতামত
৫. ড. বিনায়ক সেন, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস), ঢাকা এর মতামত